The Most Circulated Bengali Newspaper in North America | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

The Weekly Ajkal ◆ Vol.15, Issue 781 ◆ 01 September 2023 ◆ শুক্রবার ১৭ ভাদ্র ১৪৩০ ◆ www.ajkalnewyork.com

খেলা — মেসির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলবে আর্জেন্টিনা : পৃষ্ঠা-৫৬
গল্প ও কবিতা নিয়ে এবারের সাহিত্য : পৃষ্ঠা-২৪
সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে লেখা ও কলাম : পৃষ্ঠা ৫,৬,৭, ১১, ১২
ন্যান্সি প্রথমবারের মতো গান গাইতে যাচ্ছেন আমেরিকা : পৃষ্ঠা-৩০ — বিনোদন

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন ও ড. ইউনূসের বিচার স্থগিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

হাসিনার ডাকে সাড়া ওবামা-হিলারীর

বিশেষ প্রতিনিধি

তালিকায় ১০৪ নোবেলজয়ী ও ৭৯ বিশ্বনেতা

নজিরবিহীন চাপে পড়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশটির একমাত্র নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিচার স্থগিত চেয়ে সেই সঙ্গে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার দাবিতে বিশ্বের ১৮৩ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি শেখ হাসিনাকে খোলাচিঠি দিয়েছেন। এদের মধ্যে ১০৪ জন নোবেলজয়ী এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটনসহ ৭৯ জন বিশ্বনেতা রয়েছেন। এ চিঠি পাওয়ার পর গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

ইন্টারেস্ট চার্জ শুরু

অক্টোবর থেকে ছাত্রদের ঋণ পরিশোধ

আজকাল রিপোর্ট

স্টুডেন্ট লোনের ওপর ইন্টারেস্ট চার্জ শুরু হচ্ছে আজ শুক্রবার ১ সেপ্টেম্বর থেকে। আর অক্টোবর থেকে কিস্তি প্রদান করতে এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর উল্লেখ করছেন আইনবিদরা

ট্রাম্প নির্বাচন করতে পারবেন না

বিশেষ প্রতিনিধি

ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনার কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী অনুসারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট আইনবিদরা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা এ প্রসঙ্গে সংবিধানের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তার পক্ষে আইনবিদদের সমর্থন ক্রমেই বাড়ছে। আইনবিদরা সংবিধানের প্রায় অব্যবহৃত একটি ধারার উল্লেখ করে বলেছেন, এই ধারা অনুযায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনায় স্পষ্টতই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আর অংশ নিতে পারেন না। তারা বলেছেন, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

টরন্টোর শেরাটন হোটেলে জমজমাট আয়োজন

৩৭তম ফোবানার উদ্বোধন আজ

আজকাল রিপোর্ট

আজ শুক্রবার ১ সেপ্টেম্বর শেরাটন সেন্টার টরন্টো হোটেলে উদ্বোধন হচ্ছে ৩৭তম ফোবানা সম্মেলনের। জমজমাট এ আয়োজনের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। কানাডার টরন্টো শহরে ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এখন এক উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহনেওয়াজের নেতৃত্বে নিউইয়র্ক থেকে ফোবানা নেতৃবৃন্দ গতকালই টরন্টো রওনা হয়ে গেছেন। এ দলে জনাব শাহ নেওয়াজ ছাড়াও রয়েছেন মোহাম্মদ এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক সিটি হলে মেয়র এরিক অ্যাডামসের সংবাদ সম্মেলনের আগে আজান দেওয়া হয় ছবি: মেয়র অফিসের সৌজন্যে

প্রতি জুম্মায় ও রমজানে ইফতারের সময়

মাইকে আজানের অনুমতি

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটির মসজিদগুলোতে জুম্মার নামাজ ও রমযান মাসে মাগরিবের সময় (ইফতারির আগে) মাইকে আযান দেয়া যাবে। গত মঙ্গলবার মেয়র এরিক এডামস সিটি হলে এক অনাড়ম্বও অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন। এর আগে মসজিদে অনুমতি সাপেক্ষে মাইকে আযান প্রচার করা যেত। এখন কোন ধরনের অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

মেয়র এডামসের ঘোষণা অনুযায়ী সিটির মসজিদগুলো প্রতি শুক্রবার জু'মা নামাজের আগে এবং প্রতিবছর রমজান মাসে সন্ধ্যায় সুর্যাস্তের সময় মাগরিবের নামাজে লাউডস্পিকারে 'যুক্তিসঙ্গত উচ্চ আওয়াজে' এক থেকে দেড় মিনিটের আজান দিতে পারবে। এজন্য নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের নিকট থেকে কোনো পূর্বানুমতি নিতে হবে না।

তিনি বলেন, মুসলিম কমিউনিটি সিটির আইনের কোনো লংঘন না করে নির্ধারিত সময়ে আজান দেওয়ার অনুমতির জন্য এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

৮০ শতাংশের অভিমত

ভুল পথে চলছে নিউইয়র্ক!

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের স্বতন্ত্র ও দল নিরপেক্ষ শতকরা ৮০ ভাগ ভোটার মনে করছেন নিউইয়র্ক স্টেট ভুল পথে চলছে। ইমিগ্রেশন, আইনশৃংখলা ও জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ করে গভর্নর, স্টেট এসেম্বলি সদস্য ও সিনেটরদের কার্যকালের মেয়াদ নির্ধারিত না হওয়া নিয়েই তাদের ক্ষোভ। তারা এতই হতাশ ও ক্ষুব্ধ এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে এসাইলাম প্রার্থীদের দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট দাবি

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে এসাইলাম প্রার্থীদের দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের দাবী জানিয়েছে নির্বাচিত জনপ্রনিধি ও বিভিন্ন এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

MHC MARKS HOME CARE
'মার্কস্ হোম কেয়ার'-এর বিজ্ঞাপন দেখুন ২ ও ৬৩ পৃষ্ঠায়
সঠিক হোম কেয়ারের সেবা পেতে ফোন করুন-718 697 7717

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কন্সট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা, গাড়ী/বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
হাসপাতালে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য, ফেডারেল ডিসএবিলিটি
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ
917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury
Attorney at Law

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স
পেরোল | বিজনেস সেটআপ
ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ইন্স্যুরেন্স! ইন্স্যুরেন্স!!
আমরা ফ্রি কোটেশনের ব্যবস্থা করে থাকি।
সবধরণের গাড়ি, বাড়ি এবং ব্যবসায়িক ইন্স্যুরেন্সসহ
Taxi Limousine Insurance Expert!
212-721-0001
32-47 57TH STREET, WOODSIDE, NY 11377
www.megainsurance.nyc
MEGA insurance BROKERAGE
RAJIB AHMED
President & CEO

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $14.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

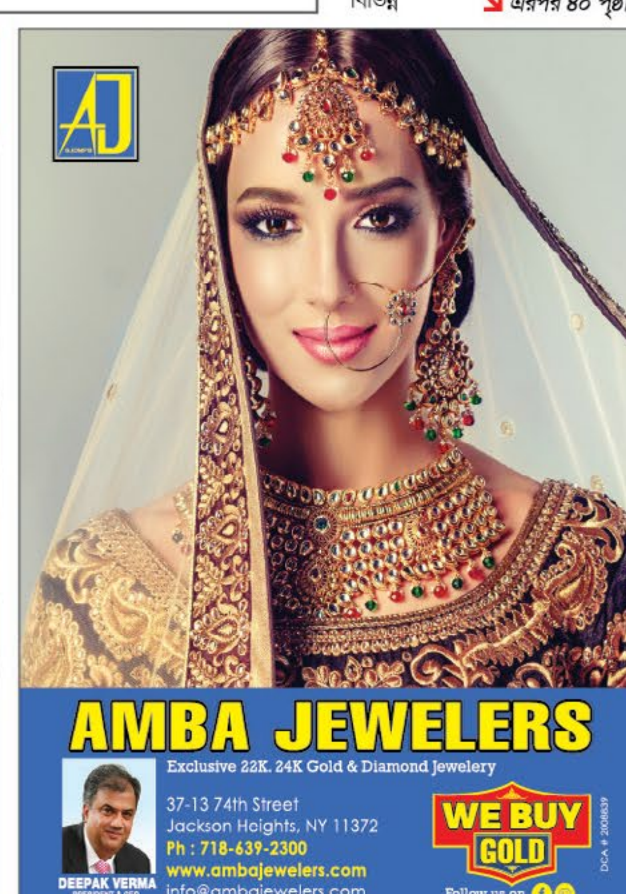

MHC

Marks Home Care
মার্কস্ হোম কেয়ার

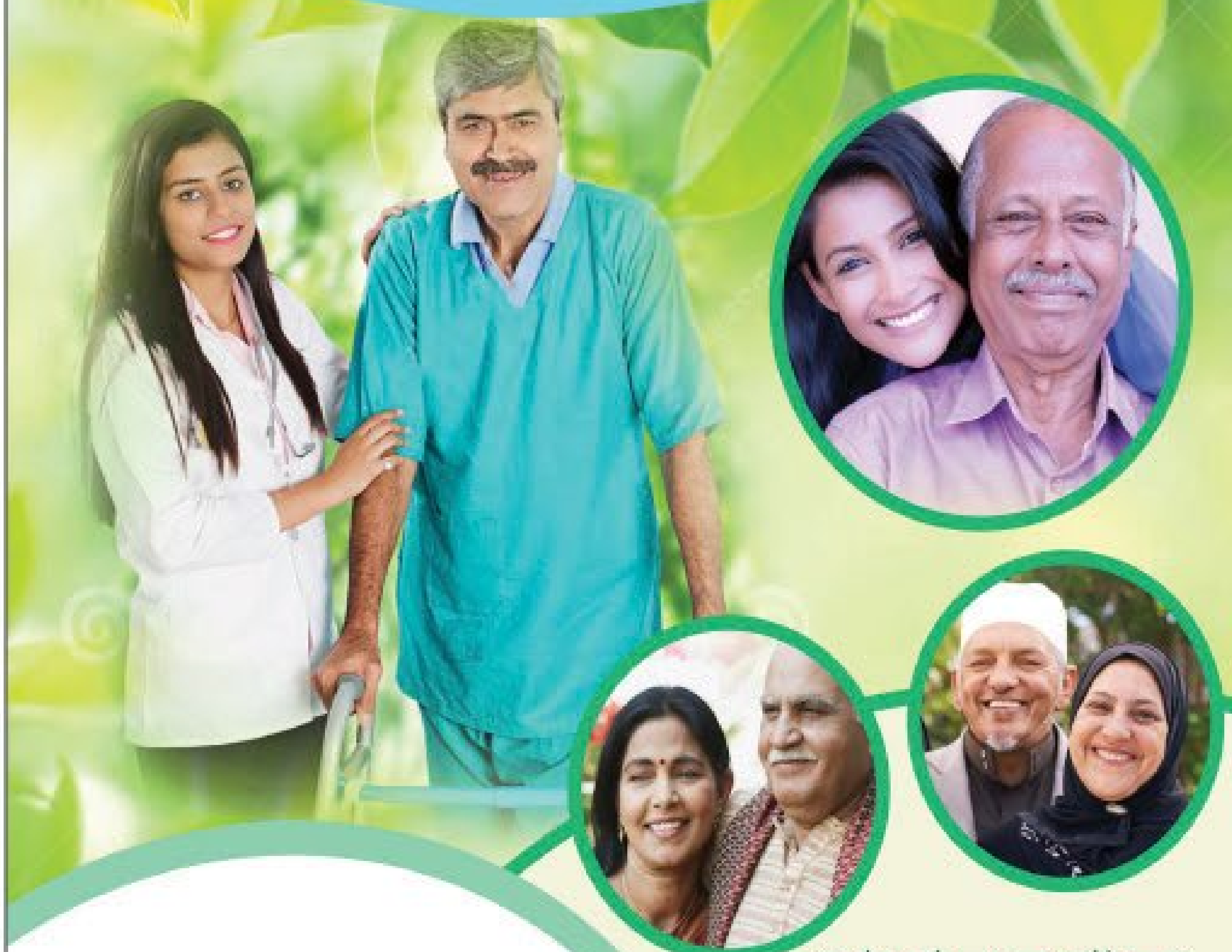

আমরা নূতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।

We Welcome
Agency Transfers
and New Clients.

- প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।
- প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে প্রতি সপ্তাহে আকর্ষণীয় আয়ের নিশ্চয়তা

FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS, PRIZES AND GIVEAWAYS

বিস্তারিত জানতে কল করুন
718-697-7717
E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

Bronx
1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472

1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462

2002 Mcgrow Ave
Bronx, NY 10462

Brooklyn
413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220

219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218

1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230

1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

1104 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

Queens
40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368

37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372

148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Hicksville
217 Bethpage road
Hicksville, NY 11801

Buffalo
1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212

Rochester
504 W Main St
Rochester, NY 14608

★ শেষ পৃষ্ঠার পূর্বের পৃষ্ঠায় আমাদের আরও বিজ্ঞাপন দেখুন। ★

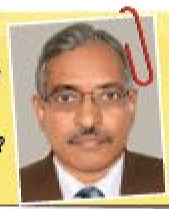

সাপ্তাহিক আজকাল
Friday, 1 September 2023, Issue 781, www.ajkalnewyork.com

বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্প হুমকির মুখে

যুক্তরাষ্ট্রে 'সাদা সোনা'র আমদানী কমছে

আজকাল রিপোর্ট

গত কয়েক বছরে এটি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রে চিংড়ি রপ্তানীতে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়েছে। ফলে বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্প মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বর্তমানে এখন যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ রফতানি পণ্যের তালিকায় সপ্তম। একসময় দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রফতানি পণ্য ছিল চিংড়ি। কয়েক বছরের পড় রফতানির হার কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ করে। এ অবস্থা চলতে থাকলে চিংড়ি রফতানি তলানিতে এসে ঠেকার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান 'সাদা সোনা' নামে পরিচিত চিংড়ি শিল্পের। আমেরিকায় রফতানি কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে রফতানিকারকরা বলছেন, বিদেশের বাজারে চিংড়ির দাম কমে যাওয়া, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া, চিংড়িতে নানা অপদ্রব্য মেশানোয় সুনাম নষ্ট হওয়া এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এ খাত থেকে মুনাফা কমছে, ফলে মাঠপর্যায়ে চাষে অনীহা বাড়ছে চাষীদের। পাশাপাশি ভেনামি চিংড়ি (প্যাসিফিক হোয়াইট-লেগড শ্রিম্প অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাদা চিংড়ি) ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে জনপ্রিয় হওয়ায় দেশের চিংড়ি মার খাচ্ছে। রফতানিকারকরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ইউরোপ-আমেরিকার চিংড়ির ক্রেতারা অর্থনৈতিক এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

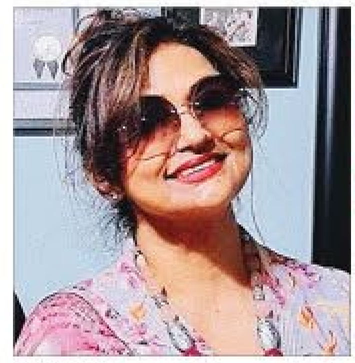

নিউইয়র্কে একই মঞ্চে গান গাইলেন মিতালী মুখার্জী ও বাদশা বুলবুল

আজকাল রিপোর্ট

দুই বাংলার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী মিতালী মুখার্জী এবং বাদশা বুলবুলের সঙ্গীত পরিবেশনায় নিউইয়র্কে হয়ে গেল ' মিতালী মুখার্জী এন্ড বাদশা বুলবুল মিউজিক্যাল নাইট'। নিউইয়র্কে গ্যালাক্সী মিডিয়ার আয়োজনে গত ২৬ আগস্ট জ্যামাইকার মেরী লুইস একাডেমী মিলনায়তনে শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্যালাক্সী মিডিয়ার কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর। এসময় তিনি বলেন,রুচির দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদে প্রবাসে সঙ্গীতের নান্দনিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে আজকের এই পরিবেশনা । আর এই রকম নান্দনিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতে গ্যালাক্সী মিডিয়া বদ্ধপরিকর। তারই এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

পুলিশের অভিবাসী ক্রিকেটে সন্দীপ চ্যাম্পিয়ন

আজকাল রিপোর্ট

নিউ ইর্য়ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) ইউনিট কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো আয়োজিত অভিবাসী ক্রিকেট লীগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশিদের 'সন্দ্বীপ স্পোর্টিং ক্লাব'। লীগে বাংলাদেশসহ মোট ১৪টি দেশের ক্রীকেট দল অংশ গ্রহণ করে। কুইন্সে সাউথ জ্যামাইকার বেইসলে পন্ড পার্কের ক্রিকেট গ্রাউন্ডে গত বৃহস্পতিবার 'এনওয়াইপিডি পুলিশ কমিশনার যুব ক্রিকেট লীগ ২০২৩' নামে এ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত খেলায় ব্রংক্স রয়েলসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে প্রথ মবারের মতো শিরোপা জিতে নেন সন্দ্বীপ স্পোর্টিং ক্লাব। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন ক্লাবটির খেলোয়াড় সাকিব আহমেদ। লীগে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, গায়েনা, হিস্পানিক, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মোট ১০টি যুব ক্রিকেট দল অংশ নেয়। এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার আহবান জানিয়ে গাইবান্ধা সোসাইটির গণস্বাক্ষর

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারিপ্রতিষ্ঠানে শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার আহবান জানিয়ে, তিনদিনব্যাপী গণস্বাক্ষর কর্মসূচী পালন করা হলো। ২৬ ,২৭ ও ২৮ আগস্ট বাঙালি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় গণস্বাক্ষর কর্মসূচীতে শত শত প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নিয়ে স্বাক্ষর প্রদান করেন। বছরের পর বছর নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাংলা বানান ও বাক্য বিকৃতভাবে ব্যবহার হচ্ছে, যা বাংলা ভাষার প্রতি চরম অবহেলা ও অবজ্ঞার সামিল। সেই ভুলগুলো শুদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে গাইবান্ধা সোসাইটির গণস্বাক্ষর অভিযান বলে,জানান সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদ গঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপকার নিউক্লিয়াসের অন্যতম সদস্য সিরাজুল আলম খানের স্মৃতি রক্ষার জন্য নিউইয়র্কে গঠন করা হলো 'সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদ'। ড. মহসীন পাটোয়ারীকে কমিটির আহ্বায়ক ও সাহাব উদ্দিনকে সদস্য সচিব করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা.মোস্তাক আহমেদ।
কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন যুগ্ম আহ্বায়ক ডা.মজিবুল হক ও মজিবর রহমান, সদস্য মোহাম্মদ মতিউর রহমান,মজিবর রহমান,মোঃ তপন জামান,মোশারফ খান,এ.ওয়াই.এম জাকারিয়া চৌধুরী,মোঃআবু তাহের,সোহবাস মজুমদার,সারোয়ার হোসেন,সৈয়দ জুয়েল ও মুজাহিদ আনসারী। গত ২৭ আগস্ট সন্ধ্যায় জ্যামাইকার ঢাকা সুইটস এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের ভোট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনা 'দ্বিচারিতা': ফ্রাঙ্কেল

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের সমস্যার দিকে না তাকিয়ে অন্য দেশের নির্বাচন ও সরকার নিয়ে ভাবনা দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের এক সভায় একথা বলেন কংগ্রেস সদস্য লোইস ফ্রাঙ্কেল। ফ্লোরিডার এই প্রতিনিধি মার্কিন কংগ্রেসের শ্রম, স্বাস্থ্য, মানব-সম্পদ এবং শিক্ষা সম্পর্কিত কমিটিরও সদস্য। যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিষয়গুলোতে মাথা না ঘামিয়ে অন্য দেশের নির্বাচন বা সরকার নিয়ে যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাকে 'ভন্ডামি' হিসেবে দেখছেন দেশটির কংগ্রেস সদস্য লোইস ফ্র্যাঙ্কেল। ফ্লোরিডার পাম বিচে বুধবার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স
WE ARE COMMITED FOR QUALITY SERVICE
Over 20 Years of Experience
PERSONAL AUTO | COMM AUTO | HOME
BUSINESS | WORKER'S COMP | DISABILITY
DDC 6hr 10% DISCOUNT 4 POINTS REDUCTION
(718) 626 0733
(718) 626 2321
crescent@crescentins.com
Crescent Insurance Brokerage Inc.
37-11 74 ST, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURY

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
IATA Accredited
Approved Travel Agent সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
AUTHORIZED e-file PROVIDER
ওমরাহ্
HAJ TOURS
মোঃ আব্দুল খালেক
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনে বাড়ি
পাবলিক অকশনে বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শরট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
150 Groat Nack Road, Groat Nack, New York-11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special

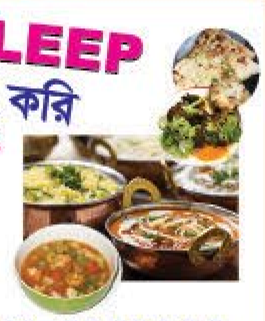

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

সম্পাদকীয়

ফোবানা সম্মেলন সফল হোক

আজ শুক্রবার, লেবার ডে উইকএন্ড-এর প্রথম দিনে পর্দা উঠছে টরন্টো ফোবানা সম্মেলনের। উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ফোবানার এটি ৩৭ তম সম্মেলন। সাঁইত্রিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনটি প্রতি বছর নিয়মিত তাদের সম্মেলন করে আসছে। প্রতি বছরের সম্মেলনেই পরিবর্তিত হচ্ছে নেতৃত্ব, সংগঠন পরিচালনায় আসছে নতুন মুখ। এই বিবেচনায় বলাই যায়, কায়েমীভাবে দিনের পর দিন এই সংগঠনের নেতৃত্ব ধরে রাখার কোন সুযোগ নেই।

টরন্টোর শেরাটন সেন্টার হোটেলে আয়োজিত তিন দিনের এই মহতী সম্মিলনী নানা দিক দিয়ে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। ফোবানার জাঁকজমকপূর্ণ এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেয়ার কথা রয়েছে কানাডার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিল ব্লেয়ারের। বিশেষ অতিথি হিসাবে থাকবেন সালমা জাহিদ এমপি। 'প্রবীণের অহংকার, তারুণ্যের জয়গান' শ্লোগানে তাদের এবারের সম্মেলনে যথারীতি থাকছে কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

> এছাড়া কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশিরা তো আছেই। এদের সবাইকে নিয়েই ফোবানা। ফোবানার বিশাল হৃদয়ে এদের সবারই সমান স্থান। আমরা টরন্টো শেরাটন সেন্টার হোটেলে আয়োজিত ফোবানা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি এবং একই সাথে আগামীতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ফোবানার ছাতার নিচে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি

ফোবানাকে বিবেচনা করা হয় উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অভিভাবক বা আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে, বাংলাদেশিদের সব সংগঠনের শীর্ষ সংগঠন হিসেবে। এমন মর্যাদাপূর্ণ একটি সংগঠনকে তার নিজ লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে সংগঠকরা সর্বদাই তৎপর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, ফোবানার এই এগিয়ে চলার পথ সর্বদা মসৃন বা সুখকর হয়নি। নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে তাকে এগোতে হয়েছে। এক পর্যায়ে এ সংগঠনে এসেছে বিভক্তি। মূল সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অন্য গ্রুপগুলির প্রতি বারবার ঐক্যের আহ্বান জানান হলেও, এবং সবাই ঐক্যের কথা বললেও, বাস্তবতা তার থেকে ভিন্ন। ঐক্যের কোন সম্ভাবনাই এখনও পর্যন্ত পরিলক্ষিত তো হচ্ছেই না, বরঞ্চ তাদের মধ্যে একটা রেষারেষির মনোভাব প্রকট হয়ে উঠছে। মূল সম্মেলনের পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন অংশগুলিও একই সময়ে পাল্টা সম্মেলনের আয়োজন করে তিক্ততা বাড়িয়ে চলেছে। কোন কোন সময় তারা সম্মেলন অনুষ্ঠান করছে মূল সম্মেলনের পাশাপাশি একই শহরে, কেউ আবার ভিন্ন কোন শহরে। এবারও যখন মূল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে টরন্টোতে তখন এই একই শহরেই একই সময়ে পাল্টা সম্মেলন করতে চলেছে বিচ্ছিন্ন একটি অংশ। অপর দিকে ফোবানার নামে আর একটি সম্মেলনের আয়োজন দেখা যাচ্ছে কানাডারই মন্ট্রিয়ল শহরে।

এমনটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। বাংলাদেশিদের প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ শীর্ষ সংগঠন নিয়ে এ ধরনের তামাশা কমিউনিটির কারো কাম্য নয়। তারা একটি ঐক্যবদ্ধ ফোবানার প্রত্যাশী। ফোবানার এই বিভাজন হালের নয়। দীর্ঘ দিন ধরেই এমনটি চলছে। সব মহল থেকেই ফোবানার ঐক্যের আহ্বান জানান হচ্ছে, বিবদমান গ্রুপগুলিও ঐক্যের কথা বলছে, কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

একদা ঐক্যবদ্ধ ফোবানায় আবার ঐক্য ফিরে আসুক, 'আজকাল'-এর পক্ষ থেকে এ আমাদের ঐকান্তিক কামনা। আজ থেকে সাড়ে তিন দশক আগে যখন কিছু সম্মানীয় উদ্যোগী মানুষ ফোবানা গঠন করেছিলেন তখনও বাংলাদেশিদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না, সারা আমেরিকায় তারা আজকের মতো এমন ছড়িয়ে পড়েনি। তখনকার সেই ফোবানা গঠিত হয়েছিল মূলত নিউইয়র্কের বাংলাদেশিদের ভিত্তি করেই। এখন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্টেটের দুই শতাধিক শহরে বাংলাদেশিদের বসবাস। আমেরিকা জুড়ে তাদের সংখ্যা আনুমানিক ১০ লাখের মতো। সব খানেই বাংলাদেশিরা নানান তৎপরতায় জড়িত হয়ে প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রায় প্রতিটি স্থানেই তারা গড়ে তুলেছে নানামুখী সংগঠন। এ সব সংগঠনের মাধ্যমে তারা এই প্রবাসে এগিয়ে নিয়ে চলেছে বাংলাদেশের কৃষ্টি, শিল্প-সংস্কৃতিকে। এরাও ফোবানার ছায়াতলে আশ্রিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এছাড়া কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশিরা তো আছেই। এদের সবাইকে নিয়েই ফোবানা। ফোবানার বিশাল হৃদয়ে এদের সবারই সমান স্থান।

আমরা টরন্টো শেরাটন সেন্টার হোটেলে আয়োজিত ফোবানা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি এবং একই সাথে আগামীতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ফোবানার ছাতার নিচে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিদেশি হস্তক্ষেপ কমে যাবে : আসিফ নজরুল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল একাধারে একজন কলাম লেখক, ঔপন্যাসিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৭ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৯৯ সালে সোয়াস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর জার্মানির বন শহরের এনভায়রনমেন্টাল ল' সেন্টার থেকে পোস্ট ডক্টরেট ফেলোশিপ অর্জন করেন। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের আগে তিনি কিছুকাল সাপ্তাহিক বিচিত্রায় কাজ করেছেন।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **খালিদ বিন আনিস**

প্রশ্ন: এদেশের রাজনীতিতে অতীতে বিভিন্ন সময় বিদেশি হস্তক্ষেপ দেখা গেছে। এবারের প্রেক্ষাপটে আপনি বিদেশি কূটনীতিকদের এ ধরনের তৎপরতাকে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন?

আসিফ নজরুল: আমি মনে করি এবারেরটা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এর আগে যখন বিদেশি হস্তক্ষেপ হতো, তখন কিন্তু সবাই মিলে এক পক্ষে হস্তক্ষেপ করত। ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এদের মধ্যে কোনো কনফ্লিক্ট থাকত না। তারা হয়তো বলেছে, কেএম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান করলে হবে না, বা ইলেকশনের পদ্ধতিটা এমন হলে হবে না, মানে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না। কিন্তু এবার আমরা প্রথম দেখতে পাচ্ছি, অত্যন্ত শক্তিশালী দুটি পক্ষ আছে। এক পক্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপীয় দেশগুলো, আরেক পক্ষে আছে চীন ও রাশিয়া। চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারত কতটুকু আছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি না; কিন্তু চীন ও রাশিয়া অন্য একটা পক্ষ। বাংলাদেশ কখনোই বিদেশি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক প্রসঙ্গে এ রকম তিনটি পরাশক্তির মাঝখানে পড়ে যায়নি। কাজেই এটা আমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি এবং এটা শুধু নির্বাচনের মধ্যেই থেমে থাকবে না, এটা এ অঞ্চলে কূটনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক যে আধিপত্য পরাশক্তিগুলোর, সেগুলোর মীমাংসা শুরু হওয়ার একটা নির্বাচনও হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে বিদেশি হস্তক্ষেপ, বিদেশি কূটনৈতিক তৎপরতা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন: আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিদেশিদের এ ধরনের তৎপরতা কতটা সুফল বয়ে আনবে কিংবা কতটা কুফল বয়ে আনতে পারে বলে আপনি আশঙ্কা করছেন?

আসিফ নজরুল: বিজ্ঞাপনের ভাষা উদ্ধৃত করে বলছি, দাগ থেকে যদি ভালো কিছু হয়, তাহলে খারাপ কী? ২০১৪ ও ২০১৮ সালে যে নির্বাচন দেখেছি, সেগুলো ছিল জঘন্য নির্বাচন। নির্বাচনের নামে পুরো জাতির সঙ্গে নিষ্ঠুর প্রতারণা ও প্রহসন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। এখন এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার ক্ষমতা তো এককভাবে বিরোধী দলগুলো দেখাতে পারছে না বা তাদের দেখাতে দেওয়া হচ্ছে না। এরকম ক্ষেত্রে যদি পজিটিভ অর্থে সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচন করার জন্য বিদেশি হস্তক্ষেপ ঘটে এবং এটার পেছনে যদি বাংলাদেশবিরোধী কোনো এজেন্ডা না থাকে, এটা যদি মূলত হয় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, তাহলে তো অবশ্যই এটা সুফল বয়ে আনতে পারে। মানুষের ভোটাধিকার তাতে ফেরত আসবে, অন্তত একটা জনমতের প্রতিফলন ঘটবে, একটা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, এটা যদি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার মাধ্যমে বা বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে হয়, তাহলে তা বাংলাদেশের জন্য তুলনামূলক ভালো হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন: আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক করতে বিদেশিদের এই যে আগ্রহ, তা কি শুধুই এদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে, নাকি অন্য স্বার্থও রয়েছে?

আসিফ নজরুল: আজ যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন যদি অবাধ নির্বাচনের কথা বলতো, আমরা অবাক হতাম। কিন্তু যেহেতু বাইডেনের ঘোষিত নীতিই এটা এবং আমরা জানি যে ডেমোক্রেটরা সাধারণত অন্য দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী থাকে রিপাবলিকানদের তুলনায়, কাজেই অবশ্যই তাদের কিছুটা ইচ্ছা তো এখানে আছেই অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার। কিন্তু এটি শুধু গণতান্ত্রিক যাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে, এমনটি অসম্ভব। এটা মূলত হচ্ছে এ কারণে যে, বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্ব অনেক; কারণ আপনি জানেন সাউথ-চায়না সি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, ভারত মহাসাগরও এর সঙ্গে লাগানো, আবার মিয়ানমারও পাশে। ফলে এ জায়গার নিয়ন্ত্রণটা, বিশেষ করে রেমিন অঞ্চলে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ চীনের সঙ্গে ভারত, চীনের সঙ্গে আমেরিকার যে লড়াই শুরু হয়েছে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে, এখানে এই বঙ্গোপসাগর-ভারত মহাসাগর, এ জায়গার কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার কাছে। মিয়ানমারের ওপর যে আইনটা করল তারা; বা এখানে তাদের যে কৌশলগত ও সামরিক স্ট্র্যাটেজি, আকসা প্রস্তাব যদি আমরা দেখি, বুঝতে পারি, এ এলাকার গুরুত্ব আমিরকানদের কাছে বেড়েছে চীনের উত্থানের কারণে, মিয়ানমারের এখনকার ভূমিকার কারণে, ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের কারণে, রাশিয়ার সঙ্গে হঠাৎ করে চীনের সম্পর্ক উন্নত হয়ে যাওয়ার

এরপর ১৮ পৃষ্ঠায়

কোন গণতন্ত্র চাই: অধিক স্বল্প, নাকি উৎকৃষ্ট?

মাহবুব কামাল

যমুনা সেতুর (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতু) নির্মাণ কাজ চলছিল যখন, তখন এই সেতুর স্বপ্ন কে দেখেছিলেন, তা নিয়ে একেকজন একেকজনের নাম বলছিলেন। কেউ বলেছিলেন বঙ্গবন্ধুই সেতুটির স্বপ্নদ্রষ্টা, কেউ ভাসানীর নাম করেছিলেন, কেউবা বলেছিলেন আইয়ুব খান ইত্যাদি। প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের কেউই সঠিক ব্যক্তিটিকে চিহ্নিত করতে পারেননি।

আসলে এই সেতুর স্বপ্ন প্রথম কে দেখেছিলেন, তাকে আমরা চিনি না। হতে পারে সেটা হাজার বছর আগের কথা। এক মাঝি পাড়ি দিচ্ছিল যমুনা, মাঝনদীতে উঠেছিল ঝড়, উথাল-পাতাল ঢেউ, প্রাণপণ সংগ্রামে সে বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রিয় জীবন ও ততোধিক প্রিয় তার জীবিকার অবলম্বন নৌকা; এবং ঝড়ের তান্ডব শেষ হওয়ার পর মনে মনে বলেছিল-আহা, এই নদীর উপর যদি একটি পুল (সেতু) থাকত!

গণতন্ত্রের বয়স কত আমরা জানি, কম-বেশি দুই হাজার বছর। মতবাদটির বিবর্তন ও পরিশীলন প্রক্রিয়া চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং আজ এই মুহূর্তে এথেন্সের সেই গণতন্ত্র খোলনলচেই পালটে ফেলেছে। তো যমুনা সেতুর প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টার মতো গণতন্ত্রের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিলেন কে? তিনিও নিশ্চয়ই অতি প্রাচীন এক ব্যক্তি। হতে পারে তিনি আদিম সাম্যবাদী যুগের এক বাসিন্দা। সবাই মিলে পশু শিকার করার পর যখন দেখেছিলেন শক্তিমান দুই-একজনই খেয়ে চলেছে সব আর তার ও তার মতো অনেকের ভাগে কিছুই নেই, থাকলেও তা উচ্ছিষ্ট-তিনি তখন হয়তো ভেবেছিলেন-ইস্, কে কতটা খাবে সেই সিদ্ধান্তের জন্য যদি সবার মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে কাজ করেও এভাবে না খেয়ে থাকতে হতো না তাকে।

হ্যাঁ, গণতন্ত্র এক অতি প্রাচীন ধারণা। আমলাতন্ত্র অবশ্য তার চেয়েও প্রাচীন। তবে চরিত্রগতভাবে আমলাতন্ত্র এখনো অবিকল থাকলেও তার চেয়ে কম বয়সি গণতন্ত্রের গায়ে মরিচা ধরেছে। যে মর্মকথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল গণতন্ত্র, মতবাদটির চর্চা হচ্ছে পৃথিবীর যেসব দেশে, সেসবের কোনোটাতেই তা সর্বাংশে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

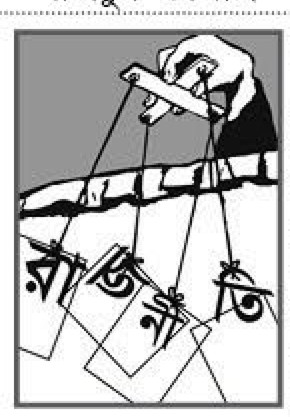

হয়তো মতবাদটির প্রয়োগ পদ্ধতিতেই থেকে যাচ্ছে কোনো গলদ, যার কারণে দুধের আশায় এর বাঁট টানছি যখন, বের হচ্ছে গরল। বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। '৯০-এ তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী গণতন্ত্রচর্চা করব বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম সবাই; কিন্তু ৩৩ বছর পর ফাইনাল ব্যালান্সশিটে কী দেখছি? ছোট করে বললে, পেয়েছি হাজারের হিসাবে মৃত্যু, আরও পেয়েছি এমপি হিসাবে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে, দেখেছি ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে সেনাবাহিনী ছুটেছে বঙ্গভবনের দিকে।

বস্তুত, আমরা যাকে এখন গণতন্ত্র নামে ডাকছি, তার আসল নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। গণতন্ত্রের মর্মবস্তুতে নিশ্চয়ই কোনো গলদ কিংবা বিচ্যুতি নেই, অতঃপর নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত টানা চলে যে, প্রয়োগের দোষেই দেশে দেশে মরিচা ধরছে এর গায়ে।

অবশ্য গণতন্ত্রের মর্মবস্তুতে যে কোনো গলদ নেই, এটা বলার সময় 'নিশ্চয়ই' বলাটা ভুল হলো। কিছু ধাঁধা তো আছেই। যেমন, দুর্নীতিপরায়ণ হলেও যোগ্য মানুষদের নিয়োগব্যবস্থা ভালো, নাকি অযোগ্যদের নির্বাচনব্যবস্থা-এটা এক বিতর্ক বৈকি। আরও একটি প্যারাডক্স এমন যে, যখন বলি গণতন্ত্রটা বড় বেশি গণতান্ত্রিক, তখন অপশক্তিকে দমন করার উদ্যোগ নেওয়ার সময় মনে হতেই পারে গণতন্ত্রের ক্ষতি হয়ে যাবে তাতে।

অথচ অপশক্তিকে দমন না করলে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় না। আবার এমনও বলা যেতে পারে, পৃথিবীর কেউই এতটা জ্ঞানী বা সৎ নয়, যতটা জ্ঞান বা সততা থাকলে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে তাকে ভোট দিয়ে বিশ্বাস করা চলে। যেসব কারণে মানুষের চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, তার একটি রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গলাভ। ভোট তো রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে বিজয়ীর এই সঙ্গলাভেরই মিডিয়েটর। এটাও বা বলতে ছাড়ছি কেন, গণতন্ত্রের শত্রু শুধু স্বৈরতন্ত্র নয়, এই শত্রু আসলে বস্তাহীন স্বাধীনতাও। যা হোক।

আমরা এখন অধিক গণতন্ত্র, না স্বল্প-এই বিতর্কে ঢুকব না। আমরা বলব উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রের কথা। পাঠক যেন সন্দেহ না করেন যে, উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র বলতে মাহাথির-লি কুয়ানের মডেলকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমাদের এই উপমহাদেশে মাহাথির-লি কুয়ানের সীমিত গণতন্ত্র যে খাটে না, এ কথা অমর্ত্য সেন অনেক আগেই কনফার্ম করেছেন।

তিনি বলেছেন, বাংলা-ভারত-পাক উপমহাদেশের মানুষ চরিত্রগতভাবে আর্গুমেন্টেটিভ অর্থাৎ তর্কপ্রিয়। পেট অভুক্ত থাকলেও কথা চালিয়ে যেতে স্বচ্ছন্দবোধ করে তারা। উপজেলা, এমনকি গ্রাম পর্যায়েও দেখা যাবে-এক কাপ চায়ের বেশি কিছু না খেয়েই স্টলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে যাচ্ছে মানুষ, অন্য কাস্টমারকে বসার সুযোগ করে দেওয়ার তাগিদ দিচ্ছে দোকানি, শুনছে না কেউ। সীমিত গণতন্ত্র এই মানুষদের স্বভাবের সঙ্গে যায় না।

আমরা আগেই বলেছি, বর্তমানে যে গণতন্ত্র চালু রেখেছি আমরা, তা ফলদায়ক হচ্ছে না। তবে কি প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন (পিআর) অর্থাৎ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের গণতন্ত্রে শিফট করা উচিত? সত্য বৈকি, এখনকার ওয়েস্টমিনস্টার টাইপ গণতন্ত্রে অনেক ভুতকরের ফাঁকি রয়েছে, পিআর সিস্টেমে তা নেই।

এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

> যে সরকার যত কম শাসন করে সেই সরকার তত গণতন্ত্রী আর সাধারণ মানুষ চায় সেই সরকার, যেটা সুশাসন দিতে পারে। গ্রামের মানুষ কী করে? দুধ দোহানোর সময় যদি গাভী শান্ত থাকে, তাহলে তাকে আরও বেশি করে ভালোবাসে আর যদি দু-চারটা লাথি-টাথি মারে, সেক্ষেত্রেও মাইন্ড করে না, কারণ লাথির বদলে সে পাচ্ছে দুধ। এখানে গাভী মানে সরকার, শান্ত থাকার অর্থ পূর্ণ গণতন্ত্র আর দুধ হলো সুশাসন

Editor & Publisher	: Shah Nawaz	সম্পাদক ও প্রকাশক	: শাহ্‌নেওয়াজ
Chief Editor	: Manzur Ahmed	প্রধান সম্পাদক	: মনজুর আহমদ
Associate Editor	: Hasanuzzaman Saki	সহযোগী সম্পাদক	: হাসানুজ্জামান সাকী
Managing Editor	: Rano Nawaz	ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	: রানো নেওয়াজ
Commercial Chief	: Abubakar Siddique	বাণিজ্যিক প্রধান	: আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 718-565-2100, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

ইউনূস খালেদা ফখরুলের চরিত্র হনন কেন?

সৈয়দ আবদাল আহমদ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাংলাদেশের তিন সম্মানিত মানুষ। তারা বাংলাদেশের অহঙ্কার। দেশ তাদের নিয়ে গর্ব করে। কারণ তারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীনদের ভয়াবহ রোষানলের শিকার হয়েছেন তারা। কিভাবে তাদের সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া যায় সেই অপচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করছে ক্ষমতাসীনরা। তাদের চরিত্র হননের জন্য একের পর প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যম দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী হলেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। দেশের প্রতিটি মানুষ এ পুরস্কারে খুশি হলেও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ও দলটির নেতারা তা সহ্য করতে পারছেন না। আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতা ব্যক্তিগতভাবে ড. ইউনূসের পুরস্কারে খুশি হলেও দলের নীতির কারণে প্রকাশ্যে তা তারা প্রকাশ করতে পারেন না। দলের বিরোধিতার সঙ্গেই তাদের সুর মেলাতে হয়। ড. ইউনূসকে হেয় ও নাজেহাল করার যত প্রক্রিয়া আছে তা করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ ও তাদের শীর্ষ নেতারা। নোবেল পুরস্কার তাদের প্রাপ্য ছিল, কেন ড. ইউনূস পেলেন এটাই তাদের ক্ষোভ, জ্বালা ও মাথাব্যথার কারণ। ফলে এমন অভিযোগ নেই যা ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে না। তাকে হয়রানি ও নাজেহাল করার সবকিছুই সরকার করছে। পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে বিশ্বব্যাংক সরে যাওয়ার জন্য ড. ইউনূসকে দায়ী করা হচ্ছে। ড. ইউনূস বারবার বিবৃতি দিয়ে বলছেন, তিনি এর সঙ্গে জড়িত নন। এ কাজ করেননি এবং করতে পারেন না কিন্তু সরকার তা আমলে নিচ্ছে না। তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েই যাচ্ছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশেরই নয়, বর্তমানে বিশ্বজুড়েই একজন সম্মানিত মানুষ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের অনুষ্ঠানে নিচ্ছেন। বক্তৃতা দিয়ে তিনি কোটি কোটি টাকা আয় করছেন। এটাও সহ্য হচ্ছে না সরকারের। এই টাকাও নানা আইনি জটিলতা আরোপ করে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে। সর্বশেষ তাকে বিচারিক সমস্যায় ফেলে তার সম্মান একেবারে ধূলিসাৎ করে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। এরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন শতাধিক নোবেল বিজয়ীসহ বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেড় শতাধিক ব্যক্তি। তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর খোলা চিঠি লিখে অবিলম্বে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে বর্তমানে চলমান বিচারিক কার্যক্রম স্থগিতের আহ্বান জানিয়েছেন। তারা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, একটি নিরপেক্ষ বিচারক প্যানেলের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করা হবে। ওই বিচারিক প্যানেলে আন্তর্জাতিকভাবে আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিরা ভূমিকা রাখবেন। বিবৃতিদাতা শতাধিক নোবেল বিজয়ী ও বিশ্বনেতারা বলেন, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে দুদক ও শ্রম আইনে যেসব মামলা চলছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে তার দোষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। চিঠির ভাষ্যে এটাই পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা ও বিচারকরা নিরপেক্ষ নন এবং দুদক ও শ্রম আইনে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা উদ্দেশ্যমূলক। তাই ড. ইউনূসের বিরুদ্ধেও যে একটি ফরমায়েশি রায় হতে পারে এ আশঙ্কাই করছেন বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ এসব ব্যক্তি।

ড. ইউনূস সম্পর্কে উচ্চ ধারণা প্রকাশ করে তারা বলেছেন, আমাদের সবার জন্য তিনি অনুপ্রেরণাদায়ক। সামাজিক ব্যবসা কিভাবে আন্তর্জাতিক অগ্রগতি আনতে পারে তা দেখিয়েছেন ড. ইউনূস। এর মধ্য দিয়ে শতাধিক দারিদ্র্যবিমোচন, বেকারত্ব দূর করা এবং কার্বন নিঃসরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিষয় রয়েছে। চিঠিদাতাদের মধ্যে বারাক ওবামা, শিরিন এবাদি, আল গোর, তাওয়াক্কুল কারমান, পালিয়া মুরাদ, মারিয়া রেসা, হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোসসহ ১৪ জন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। ওরহান পামুক, জে এম কোয়েটজিসহ চারজন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। জোসেফ স্টিগলিৎসহ অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী রয়েছেন সাতজন। এছাড়া রসায়নে ২৮ জন নোবেল বিজয়ী, চিকিৎসাশাস্ত্রে ২৯ জন নোবেল বিজয়ী এবং পদার্থবিজ্ঞানে ২২ জন নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। এছাড়াও জাতিসঙ্ঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রয়েছেন।

শুধু ড. মুহাম্মদ ইউনূসই নন, চিঠিতে তারা বাংলাদেশের মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের সমস্যা নিয়েও কথা বলেছেন। চিঠিতে বলা হয়, সম্প্রতি বাংলাদেশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি যে হুমকি দেখা দিয়েছে তা নিয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক হবে। এজন্য নির্বাচনকালীন প্রশাসন দেশের প্রধান সারির দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিগত দু'টি নির্বাচনের বৈধতার ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন দু'টি যে জালিয়াতির এবং ভুয়া হয়েছে; তাই তারা বলেছেন।

এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

> ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সিঙ্গাপুর থেকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মির্জা ফখরুল বলেছেন, 'মির্জা ফখরুলদের কখনো কেনা যায় না। মির্জা ফখরুল বিক্রি হয় না। বাপের জমি বিক্রি করে আমি রাজনীতি করি এবং চিকিৎসার খরচ চালাই।' তিনি বলেন, দেশের মানুষ জানে, আওয়ামী লীগ প্রোপাগান্ডা চালানোর মেশিন। এরা প্রোপাগান্ডা চালাবে এবং তাদের কোনো প্রোপাগান্ডাই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না। তিনি আরো বলেন, 'আওয়ামী লীগ সবাইকে নিজেদের মতো বিক্রয়যোগ্য পণ্য মনে করে। মির্জা ফখরুলরা টাকার জন্য রাজনীতি করে না, তাদের কেন যায় না।' তিনি এটিকে আওয়ামী লীগের একটি পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা উল্লেখ করে বলেন, আন্দোলনকে বিপথগামী করা এবং নেতাকর্মীদের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্যই তারা এমন চরিত্র হননের পথ বেছে নিয়েছে

সুখরঞ্জন বালির ফিরে আসা এবং চিকিৎসায় অবহেলা

> ডাক্তারি অবহেলা কিংবা হত্যার কোন তদন্ত হবে? পুলিশকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারবে একজন মৃত মানুষের জানাজা পড়ার জন্য কেন তাদের অনুমতি লাগবে? কেন তারা মাওলানা সাঈদীর জানাজা ঢাকায় হতে দিলেন না? ওনার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা প্রকাশ হয়ে যেত সেই ভয়ে? মৃত্যু কারো কাছেই প্রত্যাশিত নয়। তারপরেও মৃত্যু ঘটবে। কখন ঘটবে, কীভাবে ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না।কিন্তু আমাদের সকলকে এক সময় চলে যেতে হবে। মানুষের অভিশাপ নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত আছেন? যদি থাকেন, তাহলে আমার আর বলার কিছু নেই। মানুষের অভিশাপকে ভয় করুন। এই অভিশাপ আপনার জীবনকে কীভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেবে তা হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না

ডা. আলী জাহান

তিনি ফিরে এসেছেন। পাঁচ বছর ভারতের কারাগারে বন্দি থেকে পিরোজপুরের সুখরঞ্জন বালি দেশলাম ফিরে এসেছেন। তাও আবার গতকাল সরাসরি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জানাজার অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিয়েছেন যে, সাঈদী রাজাকার ছিলেন না। অনেকেরই মনে থ াকার কথা যে, এই সাদা সিধে লোকটা সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষী ছিলেন। শেষ মুহূর্তে তিনি আসামির পক্ষে বাদীর বিপক্ষে আদালতে বক্তব্য দেয়ার জন্য আসলে আদালত প্রাঙ্গন থেকে কিডন্যাপের শিকার হোন। কয়েকদিন পর চোখ বাঁধা অবস্থায় ভারতে নিজেকে আবিষ্কার করেন। তার পরের ইতিহাস কিছু দীর্ঘ। মানবজমিন ডিজিটালের ভিডিওতে সুখরঞ্জন তার কাহিনী কিছুটা
বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তার বক্তব্য যাদের শোনার কথা তারা বড্ড দেরি করে ফেলেছেন। সাঈদী সাহেব এখন আর নেই।

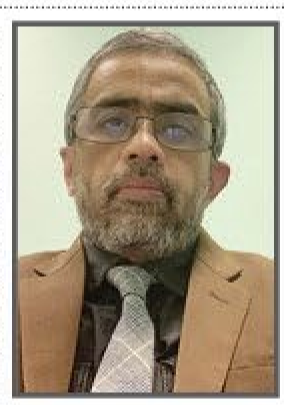

২. প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাঈদী এখন এ জটিল ও নিষ্ঠুর পৃথিবীতে নেই। সারা জীবন যে বিশ্বাসের লালন, প্রচার এবং প্রসারে সময় ব্যয় করেছেন, সেই বিশ্বাসের মূল উৎসের কাছে তিনি ফিরে গেছেন। কিন্তু কীভাবে? নিছক মৃত্যু অথবা অবহেলা/হত্যার শিকার হলেন?

৩. আল্লামা সাঈদী যে ক্লিনিকাল নেগলিজেন্স এর মতো অপরাধের শিকার হননি তা প্রমাণের দায়িত্ব উনার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা কার্ডিওলজিস্ট অধ্যাপক মোস্তফা জামানের উপর। সেই সাথে পিজি হাসপাতাল বা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার।

৪. আমি কার্ডিওলজির ডাক্তার নই। এমবিবিএস পড়তে যতটুকু কার্ডিওলজি বুঝতে হয় সে পর্যন্তই হার্ট সম্পর্কে আমার জ্ঞান। তবে এ প্রতিবেদন লেখার আগে অধ্যাপক জামানের ভিডিও ক্লিপ দেখা ছাড়াও কয়েকজন কার্ডিওলজিস্টের সাথে কথা বলেছি। আমি বায়বীয় অভিযোগ করছি না।

৫. ২০১২ সালে মাওলানা সাঈদীর প্রথম হার্ট এ্যাটাক হলে বারডেম হাসপাতালে তিনি ভর্তি হোন। মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুসারে উনার করোনারি এনজিওগ্রাম করা হয় এবং হার্টে স্টেন্ট লাগানো হয়। বারডেম হাসপাতালে যাবার আরেকটি কারণ ছিল যে, উনার ডায়াবেটিস ছিল। এর পর তিনি দীর্ঘদিন হার্টের কোনো বড় সমস্যায় পড়েননি।

৬. তবে দুদিন আগে হার্ট এ্যাটাক হলে কোথায় ভর্তি হবেন তা নিয়ে সমস্যা হয়েছে। বুকে ব্যথা অনুভব করলে কাশিমপুর কারাগার থেকে তাকে প্রথমেই নেওয়া হয় গাজীপুরের তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওখানে হার্ট এ্যাটাক কনফার্মড হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য পিজি হাসপাতালে পাঠানো হয়। উনার হার্টের স্টেন্ট লাগানো হয়েছে যে বারডেম হাসপাতালে (কার্ডিয়াক সেন্টার) সেখানে না নেওয়ার কোন কারণ আছে? কেন বারডেমে যোগাযোগ করা হয়নি অথবা পরিবারকে যোগাযোগ করতে বলা হয়নি?

৭. পরিবর্তে তাকে নিয়ে আসা হলো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন মানের চিকিৎসা হয় তা জানতে হলে ওখানে আপনাকে ভর্তি হতে হবে। ওখানে অবাক হয়ে দেশবাসী দেখলো যে, হার্ট এ্যাটাকের রোগীকে এম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে হাসপাতালের ভেতর নেওয়া হচ্ছে। একটু হাঁটলেই যে এক্সারশন হবে সে কারণে যে হার্ট এ্যাটাক হতে পারে বুঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়া লাগে না। অধ্যাপক জামান, আপনার কোন ব্যাখ্যা আছে? হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে হার্ট এ্যাটাকের রোগীকে সিসিইউ-তে নিয়ে গেলেন!

৮. ভিডিওতে ডাক্তার জামান বলছেন যে, উনারা প্রথমেই মাওলানা সাঈদীকে পিসিআই (পার কাটেনিয়াস ইন্টারভেনশন) করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে রোগীর বুকে ব্যথা না থাকার কারণে তারা পিসিআই না করে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পিসিআই না করার অন্য কারণ ছিল? আপনি কেন এমনটি করলেন? এটি একটি মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। কার্ডিওলজি বইয়ের কোথাও লেখা নেই যে, বুকে ব্যথা না থাকলে পিসিআই করার প্রয়োজন নেই। এটা পাগলের প্রলাপ। চট্টও না করার অন্য কারণগুলো উনার ক্ষেত্রে তো প্রযোজ্য ছিলো না। এখন আপনাকে বলতে হবে যে আপনারা কেন পিসিআই করতে যাননি? এটা পরিষ্কারভাবে চিকিৎসায় অবহেলা যা অপরাধ হিসেবে গন্য হতে পারে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে আপনি নিজে বাঁচুন, অন্য ডাক্তারদের বাঁচান। পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও অনেকেই বলছেন এটি একটি খুন, পরিকল্পিত খুন।

৯. ধরে নিলাম হাসপাতালের ভেতর উনি খুব ভালো ছিলেন এবং আপনারা অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গুরুতর হার্ট এ্যাটাকের রোগী, উনার ছেলে বা পরিবারের অন্য কাউকে মাওলানা সাঈদীকে দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন? কেন দেননি? কী ব্যাখ্যা আছে?

১০. পরিবার তো বলছে আপনারা তাকে চিকিৎসা না দিয়ে তাকে হত্যা করেছেন। অভ্র দেশে হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এতক্ষণে রোগীর আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করত। তদন্ত কমিটি গঠন করত। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সাসপেন্ড করত। ডাক্তারি অবহেলা ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের তাদের রেগুলেটরি বডির (বিএমডিসি) কাছে রেফার করত এবং তদন্ত ও শুনানি শেষে রায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্র্যাকটিস এবং চাকুরি থেকে বিরত রাখতো। বাংলাদেশে এসবের কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই। ওখানে আপনারা স্বাধীন।

১১. মুমূর্ষু রোগীকে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা না করতে দেওয়া কোনো মানবিক কাজ হতে

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

পিএইচডি কি বিক্রয়যোগ্য কোনো পণ্য?

ড. হাসনান আহমেদ

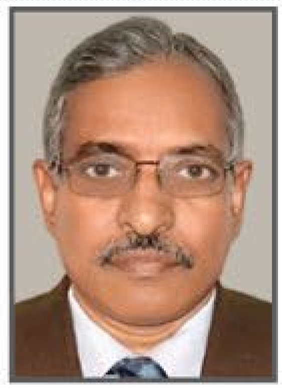

দেশে-বিদেশে এখন পিএইচডি ডিগ্রির হুড়োহুড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় থাকতে গেলে শুধু শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, পদোন্নতি পাওয়ার জন্যও পিএইচডি ডিগ্রির গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এ পদোন্নতি বা শিক্ষার কথাইবা বলি কেন, উচ্চশিক্ষার যে কোনো পর্যায়ে গবেষণাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। অন্য যে কোনো সেক্টরে কাজ করে গবেষণা করার ইচ্ছা অনেকেরই থাকতে পারে। পিএইচডি ডিগ্রি মূলত গবেষণার স্বীকৃতি। আবার দেশের যে কোনো সেক্টরের যে কোনো কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এদেশে রাজনীতিতে গবেষণার গুরুত্ব কম। তাদের ভাষা, 'আমি যা বুঝি এটাই শেষ কথা'। ফলে শিক্ষা ক্রমেই তার মান হারাচ্ছে। জাতি হিসাবে আমরাই ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি। যে কোনো ক্লাসে যে কোনো কিছু শিখে বিষয়টি নিয়ে নিজের মতো করে একটু ভাবা ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখাও এক ধরনের গবেষণা। যে কোনো পর্যায়ের গবেষণাহীন লেখাপড়া দুর্গন্ধভরা স্রোতহীন বদ্ধ জলাশয়ের সমান। তাই জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আপত্তি তখনই আসে, যখন এদেশ গবেষণাকে কাজে লাগায় না বা গবেষণা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে দেখি: আমরা কখনো শখের বশবর্তী হয়ে নামটা দীর্ঘ করার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি নেই, কিংবা নামের আগে 'ড.' শব্দটা লিখতে পারলে নামটা একটু জুতসই ও ভারী ভারী লাগে এমন বাসনায় তাড়িত হয়ে পিএইচডি ডিগ্রির খোঁজ করি। আজকাল এমএ পাশ করা কেউ কেউ গবেষণার মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করতে না পেরে টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট কিনেছেন বা কেনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'শাতের মাল ভূতে জোগায়।' নামের আগে 'ড.' শব্দটা বসাতে পারলে নামের আভিজাত্য বাড়ে তাই। এদেশে এটা পরীক্ষা করার তেমন কোনো পক্ষ নেই, তাই এমনটি নিত্য ঘটে চলেছে। দেশে হাজার হাজার ভুয়া পিএইচডি সার্টিফিকেটধারী রয়েছেন। কেউবা সমাজে নিছক 'ভাঁওতা' ভাব প্রকাশ করার জন্য বিদেশ থেকে অনেক টাকা ব্যয় করে পিএইচডি ডিগ্রির সার্টিফিকেট কেনেন। আমি কিন্তু এদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এসব কথা কিন্তু আমার কল্পনার জগৎ থেকে বলছি না, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। কার খোঁজ কে রাখে! এদেশের কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি কেনার তেমন একটা সুযোগ নেই: দেশটা ছোট, সহজে তথ্য যাচাইয়ে ধরা পড়ার ভয়ও আছে। অসুবিধা অন্য, এ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে, তার অধিকাংশেরই মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। অনেক কমসংখ্যক পিএইচডি থিসিস পাবেন, যার ভিত্তিতে গবেষক এক বা একাধিক রিসার্চ আর্টিক্যাল কোনো ভালো গ্রেডের রেকর্ড গবেষণা জার্নালে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একক হাতে ডিগ্রি দেওয়া ছেড়ে দিলে দেশি সার্টিফিকেট বিক্রি শুরু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বর্তমানে বিদেশি অখ্যাত বা কৃত্রিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এ ধরনের ভুয়া কাজ কারবার বেশি চলছে। আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে সাদা, কালো, নীল, লাল রঙের গ্রুপের তো অভাব নেই। একরঙা পাখাওয়ালা পাখিগুলো যেভাবে একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করে ও জীবনকর্ম চালিয়ে যায়। পাশাপাশি বসে একটা পাখি ঠোঁট দিয়ে অন্যটাকে পিঠ চুলকিয়ে দিতে সাহায্য করে। সেভাবে এখানে রঙে রঙে একরঙা হয়ে দলীয় বিবেচনায় নামমাত্র একটা কিছু ইন্টার্নশিপ রিপোর্টের মতো লিখে পিএইচডি সার্টিফিকেট প্রাপ্তি প্রায়ই ঘটে চলেছে, যাকে মূলত কোনো গবেষণাই বলা যায় না। আমার এ কথা শুনে কেউ আপত্তি তুললেও নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করা যায় না। এ পোড়া চোখজোড়া তো শুধু এদেশের বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় ভরা সৌন্দর্যই দেখে না, পঙ্কিল দলবাজ রাজনীতির কদর্যে ভরা স্বার্থান্বেষী মহলের সুবিধাবাদী অপকর্মও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তাই এসব আমাদের জানা। এ দেশের 'গমও উদা, যাতাও ঢিলা' হওয়াতে দলীয় যোগসাজশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুধু বর্ণনামূলক তথ্য দিয়েই রচনা লেখার মতো থিসিস লিখতে আমি অনেককেই দেখেছি। অন্তত এদেশের অনেক কনফারেন্সের চেয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়েও অনেক থিসিস প্রেজেন্টেশনে তা দেখেছি। মানসম্মত হয়নি বলে সমালোচনাও করেছি: কিন্তু ডিগ্রি পাওয়া বন্ধ করতে পেরেছি কি? অনেক ক্ষেত্রে থিসিস পরীক্ষা করতে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে: কিন্তু মনমতো না হওয়াতে (লাল-সাদা, নীল-সবুজ সংকেত বুঝিনে বলে) অপারগতা জানিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি। তাদেরও পরে ডিগ্রি পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। হয়তো আমার মতো বেরসিক শিক্ষক বাদে অন্য কোনো যোগ্য সমমনা-সমরঙা শিক্ষক মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি একথা বলছি না যে, এ দেশের সব থিসিসের অবস্থাই খারাপ। এটি সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের যোগ্যতা ও নৈতিকতার ওপর নির্ভর করে। এ দেশে বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ভালো গবেষণা ও ভালো মানের সুপারভাইজারও আছেন। এরা এ দেশের গর্ব, যদিও বর্তমানে তাদের বাজার মন্দা। অনেক সুপারভাইজার থিসিসের মানের ক্ষেত্রে আপস করেন না বিধায় তাদের কাছে ছদ্মবেশী গবেষকরা বা ছাত্রছাত্রীরা তেমন একটা আসতে চায় না। এ ধরনের নীতিমান মানসম্মত সুপারভাইজারদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে

এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

"থিসিস ইন্টারন্যাল ও এক্সটারন্যাল পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হবে। অতপর মূল্যায়ন শেষে গবেষককে থিসিস ডিফেন্সের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারন্যাল ও এক্সটারন্যাল থিসিস ডিফেন্সে তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এবং চূড়ান্ত থিসিস গ্রহণ করে কনসোর্টিয়াম অফিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ইউজিসি এসব নিয়মের অনেকটাই প্রয়োগ করতে পারে। এতে দেশে শিক্ষা ও গবেষণার মান বাড়বে, দেশ উপকৃত হবে। আবার অনেক টাকা ব্যয়ে কেনা বা দলবাজির মাধ্যমে সংগৃহীত পিএইচডি প্রাপ্তির বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বহুলাংশে কমে যাবে"

সরকারি টাকায় ইতিহাস বিকৃতি!

জসিম উদ্দীন

ইতিহাস বলছে, ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর থেকে ১৯৬০ সালের ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা ২৫ মাস ২৬ দিন, এরপর ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত কারাগারেই ছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে সময় কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বসেই জাতির পিতা স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু বর্ণিত সময়ে কারাগারে থাকা বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ কারাবাস অস্বীকার ও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে ক্ষতবিক্ষত করে প্রচার করা হচ্ছে, ওই সময়ে বঙ্গবন্ধু পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন কক্সবাজারের ইনানির চেনছড়িতে। অভিযোগ উঠেছে, এসব মনগড়া গল্পের ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রহনন ও ইতিহাসকে ক্ষতবিক্ষত করে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উখিয়ার ইনানির চেনছড়িতে নির্মাণ করা হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর'। চলমান জাদুঘরের অধিকাংশ কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা-ইতিহাসবিদরা বলছেন, প্রকৃত ইতিহাস এড়িয়ে মনগড়া বিকৃত ইতিহাস প্রচারের মাধ্যমে একদিকে বঙ্গবন্ধুর 'চরিত্রহনন' করা হয়েছে, অপরদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিতর্কিত করার লক্ষ্যে অস্বীকার করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ কারাবাস। তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা বানোয়াট গল্পের স্থায়ীরূপ দিতে জাদুঘর নির্মাণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকে ভিন্নভাবে পরিচিত করার উদ্যোগ নিয়েছে একটি চক্র। সেখানে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৯ সালের ১৫ আগস্ট একটি জাতীয় দৈনিকে পরবর্তীকালে একই প্রতিবেদক আরেকটি জাতীয় দৈনিকে যোগ দিয়ে ২০১০ সালে ১৭ মার্চ 'ইনানিতে বঙ্গবন্ধুর অজ্ঞাতবাস' শিরোনামে পৃথক দুটি প্রতিবেদন করেন। প্রতিবেদনে লেখা হয়, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান রাজনীতির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে। এ সময় ভিন্ন একটু সময় কাটানোর জন্য বঙ্গবন্ধু কক্সবাজারে এসেছিলেন।

এ সংবাদে জনৈক লোকমান হাকিমকে (যিনি পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হাকিম মাস্টার নামে পরিচিতি পান) তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা হিসাবে উপস্থাপন করে তার উক্তি দেওয়া হয় এবং ছকিনা নামের এক মহিলা বঙ্গবন্ধুর জন্য রান্নাবান্না করতেন বলে দাবি করা হয়।

একই গল্প নিয়ে ২০১৩ সালের ১৮ মার্চ দৈনিক জনকণ্ঠে কক্সবাজার সংবাদদাতার প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি হয়ে বঙ্গবন্ধু কক্সবাজার এসেছিলেন আত্মগোপন করতে। একই প্রতিবেদক ২০১৬ সালের ২৭ আগস্ট আবার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের সময় কক্সবাজার এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

প্রকাশিত এসব প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা দেখা গেছে, প্রতিবেদনগুলোতে যে সময়কালে বঙ্গবন্ধু ইনানিতে আত্মগোপন করেন বলে দাবি করা হয়েছে, ওই সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন কারাগারে। এরপরও এসব গল্পের সূত্র ধরে একেকজন একেকরকম কল্পনাপ্রসূত তথ্য উপস্থাপন করে ইনানিতে বঙ্গবন্ধুর আত্মগোপন নিয়ে স্ব স্ব গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রচার করেই যাচ্ছেন।

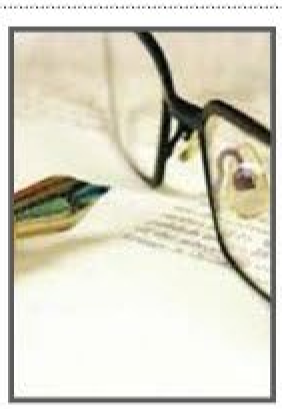

ইতিহাস বলছে, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসন (জরুরি অবস্থা) জারি করেন। এর চার দিন পর শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। সেই সময় টানা ২৫ মাস ২৬ দিন কারাভোগের পর ১৯৬০ সালের ৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদনের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণার কয়েক দিন পর নারায়ণগঞ্জে মিটিং শেষে ঢাকায় ফিরে ১৯৬৬ সালের ৮ মে মধ্যরাতে গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধু। সেই থেকে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত কারাগারেই কেটেছে বঙ্গবন্ধুর দিনকাল।

বঙ্গবন্ধু রচিত 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, ১৯৫৮ সালে ১২ অক্টোবর তৎকালীন সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। প্রায় ১৪ মাস জেলখানায় বন্দি থাকার পর তাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেটে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬০ সালের ৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদনের পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে নারায়ণগঞ্জে সর্বশেষ মিটিং করে ঢাকায় ফিরে এসেই ৮ মে মধ্যরাতে গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধু। দেশের মানুষের ন্যায্য দাবি তুলে ধরে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ায় সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে। ১৯৬৮ সালে ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে (পৃষ্ঠা নং-৬)। একই তথ্য উল্লেখ রয়েছে অসমাপ্ত আত্মজীবনী (পৃষ্ঠা-২৯৪) এবং আরও অনেক বইয়ে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু নিজেও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলে গেছেন।

এদিকে বন্দি অবস্থায় কীভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কক্সবাজারের ইনানিতে আত্মগোপন করেছিলেন এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলেও

এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

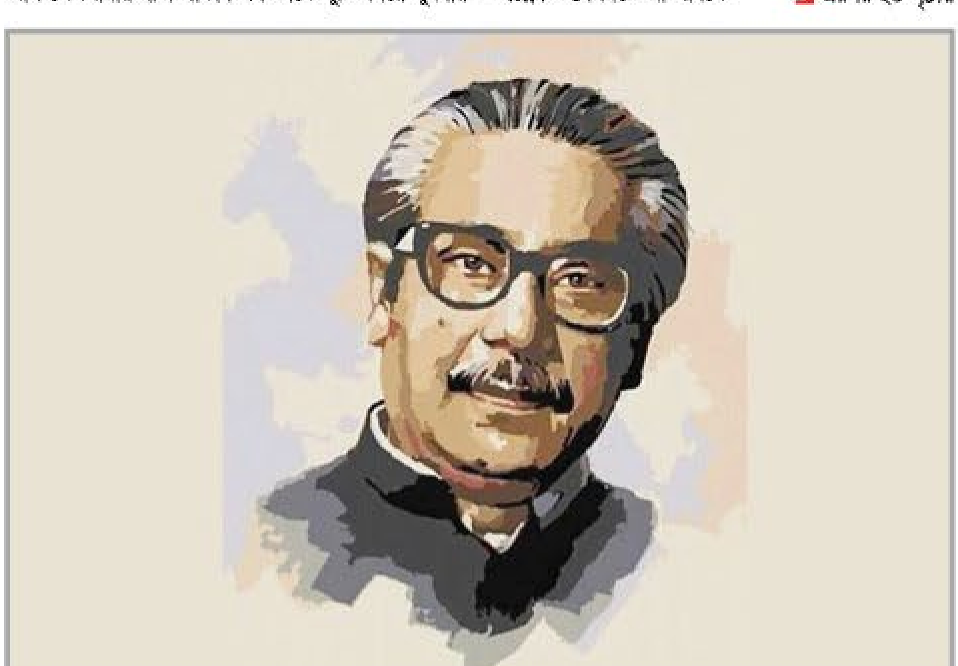

"রবি অং চাকমার এক ভাইয়ের দেওয়া তথ্যমতে, বঙ্গবন্ধু যে তাদের বাড়িতে আশ্রয়ে ছিলেন, এ কথা তাদের বাবা ও দাদার কাছে কখনো তারা শোনেননি। পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর ২০০৯ সাল থেকে তারা বিষয়টি জেনেছেন। বিষয়টি আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের নজরে আনা হলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কোনোকালে কোথাও আত্মগোপন করেননি। এদিকে, মুক্তিযোদ্ধারা ইনানিতে জাতির পিতার চরিত্রহনন বন্ধ ও প্রকৃত ইতিহাস সংরক্ষণ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। যারা জাতির পিতার চরিত্রহনন তথা মিথ্যা গল্পের সঙ্গে জড়িত, তাদের শাস্তিও দাবি করেছেন তারা"

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
5 HOURS
PRE
LICENSING
COURSE
OUR SERVICES
Professional Certified Male & Lady Instructor.
Flexible Lesson Timing
Pickup, Drop Off from your Convenient Location
All Types of DMV Express Services
BEGINNER'S
DMV EXPRESS
SERVICE
6 Hours
Defensive
Driving
Course
(DDC)
DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন
PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc
71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.
129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

IFIC

BANGLADESHI IMMIGRANT DAY AND TRADE FAIR 2023

বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ও বাণিজ্য মেলা ২০২৩

Special ATTRACTION
রেমিট্যান্স ফেয়ার
যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে

FREE ENTRY

তারিখ: ২২-২৩ সেপ্টেম্বর

সময়: সকাল ৯:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা

New York Hilton Midtown

1335 6th Ave (Between 53th & 54th st) New York, NY 10019, USA

(এফ ট্রেনে 57th Street, নেমে উপরে উঠলেই হিল্টন মিডটাউন)

অংশগ্রহণ করছে

বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতাধিক শীর্ষ উদ্যোক্তা

- আই টি
- ব্যাংক ও বীমা
- চামড়াজাত দ্রব্য
- পাট ও কুটির শিল্প
- গার্মেন্টস ও বুটিক
- ফার্মাসিউটিক্যালস
- কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য
- শাড়ী কাপড় ও গহনা

স্টল বুকিং
+1-347-656-5106
+1-631-933-4618

Title Sponsor: IFIC

Programme Sponsors: Islami Bank Bangladesh Limited; DHAKA BANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING

Associate Sponsors: SIBL; DIAMOND WORLD; BKMEA

Approved by: | In association with FBCCI BUCCI | Organized by: MUKTADHARA NEW YORK INC. | USA-BANGLADESH BUSINESS LINKS

USA Office: 37-69, 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Cell: 347-656-5106, 0187-6667511, 01713145595

E-mail: usabdbusinesslinks@gmail.com, **Website: www.ubbl.org**

Golden Age
Luxery Hall

আমাদের সেবাসমুহ

- Wedding
- Pre Wedding Event
- Engagement
- Anniversary
- Bridal Showers
- Sweet Sixteen
- Baby Showers
- Birthday Events
- Cocktail Party
- Fundraisers
- Graduations
- Holiday Party
- Corporate Events
- Dinner

এটি একটি বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান
আপনার ছোট বড় যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য
বুকিং দিতে এখনই ফোন করুন।

71-16 35 th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372

Please Call: (929) 244 7730

ভারতের চন্দ্র জয় বনাম ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস

> যে ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংসদ ভবনের শিলান্যাস উদ্বোধন যার বাসনায় একটি মাত্র ধর্মের রীতি-আচার মেনে সম্পন্ন হয়, সেখানে বিজ্ঞানের এক সাফল্য স্থল কোনও বৈজ্ঞানিক নামে হবে কেন, সেই ধর্মের কোনও দেবদেবীর নামে হবে তা দেখে বিতর্ক তৈরি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। পরিশেষে ল্যান্ডার বিক্রমের সফল অবতরণের জন্য ভারতবাসীর সাথে আমরাও গর্বিত ও আনন্দিত। অভিনন্দন জানাই বিজ্ঞানী ও কলাকুশলীদের। এটা অবশ্যই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার জয়। ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধদের গালে চপেটাঘাত। যদিও তারপরও ধর্মকে ভর করে অন্ধত্বের, কুসংস্কারের গানকীর্তন কম হয়নি। অন্ধ, মুর্খ ও কাল্পনিক ধর্ম ব্যবসায়ী সুযোগ সন্ধানীদের স্বার্থবাদিতা ছাপিয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জয় বিজ্ঞানের জয়, জয় হোক বিজ্ঞানের

সুব্রত বিশ্বাস

বিজ্ঞান যখন চাঁদে অবতরণ করছে তখন আধ্যাত্মিকতা দাপিয়ে বেড়িয়েছে সমগ্র ভারতে! 'ইসরো'র বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ সাধনা ও নিষ্ঠা সাফল্য পেল যখন বুধবার সন্ধায় ল্যান্ডার বিক্রম নির্বিঘ্নে পা রাখলো চাঁদের বুকে। একটা দেশ, যার বিজ্ঞানীরা 'চাঁদে জল আছে' এমন একটা সম্ভাবনার কথা শোনাতে পারে, মহাকাশে মানুষ পাঠানোর মতো সাহস একবার ভেঙে পড়লেও আবার সেখানেই চন্দ্রযান নামানোর ইঙ্গিত দেখাতে পারে, সেখানে সেই দেশেই অভিযানের সাফল্য 'কামনায়' দেশে দিনভর চললো পূজা অর্চনা, আরতি, হোম-যজ্ঞ, গঙ্গাস্নান, দরগায় চাদর দেওয়া থেকে গুরুদ্বারে প্রার্থনা। বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কুসংস্কারের এমন বিপরীতমুখী যুগলবন্দী এদিন প্রত্যক্ষ করলো একবিংশ শতাব্দীর ভারত।

এদিন 'ল্যান্ডার বিক্রম' চাঁদের সবচেয়ে কঠিনতম এলাকা দক্ষিণ মেরু ছুঁতেই সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় বসে বীর বিক্রমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিনন্দন জানালেন চন্দ্রযান টিম বিজ্ঞানীদের। তিনি বললেন, 'তারা এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে বছর ধরে পরিশ্রম করেছেন। ১৪০ কোটি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। ভারতের উদীয়মান ভাগ্যের আহ্বান এই মুহূর্তে। অমৃতকালের আহ্বান। অন্তরীক্ষে নতুন ভারতের উদয়। আমি এখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। দেশবাসীর সঙ্গে আমার মনও ওখানেই ছিল।' এই মোদী যিনি এদিন বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানান সফল চন্দ্রযান অভিযানের জন্য আবার তিনিই কখনও বিজ্ঞানকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দাবী করেন, অঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা শল্য চিকিৎসার মতো কঠিন কাজ হামেশাই লক্ষ্য করা যেত প্রাচীন ভারতে। কিছু মন্ত্রোচ্চারণ বহু শারীরিক ব্যাধি প্রতিরোধের একমাত্র সমাধান, এমন দাবিও শোনা গেছে তার মুখে। কখনও শুনিয়েছেন রাবনের দশটা মাথা থেকেই রকেট, বিমানের মতো ৮-৯ ধরনের আকাশযানের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার করোনার সময় সংক্রমণ নিরসনে গোমূত্র অন্যতম হাতিয়ার বলে জোর প্রচার চালিয়েছিলেন বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা। এর জেরেই দেশের তাবড় তাবড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপির সুরেই 'অবৈজ্ঞানিক' কথা বলতে শুরু করে দেয়। গোমূত্রের উপকারিতা নিয়ে গবেষণা করার জন্য সেই সময় আইআইটি দিল্লির কাছে ৫০টিরও বেশি প্রস্তাব জমা দিয়েছিল। ভোপালের বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা দাবি করেছিলেন, গোমূত্র পানের পর তার স্তন ক্যান্সার নির্মূল হয়ে গিয়েছে। এরই সঙ্গে কিছু মেকি বিজ্ঞানী আর হোয়াটস অ্যাপ গোষ্ঠী এসবের পেছনে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা তুলে ধরে অহরহ তর্কাতর্কিও জুড়ে দেয় সমাজমাধ্যমে। বিজ্ঞান চেতনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে পিছনে টেনে ধরা এমন প্রয়াসকে সংগঠিতভাবে মদত জোগানো হয়েছে মোদী তখতে বসার পর থেকেই। ফলে সেখানে উৎসাহ, উদ্দীপনার নামে কয়েকদিন যাবৎ নানা ধরনের ধর্মীয় আচার মেনে বিজ্ঞানের সাফল্য 'কামনা' করা আশ্চর্যের নয় বলেই মনে করছেন অনেকে। তাদের অভিমত বিজ্ঞান এবং অ-বিজ্ঞানের এমন বৈপরীত্যকে সমানতালে উৎসাহ যোগানো চলছে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকেই।

সেকারণেই এদিন উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা নিরসনের দোহাই দিয়ে ল্যান্ডার বিক্রমের নির্ভুল অবতরণের আকাঙ্খায় মথুরার গোবর্ধন মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনা যেমন হয়েছে তেমনই মুম্বাইয়ের মাহিমে দরগায় চাদর চড়িয়েছেন ধর্মীয়বিশ্বাসীরা। মথুরা গোবর্ধন মন্দিরে এদিন সকাল থেকে ১১ বার গিরিরাজ চালিশা পাঠের পাশাপাশি ছপ্পন ভোগ বিতরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী দিল্লির বাঙলা সাহিব গুরুদ্বারে গিয়ে সকালে বিশেষ প্রার্থনা করেন চন্দ্রযান-৩'র সাফল্য চেয়ে। দেশের বহু স্কুলে, মাদ্রাসায় প্রার্থনায় শামিল করা হয় শিক্ষার্থীদের। দিল্লির সন্ত নগরে বিশাল আয়োজন করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বারাণসীতে গঙ্গায় আরতি হয়েছে, বটুক ভৈরব মন্দিরে বিশেষ 'নবগ্রহ' পুজো পর্যন্ত হয়েছে। এলাহাবাদের মঠ, মন্দিরে সারাদিন ধরে চলেছে হোম-যজ্ঞ, প্রার্থনা। লক্ষ্ণৌয়ের এক দরগায় ইসরোর বিজ্ঞানীদের সাফল্যে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। ওড়িশ্যার বিভিন্ন জগন্নাথ মন্দিরে এদিন বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় প্রার্থনা, যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভাস্কর মিশ্র নামের এক গবেষকের দাবি, 'জগন্নাথ বিশ্বের প্রধান বলে পুজিত হন সর্বত্র। ফলে তার আশীর্বাদ অত্যন্ত জরুরী ছিল বিক্রমের সফল অবতরণের জন্য। কেননা 'ভগবান জগন্নাথের হয়েই সাফল্যের প্রার্থনা।

এদিকে বুধবার সন্ধ্যায় যখন চন্দ্রযান-৩'র ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিদেশে। তিনি শনিবার সাতসকালে গ্রীস থেকে ফিরেই ইসরোর দপ্তরে ছুটে যান। এত বড় সাফল্য, কৃতিত্বের পুরোটাই বিজ্ঞানীদের দিকে গেলে কি চলবে! ভোট রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার এখন চন্দ্রযান-৩। চন্দ্রজয়ের কৃতিত্ব যে তিনি নেবেন, তা স্পষ্ট হয়ে যায় আগেই। তাই সাতসকালেই রীতিমতো রোড শো করে ইসরোর সদর দপ্তরে পৌঁছে যান। সাফল্যকে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে 'বিজ্ঞানের জয়' বলার মহানুভবতা দেখা গেলেও দেশে ফিরতেই ভোট বাজারে সেই 'বড় মন' কুঁকড়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো ধর্মের দামামা বাজানো গতানুগতিক অন্ধকূপে। ইসরোর ঘর ভর্তি প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নয়, তাদের সামনে তাই 'গণেশের প্লাস্টিক সার্জারির' মতো অদ্ভুত দাবি করে ঘোষণা করেন তৃতীয় চন্দ্রযানের

এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ভারতের চন্দ্রাভিযান ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শাহাবউদ্দীন

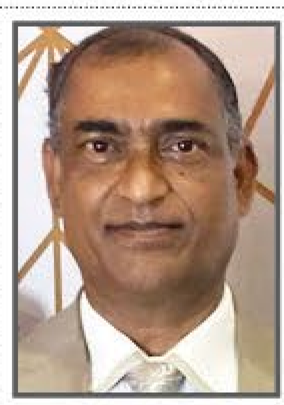

গত ১৫ই আগস্ট ছিল ভারতের ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস। তাদের এই স্বাধীনতার মাসেই এক সাফল্যের খবরে উদ্বেলিত হয়ে উঠল সারা দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকসের সম্মেলনের জন্য অবস্থান করছিলেন। সেখানেই খবর এলো ভারতীয়দের চন্দ্র জয়ের। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার পর চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারতের চন্দ্রে অবতরণ। ১৪ জুলাই অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করেছিল চন্দ্রযান-৩। চাঁদের মাটি স্পর্শ করার সেই মুহূর্তে বেঙ্গালুরু 'ইসরো' সদর দফতর থেকে বিজ্ঞানীরা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহ সমগ্র ভারতবাসী এবং বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ চন্দ্রযানের চাঁদে অবতরণ অবলোকন করেন। অভিবাদন ভারতের সরকার, বৈজ্ঞানিক এবং সংশ্লিষ্ট কলাকুশলি সহ ভারতীয়দের। পৃথিবীর বুকে নিঃসন্দেহে এটি একটি গর্বের সংযোজন। চার বছর পূর্বে চন্দ্রযান-২ ব্যর্থ হওয়ায় সবার মধ্যে কিছুটা হতাশা এসেছিল। কিন্তু এবার সবার মনোবল ফিরিয়ে এনেছে 'ইসরো'। সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে তৈরি, নিজেদের লোকবল, মিশন পরিচালনার দায়িত্ব, নিজেদের প্রতিষ্ঠান 'ইসরো' এবং সরকারের ৮০০ কোটি টাকা বাজেট নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ শুরু করেন। সবকিছু সম্পূর্ণ নিজেদের তত্ত্বাবধানে হওয়ার কারণে কম খরচে মাত্র ৫৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ অভিযান তারা সফল করেছেন। নিখুতভাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে তাদেও চন্দ্রযান অবতরণ করেছে। যা সমগ্র ভারতে খুশির বন্যা বইয়ে দেয়। আমেরিকার একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত নভোচারী মহিলা কল্পনা চাওলা নাসার কাজ করতে গিয়ে কয়েক বছর আগে মারা যান। তিনি বেঁচে থাকলে আজকের দিনে অত্যন্ত খুশি হতেন। ভারতের এই চন্দ্রাভিযানের ৮ জন বিজ্ঞানী মধ্যে ২ জন ছিলেন নারী। প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন জি, সোমনাথ, যিনি হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু সহ বিভিন্ স্কুল, কলেজে লেখাপড়া করেই গড়ে উঠেছেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই টিম নিশ্চয়ই প্রশংসা পাওয়ার দাবি রাখে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আগামী বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর হবে। যে দেশ যত উন্নত হবে সেই দেশই বিশ্ব নেতৃত্ব দিবে। সে দিক থেকে হাটি হাটি পা পা করে ভারত অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের দক্ষ জনবল গড়তে ১২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তাদের নিজস্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইসরো গড়ে তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে আমরাও গর্ববোধ করি এবং তাদেরকে জানাই নিরন্তর শুভ কামনা।

এখন কথা হলো, ভারত চাঁদে যায়। ভারত পারমাণবিক ক্ষমতাধর আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি ক্ষমতাবান রাষ্ট্র। বিশ্বের পরাশক্তি রাষ্ট্রের সাথে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাটিয়ে মারণাস্ত্র তৈরি করার এক অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। যে দেশের লোকের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়েও কম, পরিবেশ দূষনের ক্ষেত্রে দিল্লি সহ কয়েকটি শহর অনেকটা বসবাসের অযোগ্য। ১৪০ কোটি মানুষের দেশের জনগণের অর্ধেকের চেয়ে বেশি লোকের উপযুক্ত টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। খাদ্যের অভাব অনাহার অর্ধাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। খোলা আকাশের নীচে মানুষ দিনাতিপাত করে, রোগেশোকে মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা যায়। পরিবারের একজন বিদেশ থাকলে ১০ জনকে পুষতে হয়। এমন একটি দেশের জনগণ নিত্যদিনের বাঁচামরার সমস্যা সমাধানকেও চাঁদে যাওয়ার মতো গুরুত্ব দিতয়ে বিচেনা করা উচিত। ভাবতে হবে মার্কিনীরা ৫৫ বছর আগে চাঁদে গিয়েছে। অনেকের যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু আমরা এর মাধ্যমে সমাজ ও জাতিকে কতটুকু দিতে পেরেছি? পশ্চিমাদের মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানুষ ধ্বংসের নেশায় ব্যবহার না করে মানুষের বাঁচার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিত্যদিনের ব্যবহার করা উচিৎ। মনে রাখতে হবে মানুষের জীবন আগে, অসম প্রতিযোগিতা আর বিলাসিতা নয়। এই সুন্দর পৃথিবী ও মানবজাতির ধ্বংস ও শক্তি প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধাস্ত্র বানানোর কাজে যে পরিমাণ অর্থ উন্নত দেশগুলো ব্যয় করে তার চার ভাগের এক ভাগও পৃথিবীর ক্ষুধা, দারিদ্র মরণব্যাধি রোগ নিবারণ বা মানব কল্যাণের কাজে ব্যবহার হয় না। আমরা সবাই মরণ নেশায় মত্ত। এখানে লক্ষণীয় যে ভারতের মতো অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশে আরএসএসের আশির্বাদপুষ্ট হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন বিজেপি, দীর্ঘদিন থেকে ক্ষমতায়। কিন্তু কর্ম বিকাশের সাথে কোন সংযোগ নেই। জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবন অসম্ভব। বিজ্ঞান মানুষের অন্ধত্ব থেকে ভিতরের চোখ খুলে দেয়। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দ্বারা আমরা উপকৃত হই। কিন্তুতা না দেখে পরকালের বিশ্বাসকেই মেনে নিয়ে মানুষ অন্ধভাবে ধর্ম চর্চা করে। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধর্মের লোকেরাই ধর্মচর্চা ও পরকাল নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং সে ক্ষেত্রে কে চাঁদে গেল বা পাতালে গেল সেটা এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে গৌণ। বিশেষ করে ভারতের মৌলবাদী সংগঠন বিজেপির শাসনামলে ভারতের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাহরণ, দলিতশ্রেণী, বৌদ্ধ,খ্রিস্টান ও মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন , কাশ্মীর, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, হায়দারাবাদ, গুজরাট, পাঞ্জাব, উড়িস্যা, হরিয়ানা, রাজস্থান সহ বহু প্রদেশে রক্তগঙ্গা বইছে। এইসব জাতিসত্তার আন্দোলনকে নস্যাত করতে ভারতের মৌলবাদী সরকার হিন্দুত্ববাদী মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে এই সংখ্যালঘুদের নিঃশেষ করার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী আর্তনাদ করছে। ইদানিং

এরপর ১৮ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশের প্রতি ভারতের এই ধরনের মনোভাবে দেশের জনগণও ক্ষুব্ধ। আমরা চাই বন্ধুপ্রতিম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারত বিশ্বের বুকে এগিয়ে চলুক। এদিকে ছোট দেশ হলেও রক্তে কেনা আমাদের স্বাধীনতা। অনেক কষ্টে গড়ে ওঠা দেশের অর্থনীতির ভিত ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ। আমাদের জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি নিয়ে আমাদেরও মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে। সেখানে কৌশলে যদি কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখতে চায় তা দেশের জনগণ মেনে নেবে না। সুতরাং পারমাণবিক শক্তিধর ও চন্দ্রবিজয়ী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত ভারত রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে এই জায়গাগুলোকে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবং মানবিক, ঐক্যবদ্ধ, পারস্পরিক মর্যাদা সম্পন্ন, সুন্দর পৃথিবী গড়ায় এগিয়ে যাবে সেটাই প্রত্যাশা

ব্রিকসে বাংলাদেশের যোগ দেয়া, না দেয়া

ড. মো. মিজানুর রহমান

'ব্রিকস' উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচটি দেশ- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার গঠিত একটি জোট। এই জোটভুক্ত দেশগুলোর জনসংখ্যা-আয়তন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিশ্বে বেশ প্রভাব রয়েছে। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের আশা করলেও ব্রিকস এখনো পশ্চিমা-নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে একটি পৃথক কূটনৈতিক ফোরাম ও উন্নয়ন অর্থায়ন নিয়ে ভাবছে। ব্রিকসের মূল লক্ষ্য নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো হলেও এর রয়েছে রাজনৈতিক অভিলাষ।

ব্রিকসে বাংলাদেশসহ আরো ১৯টি দেশ যোগ দিতে আবেদন করেছে। বাংলাদেশের আবেদন এমন সময় হয়েছে যখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশটি বেশ আলোচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ব্রিকসের সদস্য দেশ ভারতের প্রত্যক্ষ এবং রাশিয়ার পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশ আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইদানীং অবশ্য পশ্চিমাদের সাথে বর্তমান সরকারের মন কষাকষি চলছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ কেন ব্রিকসে যোগ দিতে চায় সে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। তবে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের কারণে অনেক বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা কার্যকর নেই। ফলে স্বল্পোন্নত ও কম উন্নত দেশগুলোর আর্থসামাজিক ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত অধিকার আদায়েও এটা খুব প্রয়োজনীয়। আবার দক্ষিণীয় জোটবদ্ধতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টার অংশও হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮-এর মতো জোটে আছে। তবে এ জোটে থাকায় তেমন লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। ব্রিকসের সদস্য দেশ ভারত এবং চীন বাংলাদেশের আমদানির অংশীদার। কিন্তু এ দেশ দুটি থেকে আমাদের রেমিট্যান্সও আসে না, তেমন রফতানি বাণিজ্য হয় না। বৈদেশিক সহযোগিতাও তেমন নয়। ব্রিকসের বাকি তিনটি দেশের মধ্যে ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, রফতানি, আমদানি এবং রেমিট্যান্স ইত্যাদি বিষয়ে তেমন সম্পর্ক নেই। রাশিয়া অবশ্য রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপন করছে, তবে তা যতটা না আমাদের সহযোগিতার জন্য তার চেয়ে মস্কোর স্বার্থে। এক কথায় বর্তমান ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তেমন কোনো অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই যেমনটা ব্রিকস বিরোধী আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা জোটের সাথে রয়েছে।

অন্যদিকে, জি-৭ বাদ দিলে পৃথিবীতে কার্যকরভাবে যে জোট কাজ করছে, সেটি জি-২০। বাকিগুলো আড়ম্বরপূর্ণ সভা-সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং বাংলাদেশ ব্রিকসে যেতে চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক বলে মনে হয় না। সুতরাং ব্রিকসে যোগ দেয়ার আগে ঢাকাকে ভাবতে হবে যে, ব্রিকসের এখন পর্যন্ত অগ্রগতি কতটা এবং অর্জনের সম্ভাবনাই বা কতটা। কারণ, একদিকে তারা চায় চলমান বৈশ্বিক ব্যবস্থার সংস্কার, যেখানে দক্ষিণের কণ্ঠস্বর জোরদার হবে: একই সময়ে বিকল্পও চায়। কিন্তু বিকল্প করতে যে সামর্থ্য, শক্তি, সিদ্ধান্ত দরকার, সেটা ভারত, চীন, রাশিয়ার নেই। আবার ব্রাজিল কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার পরিবর্তন হলে তাদের চিন্তায় পরিবর্তন ঘটে। এদের কারো আকাঙ্ক্ষা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়া। অর্থাৎ তারা উত্তরের অংশ হতে চাইছে। তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এখানে ছোটদের ব্যবহার করা হচ্ছে কি না?

আগেই বলেছি, ব্রিকস তারা বলে মূলত বাণিজ্য জোট। তবে জোটের সদস্য ভারত বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশের নামে কট্টর সাম্প্রদায়িক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের দেশ। অন্যদিকে চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ, যেখানে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নাই। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার বামপন্থী নেতা যার রাজনৈতিক চরিত্র নিয়েও অনেকে কথা বলেন।

করোনা অতিমারীর সময় বড় দেশগুলোর প্রতি ভিন্ন ধরনের উপলব্ধি হয়েছে ছোট দেশগুলোর। উন্নত দেশগুলোর অপরাজেয় ইমেজে দাগ লেগেছে। বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালী করতে চাইছে। পশ্চিমা দেশগুলোর বিপক্ষে বিকল্প মুদ্রা খুঁজছে, বিকল্প বাণিজ্যব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে। তবে অর্থনৈতিক প্রত্যাশার দিক থেকে তারা একদিকে এগোলেও তাদের রাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত অবস্থান বিপরীতমুখী। ফলে অর্থনৈতিক যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা অর্জন করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

এক কথায় ব্রিকসের সাফল্যের জায়গাটা বাণিজ্যে না, বিনিয়োগে না, প্রযুক্তি হস্তান্তরে না বরং রাজনৈতিক। কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা না থাকার পরও বাংলাদেশের ব্রিকসে যোগ দিতে চাওয়া বাহ্যত রাজনৈতিক মনে হচ্ছে। তবে উন্নয়নের অর্থায়নেও হতে পারে, কারণ ব্রিকস নতুন উন্নয়ন ব্যাংক করেছে এবং বাংলাদেশ তার সদস্য। স্মরণযোগ্য, ভারত ও চীনের সাথে বাংলাদেশের আমদানির সম্পর্ক। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের বাজার এবং এ বাজার আমাদের জন্য বিশেষ সুবিধার। বিনিয়োগ, রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রেও তারা বড় ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক বলি, প্রাতিষ্ঠানিক বলি, উন্নয়ন মাপকাঠিতে বলি, পশ্চিমাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটি বিশেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বর্তমান সরকার পশ্চিমা বিশ্বের দিক থেকে রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক, মানবাধিকার এবং নির্বাচনের প্রশ্নে চাপের মধ্যে রয়েছে: বলতে গেলে সাংঘর্ষিক

এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে চীনবিরোধী পশ্চিমাদের জোটে যোগ না দিয়ে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' করে এড়িয়ে গেছে, সামলিয়েছে। ব্রিকসে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রেও বোধ করি তেমনিভাবে সময় নিয়ে 'অপেক্ষা করি এবং দেখি' নীতিতে আগানো প্রয়োজন। ভালো সিদ্ধান্ত হবে, কৌশলগত অংশগ্রহণ এবং একই সাথে কৌশলগত দূরত্বও বজায় রাখা। অর্থাৎ সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়। বিশেষ করে, দেশ যখন একটা অনিশ্চিত নির্বাচনী পরিবেশে ঢুকছে, একটা রাজনৈতিক উত্তরণের দিকে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের কুশলী আচরণ আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। তার জন্য সময় ও মেধা খরচ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনোক্রমে ভুল করা যাবে না। কারণ এর ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

একজন পুতিন ও রাশিয়ার জনগণ

এন এস এম মঈনুল হাসান সজল

পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকারের বিষয়ে কথা বলা প্রতিষ্ঠান, আইন ও রীতিনীতি আছে। চীন ও রুশ রাষ্ট্রে আভ্যন্তরঢ় মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রায় অনুপস্থিত। এই রাষ্ট্র দুটিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় না। সামরিক সম্ভার, জ্বালানি এবং সামরিক সক্ষমতা ছাড়া রাশিয়া বৈশ্বিক রাজনীতিতে অপাংক্তেয় হয়ে আছে। চীন পৃথিবীকে দিচ্ছে অপ্রয়োজনীয় একবার ব্যবহার্য সস্তা বর্জ্য। এরা আগামী দুনিয়ার জন্য পরিবেশ দূষণ, পেটেন্ট চুরি আর সামন্তচক্র সৃষ্টির সাথে কমিউনিজমের বিপ্লবী গণহত্যার রেজিম সৃষ্টি করছে। পুতিনের দানবীয় ভাবমূর্তির কারণে কোনো দেশই তাঁর উপস্থিতিকে স্বাগত জানাতে পারছে না। এ ধরনের পরিস্থিতির মুখে আগামী অক্টোবরে তাঁর বেইজিং সফরে যাওয়ার কথা। লক্ষ্য করার বিষয় সেখানে পুতিন কিভাবে সমাদৃত হন!

ভিমা চেরনুকা নামের সব হারানো এক নারী প্রতি ভোরে দিন শুরু করেন উত্তর-পূর্ব ইউক্রেনের একটি গ্রামে তার নিজের বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে পুতিনকে অভিসম্পাত করে। তিনি দেখে যেতে চান একটা কফিনে আটকানো অবস্থায় যন্ত্রণাকাতর পুতিনকে, অনন্তকাল দোজখের সাজা পাওয়া পুতিনকে।তিনি দেখে যেতে চান, গণহারে শিশু অপহরণের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) পুতিনকে গ্রেপ্তার করতে চায়। এ তথ্য সংগৃহীত গার্ডিয়ান-এর কলাম থেকে।

পুতিনের বিরোধিতা করেছিলেন রাশিয়ার বিরোধী নেতা আলেক্সি নাভালিন। এখন প্রতিদিন তাঁকে জেলে পুতিনের একটি ভাষণ জোর করে শোনানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত চার মাসের বেশি হয়ে গেছে, তবু পুতিনের ভাষণের সেই রেকর্ড তাঁকে শোনানো বন্ধ করা হচ্ছে না। প্রায় দেড় বছর ধরে ইউক্রেনে অভিযান চালিয়ে পুতিন এক মহাবিপর্যয়কর পৃথিবী তৈরি করেছেন। হয়েছেন ঘৃণীত। পড়েছেন উপহাসের মুখে। নিজের সৃষ্ট দুর্দশার বিষয়ে উদাসীন, প্রাচ্যু রূপকথার ভূত-প্রেত বা দৈত্যের মতো কর্মকাণ্ড তাঁকে 'বৈশ্বিক ভূত'-এ পরিণত করেছে। বলা যায়, এডলফ হিটলার বা জোসেফ স্তালিন পরবর্তী নিকৃষ্টতম ও বিপজ্জনক নেতা হিসাবে যে নামটি মানুষ স্মরণ করবে তিনি ভ্লাদিমির পুতিন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুই যুগ ধরে গোয়েন্দা সংস্থা-কেজিবির প্রধান থেকে রাশিয়ার শীর্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তি ভ্লাদিমির পুতিন। নিজ দেশে ক্ষমতা ধরে রাখা ছাড়াও সিরিয়া, ইরান, লিবিয়াসহ বৈশ্বিক অনেক ইস্যুতে রাশিয়ার মোড়লিপনায় সরব তিনি। বদলিয়াছেন মধ্যপ্রাচ্যের হিসাব নিকাশও। এমনকি আমেরিকা ও উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট-ন্যাটোর চোখ রাঙানিকে তোয়াক্কা করেননি। স্বৈরশাসক ও আগ্রাসী একনায়ক পুতিন এবং তার রাশিয়া, বিরোধীদের দমনে কঠোর পদক্ষেপ ও রুশপন্থিদের রক্ষায় প্রতিবেশি জর্জিয়া ও ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চল দখলে নেওয়ার আগে থেকেই নানান আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি। সর্বশেষ ইউক্রেনে আক্রমণকে বিরোধীরা দেখছেন পুতিনের সম্প্রসারণবাদ নীতিরই প্রতিচ্ছবি হিসেবে। এ ঘটনায় রাশিয়ায় বিক্ষোভ করায় অন্তত দেড় হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও ইউক্রেন আক্রমণকে রাশিয়ার নিরাপত্তা ইস্যুকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন স্বৈরাচারী, একনায়ক, প্রচণ্ড ক্ষমতালিপ্সু পুতিন।

পুতিন ২০১৫ সালে একবার বলেছিলেন, '৫০ বছর আগে লেনিনগ্রাদের রাস্তা আমাকে একটি নিয়ম শিখিয়েছিল। আর সেই নিয়মটি হলো, লড়াই যদি অনিবার্য হয়, তবে প্রথম ঘুষিটি আপনাকেই ছুড়তে হবে।' ভ্লাদিমির পুতিনের প্রথম যুদ্ধটি ছিল একটি ধেড়ে ইঁদুরের বিরুদ্ধে। সেটা সোভিয়েত আমলে অন্ধকার ঘিরে থাকা তার ছেলেবেলার কথা। জর্দু-স্যাঁতসেঁতে অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের বাড়ির করিডরে ইঁদুরটি তাকে আক্রমণ করেছিল। এখনও সেই গল্পের খুঁটিনাটি টেনে এনে নিজের জয়ের কথা শোনান পুতিন। সম্ভবত তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভগ্নদশা এবং দারিদ্র্যকে জয় করে সফল হওয়ার সূত্র জানাতেও গল্পটি ব্যবহার করেন। ২০০০ সালে প্রকাশিত 'ইন ফার্স্ট পারসন: অ্যান অ্যাস্টোনিশিংলি ফ্র্যাঙ্ক সেলফ-পোর্ট্রেট' বইয়ে তিনি লিখেছেন, 'ঘরের সামনের প্রবেশপথেই ছোটাছুটি করত ইঁদুরের দল। আমি এবং আমার বন্ধুরা লাঠি নিয়ে ওদের তাড়া করতাম। একবার আমার চোখে পড়ে বিশালাকার এক ইঁদুর। সেটিকে তাড়া করে হলরুমের এক কোণে নিয়ে যাই। ইঁদুরটির পালানোর আর কোনো পথ ছিল না। হঠাৎ সেটি চক্কর খেয়ে আমার দিকে লাফ দেয়। আমি হতভম্ব ও ভয় পেয়ে যাই। ইঁদুরটি এখন পাল্টা আমায় তাড়া করছে! সৌভাগ্যক্রমে আমি ওর চেয়ে দ্রুত ছুটেছিলাম এবং একদম ওর নাকের ডগায় দরজাটি বন্ধ করতে পেরেছিলাম। সেখানে, সেই সিঁড়ির গোড়ায় আমি সেদিন 'কোণঠাসা' শব্দের তাৎক্ষণিক ও প্রকৃত অর্থ শিখে নিতে পেরেছিলাম।' গল্পটি হয়তো তার সযত্নে লালিত আখ্যানগুলোর অংশ। তবে এটি আমাদের এমন একজন ব্যক্তির গড়ে ওঠার পর্যায়ের আভাস দেয়, যিনি এখন বিশ্বকে একটি রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে (ইউক্রেন ইস্যু) রেখেছেন।

বিশ্ব রাজনীতি বদলে যায় ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর। বরিস ইয়েলৎসিন হাল ধরেন সদ্য জন্ম নেওয়া রাশিয়া ফেডারেশনের। সেসময় তিনি পুতিনকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সার্ভিসের প্রধান নিযুক্ত করেন। ১৯৯২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর পুতিন কেজিবি ত্যাগ করেন। কিন্তু দ্রুতই আজ যেটি সেন্ট পিটার্সবার্গ সেই শহরের সংস্কারপন্থী নতুন মেয়রের একজন সহায়তাকারী হিসেবে একটি কাজ জুটিয়ে ফেলেন। দেশটির অর্থনীতিতে তখন ধস চলছিল। পুতিনের উপর দায়িত্ব পড়েছিল শহরের জনগণকে সাহায্য করার জন্য একশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের তেল এবং ধাতব পদার্থের বিনিময়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করা। বাস্তবে কেউ কখনো কোনও খাবার দেখেনি। তবে একটি তদন্ত অনুযায়ী, যেটি খুব দ্রুতই চাপা দেওয়া হয়, পুতিন, তার বন্ধুরা এবং শহরের গ্যাংস্টাররা টাকাটা নিজেদের পকেটে পুরেছিলেন। 'উত্তাল নব্বই'-এর সেই দশকে পুতিন শিখে গিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক প্রভাব এমন একটি পণ্য যা টাকায় রূপান্তর করা যায়, এবং গ্যাংস্টারেরা দরকারের সময় মিত্র হতে পারে (বিবিসি নিউজ-এর তথ্য)।

এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

আমাদের কাছে পাবেন ওমরাহ প্যাকেজ
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল

মক্কা ও মদিনায় আমাদের
আছে অভিজ্ঞ মোয়াল্লেম

Saudi Arabian Airlines

DELTA AIR LINES · Biman Bangladesh Airlines · American Airlines · ETIHAD AIRWAYS · Emirates · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত

আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ

কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ

পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM-10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

KARNAFULLY TRAVEL INC. (Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

কর্ণফুলি ট্রাভেল আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

রোগের নাম মাল্টিপল মায়েলোমা

ডা. গুলজার হোসেন উজ্জ্বল

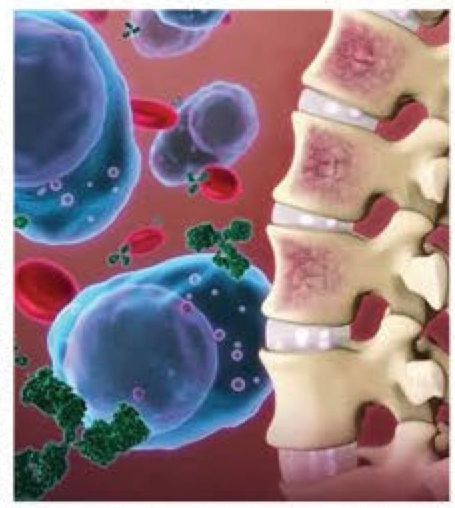

রক্তের ক্যান্সার বলতে আমরা মূলত নানা ধরনের লিউকেমিয়াকেই বুঝে থাকি। এর বাইরে লিম্ফোমা নিয়েও অনেক আলোচনা হয়। তবে মাল্টিপল মায়েলোমা তুলনামূলক বিরল এক ধরনের রক্তের ক্যান্সার। এটি মূলত রক্তের প্লাজমা কোষের ক্যান্সার। মাল্টিপল মায়েলোমা হলে অস্থিমজ্জায় বেশি বেশি প্লাজমা কোষ তৈরি হয়, যার ফলে অন্যান্য রক্তকোষের স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে লোহিত কণিকা, অণুচক্রিকা কমে যেতে থাকে। সুস্থ প্লাজমা কোষগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং শরীরে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। মাল্টিপল মায়েলোমা ক্যান্সারে আক্রান্ত প্লাজমা কোষগুলো হাড়ের মজ্জায় জমা হয় এবং স্বাস্থ্যকর অ্যান্টিবডি তৈরির পরিবর্তে ক্যান্সার কোষগুলো অস্বাভাবিক প্রোটিন তৈরি করে, যা জটিলতা তৈরি করতে পারে। এই অবস্থাকেই 'মাল্টিপল মায়েলোমা' বলা হয়।

কেন হয়

মাল্টিপল মায়েলোমা কেন হয় তার সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না। জিনের বিশেষ কিছু মিউটেশনের কারণে এই রোগ হয়। কারণ হিসেবে ধারণা করা হয় রেডিয়েশন, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বর্জ্য, পরিবেশদূষণ, খাবারের ভেজাল, কীটনাশক, কৃত্রিম রং ইত্যাদিকে। এটি মূলত বয়স্কদের অসুখ। ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সে এই রোগ বেশি ধরা পড়ে। ৪০ বছরের নিচে এই রোগ বিরল। শিশু বা কিশোরদের এই রোগ হয় না। রোগটি নারী বা পুরুষ উভয়েরই হতে পারে। তবে পুরুষদের তুলনামূলক বেশি হয়। মাল্টিপল মায়েলোমা বিভিন্ন রকমের হয়। রকমভেদে রোগের তীব্রতা কমবেশি হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে তীব্র হাড়ে ব্যথা, কিডনির সমস্যা, দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদির মাত্রা বেশি দেখা যায়। কখনো কখনো এটি শুধু একটি নির্দিষ্ট স্থানে টিউমার রূপে দেখা দিতে পারে। একে বলে 'সলিটারি প্লাজমাসাইটোমা'। এর চিকিৎসা সহজ। রোগীরা দ্রুত ভালোও হয়ে যান।

লক্ষণ

এই রোগের লক্ষণগুলো বিভিন্ন হতে পারে। কখনো কখনো লক্ষণগুলো দেরিতে ধরা পড়ে। শুরুতে কোনো সিম্পটম না-ও থাকতে পারে। আস্তে আস্তে লক্ষণ প্রকাশ পায়। বেশির ভাগ সময় রোগীরা ব্যাক পেইনে ভুগে থাকেন, যা শুরুতে সাধারণ ব্যাক পেইন বলেই মনে হতে পারে। এ ছাড়া রক্তস্বল্পতা, মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, ওজন কমে যাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য হতে পারে। বারবার শ্বাসনালিতে সংক্রমণ, জ্বর আসাও এই রোগের এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

দাঁতের ক্ষয় যেভাবে প্রতিরোধ করবেন

ডা. কামরুন নাহার শান্তা

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নিয়মিত ব্রাশ করা যেমন দাঁতের ক্ষয় রোধ করে, তেমনি ত্রুটিপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি দাঁতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। মুখের যত্নে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি, তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ নিয়ে নিচের আলোচনা।

দন্তক্ষয়ের কারণ

ত্রুটিপূর্ণ মৌখিক স্বাস্থ্যবিধি

* আড়াআড়িভাবে ব্রাশ করা।
* শক্তি দিয়ে জোরে ব্রাশ করা।
* শক্ত ব্রিসল যুক্ত ব্রাশ ব্যবহার করা।
* নিয়মিত ব্রাশ পরিবর্তন না করা।
* দাঁতের প্রলেপ ঘষে তুলে ফেলে এমন টুথপেস্ট বা মাজন ব্যবহার করা।
* ২ মিনিটের বেশি সময় ধরে বা দিনে ২ বারের বেশি ব্রাশ করা।
* ব্যবহারের অনুপযোগী আলগা দাঁত দীর্ঘদিন ব্যবহার করা।
* খিলাল ব্যবহার করা
* অস্বাভাবিক মৌখিক অভ্যাস
* দাঁত দিয়ে নখ কামড়ানো।

এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

স্টেরয়েড : বন্ধু তুমি, শত্রু তুমি

অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী

আমরা স্টেরয়েড সম্পর্কে শুনি, কিন্তু অনেকেই জানি না এটি কী। এটি যেমন নানা অসুখে ম্যাজিকের মতো কাজ করে, তেমনি এর অপব্যবহারে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও সীমিত। আমাদের শরীরে প্রতি মুহূর্তে এটি উৎপাদিত হচ্ছে আর শরীরের নানা কাজে এটির ব্যবহারও হচ্ছে। কখনো বন্ধুর মতো, প্রাণ রক্ষার মতো কাজ করে; আবার এটির অপব্যবহার কিংবা ভুল ব্যবহার এটিকে শত্রুও বানিয়ে ফেলে।

আমাদের কিডনির ওপর টুপির মতো বসে আছে একটি গ্ল্যান্ড। নাম অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। এই গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত হয় স্টেরয়েড হরমোন। এগুলোর নাম হলো টেস্টোস্টেরন মানে পুং হরমোন, স্ত্রী হরমোন ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, কর্টিসল, অ্যালডোস্টেরন। এসব হরমোন শরীরের বৃদ্ধি, এনার্জি মেটাবলিজম, পেশি গঠন, পানি আর ইলেকট্রোলাইট বিপাক আর প্রজননের কাজে লাগে।

কেন ও কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন?

* গর্ভনিরোধক পিলে স্ত্রী হরমোন নানা মাত্রায় থাকে, তবে এগুলো দেওয়া হয় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে।

* জটিল পরিস্থিতিতে রোগী আইসিইউতে থাকাকালে হঠাৎ ব্লাড প্রেসার নেমে গেলে বা শকে চলে গেলে দেওয়া হয় স্টেরয়েড। এ রকম অবস্থায় স্টেরয়েড হয়ে যায় জীবন রক্ষাকারী ওষুধ।

* আবার কিছু রোগের চিকিৎসায় জীবন রক্ষার জন্য এই ওষুধ দেওয়া হয়। যেমন- অটোইমিউন রোগ, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, হেমলাইটিক অ্যানিমিয়া, ব্রংকিয়াল অ্যাজমা, সিওপিডি। এসব রোগের চিকিৎসা করতে অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড দিতে হয়।

স্টেরয়েড দিতে হয় ভেবেচিন্তে

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই ওষুধ নিতে হয়। যথেচ্ছ ব্যবহারে উল্টো হিতে বিপরীত হতে পারে। এই ওষুধ দেওয়ার আগে চিকিৎসককে অনেক কিছু বিবেচনায় আনতে হয়। একেবারে হঠাৎ করে ওষুধ বন্ধ করা যায় না। অল্প অল্প করে মাত্রা কমানোর পর বন্ধ করতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলে 'টেপারিং'।

অপব্যবহারে ক্ষতি

এই ওষুধ নিয়ম মেনে না খেলে শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এর ফলে ওজন বাড়বে, বাড়বে ক্ষুধাও। দীর্ঘদিন খেলেও নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে। মুখ ফুলে ভারী এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

মেনোপোজ ও অনিয়মিত ঋতুচক্র কি চুল পড়ার জন্য দায়ী?

আখতারুন নাহার আলো

চুল পড়া একটি সাধারণ সমস্যা। সবাই কমবেশি এই সমস্যায় ভোগেন। তবে মাত্রাতিরিক্ত চুল পড়া স্বাভাবিক ঘটনা নয়। নারীদের নানা কারণে চুল পড়া ও পেকে যাওয়ার সমস্যা দিতে পারে। এর মধ্যে মেনোপোজ ও অনিয়মিত ঋতুচক্রও অন্যতম কারণ। রাস্তার ধুলাবালি, গাড়ির ধোঁয়া, রোদ্দুর সবই চুলকে বিবর্ণ ও রুক্ষ করে তোলে। ফ্রি রেডিকেলের সক্রিয়তার ফলে সময়ের আগে চুল পেকে যায়। চুল ভালো রাখতে ভিটামিনের পাশাপাশি জিংকের ভূমিকাও আছে।

ভিটামিন ই-যুক্ত তেল চুলে মাখলে ফ্রি রেডিকেলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। দিনে ৫০-১০০টি চুল পড়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে খুব বেশি চুল পড়ার কারণগুলো হলো- অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ, রক্তচাপ কমানোর ওষুধ, জন্ম নিরোধক বড়ি সেবন, অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' গ্রহণ ইত্যাদি। এছাড়া অপুষ্টি, গর্ভাবস্থা, মেনোপোজ, অনিয়মিত ঋতুচক্র, জ্বর, থাইরয়েডের অসুখ, প্রোটিনের অভাব, রক্ত স্বল্পতা ইত্যাদিও চুল পড়ার কারণ। আবার খুব বেশি টেনে চুল বাঁধলে এবং ভিজা চুল আচড়ালেও চুল পড়ে যেতে পারে।

ক্যানসারের রোগীদের কেমোথেরাপি দিলেও চুল পড়ে যেতে পারে। গর্ভাবস্থায় চুল পড়ে হরমোনের অসমতার জন্য। রক্ত জমাট বাধার ওষুধ, বিষণ্ণতা দূর করার ওষুধ খেলেও চুল পড়তে পারে।

বড় কোনো অপারেশনের পরও চুল পড়তে পারে। আবার বংশগত কারণ, মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদিতেও চুল পড়ে। ক্রমাগত প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব চুলের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। যেহেতু চুলের মধ্যে সিসটিন নামক এমাইনো এসিড থাকে, সে জন্য প্রতিদিন ডিম, দুধ, মাছ, মাংস খাওয়া উচিত। এতে ভিটামিন এ-ও পাওয়া সম্ভব। ভিটামিন সি চুলকে ভালো রাখে বলে প্রতিদিনই কিছু না কিছু সি ভিটামিন খাওয়া উচিত। বিশেষ করে প্রতিদিন দুটি আমলকী খেতে পারলে ভালো হয়। পুষ্টিহীন শিশুদের চুলের রং ধূসর ও পাতলা হয়ে থাকে। এদের চুলের গোড়া ক্রমশ আলগা হয়ে যায়। খাদ্যে প্যান্টোথেনিক এসিডের অভাবেও চুলের ভীষণ ক্ষতি হয়। প্রাণীদেহের লিভার ও কিডনিতে প্যানটোথেনিক এসিড থাকে।

তারুণ্য ধরে রাখবে যেসব খাবার

শামীমা আহমেদ

সঠিক লাইফস্টাইল ও খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে তারুণ্যকে ধরে রাখা সম্ভব। কিছু খাবার রয়েছে, যা বয়সের ছাপকে দূরে রেখে তারুণ্য ও যৌবনকে ধরে রাখতে সহায়তা করে।

মেথি: মেথিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা, ডায়াবেটিস এবং ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়ক। মেথি পুরুষের টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বাড়ানোর পাশাপাশি বার্ধক্যকে দূরে ঠেলে তারুণ্যকে ধরে রাখতে সহায়তা করে।

রঙিন ফলমূল ও শাক-সবজি: এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেলস ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা ত্বককে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করে সজীব ও সতেজ রাখে। পাকা পেঁপে, কলা, গাজর, সবুজ শাক, ব্রকোলি ইত্যাদি ছাড়াও ভিটামিন-সি জাতীয় খাদ্য (লেবু, আমলকী, কমলা) শরীরকে সতেজ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ্যালোভেরা: ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও খনিজ উপাদান দেহের ওজন কমায়। এ ছাড়া অ্যালোভেরার জুস টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

বাদাম: বাদামে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড ও ভিটামিন-ই ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন সঠিক পরিমাণে বাদাম খেলে অতিরিক্ত বেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষার পাশাপাশি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে। এতে সহজে ত্বকে বলিরেখা পড়ে না।

বেদানা: বেদানায় রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও হিমোগ্লোবিন তৈরির উপাদান। বেদানায় থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বকের নমনীয়তা বজায় রেখে ত্বককে টান টান রাখতে সহায়তা করে।

গ্রিন টি: এতে রয়েছে শক্তিশালী পলিফেনল, যা রোদ বা ক্ষতিকারক দূষিত বস্তুর হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

টমেটো: টমেটোতে থাকা লাইকোপেন নামের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বককে সজীব ও সতেজ করে তোলে এবং অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

আখরোট: আখরোটে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা ত্বকের কোলাজেন বাড়িয়ে ত্বককে টান টান রাখতে সহায়তা করে। এতে আরো রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, যা ত্বককে দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

দুধ: দুধে রয়েছে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান। এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

SmartTech IT Solutions Inc.

We built your dream Job in (IT)

- মাত্র ৪/৫ মাসে আপনিও হতে পারেন একজন আই.টি প্রফেশনাল।
- বছরে আয় করতে পারেন ৮০ থেকে ১২০ হাজার ডলার।
- আপনার ভর্তি সময় এই ফ্লায়ারটি দেখাতে পারলে ১০% ছাড় পাবেন!

SDET
MANUAL & AUTOMATION QA
Java
Selenium
SQL
API Testing...

Our Specialty:

আমরা অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে পড়াই যা সবাই সহজেই বুঝতে পারে।
আমরা ইন্টারভিউ পিপারেশন ও চাকরি পাওয়া পরেও সাপোর্ট দিয়ে থাকি।
আমাদের এখানে কোর্স শেষে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্লাস করার সুযোগ পাবেন।
আমাদের লাইভ / অনলাইন ক্লাস এর ব্যবস্থা আছে।

No need computer background or IT experience.

37-21 75 STREET (3RD FL), JACKSON HEIGHTS, NY 11372

917 293 5724

contract.smarttech@gmail.com

www.smarttechitsolution.com

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিদেশি হস্তক্ষেপ কমে যাবে : আসিফ নজরুল

৫ পৃষ্ঠার পর

কারণেও এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে গেছে। ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখানে একটা প্রতিযোগিতা চলছে আমেরিকার সঙ্গে অন্যদের। শুধু সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যই সরকারের ওপর আমেরিকা চাপ দিচ্ছে, এটা মনে হয় না।

প্রশ্ন: ব্রিকসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কি আমাদের দেশের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অন্যতম একটি কারণ বলে মনে করেন?

আসিফ নজরুল: বাংলাদেশ আসলে ব্রিকসে যোগ দিতে পারছে না ভারতের আপত্তির কারণে। এখন এর দুটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে-ভারত কেন আপত্তি জানাল? একটা হতে পারে ভারত বাংলাদেশকে সমান মর্যাদার দেশ হিসাবে দেখে না। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারও হয়তো সমান মর্যাদা চায় না, তারা ক্ষমতায় থাকলেই খুশি। ফলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কটা হয়ে গেছে অনেকটা 'ক্লায়েন্ট স্টেট' টাইপের। এখন বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্য হলে তো এমন সম্পর্ক বজায় রাখতে সমস্যা হবে ভারতের অথবা হয়তো ব্রিকসের সদস্য হলে বাংলাদেশ যদি চীনের আরও খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, তাহলে ভারতের জন্য তা খুব প্রেস্টিজিয়াস হয়ে যেতে পারে। কারণ বর্তমান সরকারকে তো আসলে বিদেশিরা খুব বেশি বিশ্বাস করে না। বর্তমান সরকার ভারতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা অবস্থায়ও চীনের সাবমেরিন এখানে ঢুকতে দিয়েছে। এরকম অনেক ঘটনা আছে, যে কারণে এ সরকারকে আসলে ভারতও ঠিক আগের মতো বিশ্বাস করে না। ফলে এ আশঙ্কা হয়তো কাজ করেছে ভারতের যে, কোনো দিন যদি বাংলাদেশ চীনের দিকে সরে যায়, তাহলে সেটা তাদের জন্য সমস্যা হবে। আবার হয়তো এমনও হতে পারে, ভারত ব্রিকসে থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক মেইনটেইন করে। হয়তো আমেরিকা ভারতকে চাপ দিয়েছে যে, বাংলাদেশ নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে, এ অবস্থায় ব্রিকসে যেন না নেওয়া হয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন, ব্রিকসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অন্যতম কারণ কিনা। এটি শুধু ব্রিকসের কারণে নয়। বাংলাদেশ সরকারের যে চীনমুখী নীতি, রাশিয়াপ্রীতি, আমেরিকার প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব-সবকিছু মিলে এগুলো হচ্ছে। এর মধ্যে মানবাধিকার আর গণতন্ত্রের এজেন্ডা তো অবশ্যই আছে, যেহেতু বাইডেনের ঘোষিত নীতিই এটি।

প্রশ্ন: যদি দেশে বিদেশিদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তত্ত্বাবধায়ক কিংবা ঐকমত্যের সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন হয়েই যায়, তারপরও দেশে সুশাসনের যে অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ আছে, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দুর্নীতি বিরাজ করছে, তা থেকে উত্তরণ ঘটবে?

আসিফ নজরুল: তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা ঐকমত্যের সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে, এটা অন্য অতিরিক্ত আশাবাদ। তবে আমরা মনে করি, এতে দেশের কুশাসন কমবে, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দুর্নীতি অনেকাংশে দূর হবে। আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, ১৯৯১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দুটি করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সরকার ছিল। তখন এত বেশি অনাচার ছিল না, এত বেশি কুশাসন ছিল না। এত ব্যাপক মাত্রায় অর্থনৈতিক দুর্নীতি, দুরবস্থা হয়নি, যা আজকে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে। আমরা আগে ইতিহাসে পড়তাম, সুলতান মাহমুদ সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেছিল লুটপাট করার জন্য। আর এখন যেন প্রায় সতেরো বছর ক্ষমতায় থাকা হয়েছে একইভাবে বাংলাদেশকে লুটপাট করার জন্য, লুটের টাকা বিদেশে পাচার করার জন্য। এ পরিমাণ দুর্নীতি আর অনাচার এখন কেন হচ্ছে? কারণ এ সরকারের কোনো জবাবদিহিতা নেই, তারা তো জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। তারা জনগণের প্রতি জবাবদিহিতা অনুভব করে না। লুটেরা, খারাপ লোকজন, অসৎ ব্যবসায়ী, শক্তির তান্ডব দেখানো বিভিন্ন বাহিনী-এদের ওপর ভর দিয়ে ক্ষমতায় টিকে আছে এ সরকার। তাই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ফলে এ মাত্রায় কুশাসন, দুর্নীতি ও দুরবস্থা চলছে। এটা থাকবে না জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারে এলে, যখন একটা কার্যকর বিরোধী দল থাকবে, সভা-সমাবেশ, বাক-স্বাধীনতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে, জবাবদিহিতা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে, তখন এখনকার চেয়ে অবস্থার অবশ্যই উন্নতি হবে।

প্রশ্ন: শুধু একটি অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারলেই কি বিদেশিরা সন্তুষ্ট হবে, তাদের তৎপরতা বন্ধ হবে?

আসিফ নজরুল: বিদেশি তৎপরতা তখন কমে আসবে। একটা দেশে যখন সুশাসন থাকে, মোটামুটি জাতীয় ঐক্য থাকে, যখন সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়, তখন সেই দেশে বিদেশি তৎপরতা কম থাকে। এটা কোনো রকেট সায়েন্স নয়। এখানে সমস্যা না থাকলে বিদেশিরা হস্তক্ষেপ করবে কীভাবে? সমস্যা যখন কম হবে, হস্তক্ষেপ কম হবে। সমস্যা বেশি হলে হস্তক্ষেপ বেশি হবে।

প্রশ্ন: রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন্ন সফরকে কী চোখে দেখছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব, ভারত ও চীন এটিকে কীভাবে নেবে বলে আপনার ধারণা?

আসিফ নজরুল: এটা খুবই আত্মঘাতী একটা পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মনে হচ্ছে যেন তারা আমেরিকা-ইউরোপের সঙ্গে লড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এটার একটা চেষ্টা হচ্ছে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সফরে এনে। এর আগে প্রতিরক্ষা সচিবও এসেছিলেন। আমার মনে হয়, এটা বাংলাদেশ সরকারের জন্য খুব ভালো পদক্ষেপ হবে না, কারণ আন্তর্জাতিক আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে রাশিয়া আমেরিকার ধারেকাছেও নেই। আমেরিকা সন্দেহ করে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকতে চায়, দরকার হলে পুতিনের মডেলে সরকার প্রতিষ্ঠা করে, উত্তর কোরিয়ার মডেলে বা মিয়ানমারের মডেলে সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এ সন্দেহগুলো, সেই সংশয়গুলো আরও জোরদার হবে এবং ইউরোপ বা আমেরিকা হস্তক্ষেপ করার আরও বেশি যৌক্তিকতা খুঁজে পাবে এসব সফরকে কেন্দ্র করে।

প্রশ্ন: বিদেশিদের এ ধরনের তৎপরতা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে?

আসিফ নজরুল: পরিবর্তন দুধরনের হতে পারে। আমেরিকা যদি কোনো দেশে ইনভলভড হয়, সেক্ষেত্রে এর ভালো উদাহরণও আছে, যেমন তাইওয়ানের মতো একটা ছোট দেশ, আমেরিকার বন্ধু হওয়ার পর বিশাল প্রভাবশালী রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আবার দক্ষিণ কোরিয়ার মতো একটা রাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর, আমেরিকার আনুকূল্য পাওয়ার পর তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ার চেয়ে অনেক বড় দেশ হয়ে গেছে। আবার আমেরিকা খারাপভাবে ইনভলভড হয়েছে যেসব দেশে, সেখানে ভয়াবহ খারাপ অবস্থা নেমে এসেছে, যেমন আফগানিস্তান বা ইরাক এর উদাহরণ। ফলে অবস্থা কোনদিকে যাবে সেটা নির্ভর করে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির ওপর। আমরা বিদেশি হস্তক্ষেপকে আমাদের অনুকূলে কাজে লাগাতে পারছি কিনা, সেটার ওপর। আরও আমাদের সচেতনতাটা আছে কিনা, আমরা সক্ষম কিনা, আমাদের জাতীয় ঐক্য আছে কিনা, আমাদের দেশপ্রেম আছে কিনা এবং আমাদের দক্ষতা আছে কিনা, আমাদের পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা আছে কিনা, আমাদের সেই লিডারশিপ আছে কিনা। তো সেগুলো যদি থাকে, তাহলে বিদেশি হস্তক্ষেপ হয়তো আমাদের জন্য ইতিবাচক হতে পারে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের নির্বাচন প্রশ্নে আমেরিকা ও ভারতের স্বার্থ কি সাংঘর্ষিক হবে?

আসিফ নজরুল: আমার মনে হয় না সে রকম সাংঘর্ষিক হবে। আমরা যেটা বুঝতে পারি, ভারতের দুশ্চিন্তা হচ্ছে এখানে মৌলবাদী শক্তি বা জামায়াত যেন প্রেফারেন্স না পায়, আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা যেন শক্তিশালী না হয়ে ওঠে। তো আমার মনে হয় না আগামী নির্বাচনে যদি বিএনপি বিজয়ীও হয়, তারা জামায়াতকে সে রকম শক্তি অর্জন করতে দেবে বা এটা করতে দিয়ে ভারতের চক্ষুশূল হওয়ার ঝুঁকি নেবে, তাদের তো অনেক শিক্ষা হয়েছে। আমি নিজেও মনে করি, দুটি দলের আলাদাভাবে নিজেদের মতো রাজনীতি করা উচিত। কারণ আমি বিশ্বাস করি না বিএনপি ও জামায়াতের রাজনীতি এক। ভারতের দুই নম্বর কনসার্ন হচ্ছে, যদি বিএনপি নির্বাচনে জিতে আসে, তাহলে তারা বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা করার সুযোগ দেবে কিনা। আমি বিশ্বাস করি, বিএনপির তো অনেক শিক্ষা হওয়া উচিত এতদিনে। বিএনপি যদি কখনো ক্ষমতায় আসে বা যে কোনো দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, বাংলাদেশের মাটিকে কখনোই ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।

শুধু রাজনৈতিক বা নিরাপত্তার কারণে নয়, আমাদের নৈতিকতার কারণেও। একটা দেশ আমাদের দেশকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছে, এখন সেই দেশকে আমি টুকরো করার জন্য অন্যদের সাহায্য কেন করব? এটা কোনোভাবেই নৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, ভারতের সঙ্গে একটা উইন-উইন সম্পর্ক রেখে একটা সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ বন্ধুত্ব রাখা উচিত। কাজেই এ ধরনের নিশ্চয়তা যদি ভারত পায় যে, এ রকম একটা সরকার আসতে চলেছে, যে উগ্রপন্থিদের উসকে দেবে না বা এখানে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেবে না, আমার ধারণা, ভারত এটুকুতেই কনভিন্সড হলেই খুশি থাকবে। এ দুটি মিনিমাম চাওয়া আমার ধারণা আমেরিকাও মেনে নেবে। ফলে ভারত আর আমেরিকার স্বার্থ ওরকম সাংঘর্ষিক হবে বলে আমি মনে করি না। তারা যদি আমাদের ভালো বন্ধু হয়, এদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাদের আমাদের সাহায্য করা উচিত।

প্রশ্ন: আপনাকে ধন্যবাদ।

আসিফ নজরুল: ধন্যবাদ।

ভারতের চন্দ্রাভিযান ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

১১ পৃষ্ঠার পর

ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলি ভারতের বন্ধু ভাবাপন্ন মনোভাবের চাইতে মোড়লীপনা, বড়ভাইসুলভ, আগ্রাসী মনোভাবের কারণে তাদেও ওপর অসন্তুষ্ট। তাদের সাথে যেসব দেশের সীমান্ত রয়েছে তাদেও প্রত্যেকের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজমান। বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও রয়েছে তাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ জনগণের মত বিরুদ্ধে। যেমন ২০১৪ এবং ২০১৮ সনে বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে তাদের দৌড়ঝাঁপ এবং একটি নজিরবিহীন প্রতারণামূলক নির্বাচন করার কারণে বহির্বিশ্বের কোন দেশ তা মেনে নেয়নি। কারণ ২০১৪'র নির্বাচনে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ দেখানো এবং ২০১৮ সনে দিনের ভোট রাতে করার এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। যে ভোটের কোন বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল না। জনসাধারণের দ্বারা কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় নাই। কিন্তু বিবেকবান মানুষ দেখলো পার্শ্ববর্তী একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পরে অভিনন্দন জানিয়ে স্বাগত জানান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই পুরনো খেলাই শুরু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘনঘন ঢাকায় এসে কথা বলছেন।

এদিকে ভারতও বসে নেই। তারা দিল্লীতে ডেকে নিয়ে কথা বলছে। প্রথমেই আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল তারপর জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলার পর বিএনপির প্রতিনিধিরা কাপড় পরে অপেক্ষায় আছেন, ডাক এলেই দৌড় দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে তাদের সাথে কি কথা হয় তা তারা এসে জনগণকে বলেন না। এরা হলো আমাদের দেশের মেরুদন্ডহীন ক্ষমতালিপ্সু তথাকথিত নেতা। আমাদের দেশের সকলের ধারণা হয়েছে যে ভারতের সাহায্য ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকা সম্ভব নয়। আর ভারতও চায় জনবিচ্ছিন্ন ক্ষমতাহীন একটা পুতুল সরকার। তখন বাংলাদেশকে সিকিমের মতো ব্যবহার করবে। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের এই ধরনের মনোভাবে দেশের জনগণও ক্ষুব্ধ। আমরা চাই বন্ধুপ্রতিম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারত বিশ্বের বুকে এগিয়ে চলুক। এদিকে ছোট দেশ হলেও রক্তে কেনা আমাদের স্বাধীনতা। অনেক কষ্টে গড়ে ওঠা দেশের অর্থনীতির ভিত ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ। আমাদের জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি নিয়ে আমাদেরও মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে। সেখানে কৌশলে যদি কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখতে চায় তা দেশের জনগণ মেনে নেবে না।

সুতরাং পারমাণবিক শক্তিধর ও চন্দ্রবিজয়ী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত ভারত রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে এই জায়গাগুলোকে ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবং মানবিক, ঐক্যবদ্ধ, পারস্পরিক মর্যাদা সম্পন্ন, সুন্দর পৃথিবী গড়ায় এগিয়ে যাবে সেটাই প্রত্যাশা।

লেখক: কলামিস্ট, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, নিউইয়র্ক।

646-321-7507
WWW.EXPERTAUTOMATIONTEAM.COM
EAT
EXPERT AUTOMATION TEAM
YOUR PATH TO AUTOMATION

eclipse IJ GitHub HTML CSS JS Apache Maven Apache JMeter™ TestNG API C:\> BlazeMeter cucumber >_cmd MySQL

#1 IT Institute
for
Fullstack QA Automation Engineering

আপনি কি **IT Industry** তে **Job** করতে চান এবং **$80,000** থেকে **$120,000** বেতন পেতে চান?

EAT EXPERT AUTOMATION TEAM

100% Success Rate

- Java
- Selenium
- Manual Testing
- Automation Testing
- SDLC
- Agile/Scrum
- Git/Github
- Command Line
- SQL
- API Testing
- Postman
- Performance Testing
- JMeter

আমরা Weekdays এবং Weekends দিনগুলিতে ক্লাস অফার করি।
আমাদের ONLINE এবং ONSITE ক্লাস আছে।
ক্লাস সপ্তাহে দুদিন।

আমাদের কোর্সের মেয়াদ 12 সপ্তাহ।

646-321-7507 II 646-262-0268

ExpertAutomationTeam.com | 7062 45 Ave. Woodside, NY 11377 (1st Fl)

কোন গণতন্ত্র চাই: অধিক স্বল্প, নাকি উৎকৃষ্ট?

৫ পৃষ্ঠার পর

সেই ফাঁকটা ধরিয়ে দেওয়া যাক। গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো শাসনটা হতে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতেই। আরও সুন্দর করে বললে-সংখ্যালঘিষ্ঠের মর্যাদা ধারণ করা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নামই গণতন্ত্র। তো ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রে সরকারটি সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে। থিওরিটিক্যালি কথাটা প্রতিষ্ঠা করা যাক। ৩০০ আসনের আমাদের পার্লামেন্টের ১৫১টিতে একটি দলের প্রার্থীদের সবাই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে মাত্র ১ ভোট বেশি পাওয়ার পর যদি বাকি ১৪৯টিতে দলটি একটি ভোটও না পায়, সেক্ষেত্রেও সেই দল সরকার গঠন করার যোগ্যতা অর্জন করবে। অতঃপর সরকারটি কি জনমতের ভিত্তিতে গঠিত হলো? তারপরেও চলছে ওয়েস্টমিনস্টার। সেটা সাধারণত ঢুকি না আমি, এ লেখার প্রয়োজনে ঢুকে দেখলাম-নরেন্দ্র মোদি যে নির্বাচনে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সেই নির্বাচনে বিজেপি (এনডিএ নয়, এককভাবে) ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পেয়েছে প্রায় ৫২ শতাংশ; কংগ্রেস ভোট পেয়েছে ১৯.৩ শতাংশ, অথচ আসন ৮ শতাংশ। অর্থাৎ বিজেপি প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় আসন পেয়েছে অনেক বেশি, কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। ওদিকে জয়ললিতার বহুজন সমাজ পার্টি ৪ শতাংশ ভোট পেয়ে একটিও আসন না পেলেও এআইএডিএমকে ৩.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পেয়েছে ৬.৫ শতাংশ। এটা এক অদ্ভুত হিসাবই বটে, ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ প্রায় সমান ভোট পেয়েও (৪১.৪০ ও ৪০.০২ শতাংশ) বিএনপির আসন ১৯৩, আওয়ামী লীগের মাত্র ৬২। আবার দেখুন, ২০০৮-এর নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৭ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পেল ২৭টি, অথচ বিএনপি ৩৩.২ শতাংশ ভোট পেয়ে পেল জাতীয় পার্টির চেয়ে মাত্র ৩টি আসন বেশি।

বলতে অসুবিধা কোথায়, বর্তমান সিস্টেমে পরাজিতের ভোট পচে যায়, তার হিসাব কেউ রাখে না, আর পিআর পদ্ধতিতে সব ভোটেরই গুরুত্ব থাকে। বামপন্থিরা এদেশে এককভাবে (নৌকা অথবা ধানের শীষের সাহায্য ছাড়া) ভোট করলে কোনো আসন পায় না। কিন্তু তারা কি সারা দেশে এক শতাংশ ভোটও পায় না? যদি পায়, তাহলে তো পিআর সিস্টেমে তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়াবে ৩। এই সিস্টেমে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নিশ্চিত হয় বলেই তার চর্চা হচ্ছে কন্টিনেন্টাল ইউরোপে। ইংল্যান্ডেও লেবার ও কনজারভেটিভরা পালা করে ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করছে বলে তৃতীয় ধারার লিবারেল ডেমোক্রেটরা দাবি করছে পিআর সিস্টেমে শিফট করার। কারণ তারা ভোট পায়, আসন পায় না। ইউরোপের কোনো কোনো দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নিশ্চিত করতেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুয়ের অধিক প্রার্থী থাকলে বিজয়ী হতে হলে যে কোনো একজনকে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হয়। তা না ঘটলে বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রথম দুজনকে আবারও লড়তে হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, দ্বিতীয় দফায় দুজনের যে কোনো একজন অর্ধেকের বেশি ভোট পাবেনই কী পাবেন। কূটতার্কিকরা অবশ্য বলতে পারেন, প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা যদি ইভেন অর্থাৎ জোড় হয়, সেক্ষেত্রে তো টাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে!

আমরা বলছি না, পিআর সিস্টেমকেই একমাত্র বিকল্প ভাবতে হবে। তবে এই গণতন্ত্রের সুফলটা একটু দেখুন। এই সিস্টেমে কোয়ালিশন সরকারের সম্ভাবনা বেশি থাকে, যা বাংলাদেশে কয়েক টার্ম চালু থাকলে রাজনীতিকদের কর্তৃত্বপরায়ণ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত, ১৫১ আসনকে মাথায় রেখে নির্বাচন করার প্রবণতা ম্লান পাবে এতে, রাজনৈতিক দলগুলো সেক্ষেত্রে সমগ্র বাংলাদেশকেই মাথায় রাখতে বাধ্য হবে। বগুড়া আমার, গোপালগঞ্জ তোমার-এভাবে হিসাব করলে সর্ববাংলাদেশি চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়ত, সারা বাংলাদেশেই ভোটে এগিয়ে থাকতে হবে-এমন বাধ্যবাধকতা থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন আনতে বাধ্য। রাজনীতিটাও তখন করতে হবে ঠিকঠাক। পাঠক লক্ষ করুন, শহিদ চান্দু নামের আধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামটি বগুড়ায় স্থাপিত হলে ২০০৮ সালের পর থেকে সেখানে একটিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব হয়তো ভাবে, বগুড়ায় তো ভোট আমনেও পাব না, জামনেও পাব না-ওখানে এত আয়োজনের দরকার কী! পিআর সিস্টেমে যদি বগুড়ায় একশ ভোটও পাওয়া যায়, সেটাও কি চূড়ান্ত ফলাফলশিটে যুক্ত হবে না? পিআর সিস্টেমের ত্রুটির কথাও বলেন অনেকে। যেমন, সাবেক এমপি সাবমুন্দোহা বলেছেন, এই সিস্টেমে দলীয় কোটারি সৃষ্টির মাধ্যমে গণতন্ত্র কোটারিতন্ত্রে পরিণত হতে পারে। দল কর্তৃক তৈরি প্রায়োরিটি লিস্টে এলাকায় গ্রহণযোগ্য নয় এমন ব্যক্তি ঢুকে গেলে দলীয় কোটারির মাধ্যমে তিনি এমপি হয়ে যাবেন। তার এ কথার উত্তর হলো, বর্তমান ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেমেই বরং খারাপ লোকের নির্বাচিত হয়ে আসার আশঙ্কা বেশি। কারণ বাংলাদেশের যে সামাজিক বাস্তবতা, তাতে নির্বাচনে জিততে মাস্তান ও টাকাওয়ালা প্রভাবশালীদেরই মনোনয়ন দেওয়া হয়। পঞ্চকাদারদের জিতে আসার উদাহরণ অনেক আছে এদেশে। পিআর সিস্টেমে এমন মনোনয়নের প্রয়োজন পড়বে না। আর কোটারি তো সবসময়ই রাজনৈতিক দলগুলোয় বিরাজমান। কানাডার টরন্টোর মাহবুব কামাল বলেছেন, পিআর সিস্টেমে সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং কোনোকিছুতে একমত হওয়ার ধাক্কাধাক্কিতে অগ্রগতির চাকা থমকে যায়। কথা হলো, সরকার দীর্ঘস্থায়ী না হলে অসুবিধা কোথায়? পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে কোয়ালিশনের নতুন পার্টনারশিপ গঠিত হলে ক্ষতি কী? একই টার্মে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী বদল হওয়ার নজিরও তো রয়েছে ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেমে। আর অগ্রগতির চাকা চলমান রাখার জন্য সরকারকে দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রে কোনো দল বৃহৎ মেজোরিটি পেয়ে গেলে কী হয়, তা আমরা দেখেছি ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর।

আমরা এতক্ষণ গণতন্ত্রের একটি প্রতিষ্ঠিত মডেল নিয়ে কথা বললাম। অন্য প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলো নিয়েও কথা হতে পারে; নতুন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায় কিনা, সেটাও ভাবা যেতে পারে। আমরা বাঙালি অথবা অন্যবর্গের বলে সভ্যতাকে দেওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই কি নেই আমাদের? সাদাদের উপর কতকাল আর নির্ভরতা? তো আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র কোনটা-সেটা পণ্ডিতজনেরা ভাবুন, রাজনীতিকদের মাথায় এই ঘিলু আছে বলে মনে হয় না। অথবা ঘিলু থাকলেও ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করতেই সেটা প্রয়োগ করার সময় শেষ হয়ে যায়।

উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রের বাস্তবিক রূপটি কী হওয়া উচিত, সেটা যেহেতু স্কলারদের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো, সেহেতু আমরা গণতন্ত্র নিয়েই অন্যরকম কিছু কথা বলে শেষ করব। প্রথমত-নির্বাচন কিন্তু লক্ষ্য নয়, এটা উপায় আর লক্ষ্য হচ্ছে ভালো থাকা। নির্বাচনি বৈতরণী পার হয়ে আমরা সেই লক্ষ্যেই পৌঁছতে চাই। কিন্তু এদেশে মানুষের মগজ কায়দা করে এমনভাবে ধোলাই করা হয়েছে যে, মনে হয় নির্বাচনটাই বুঝি লক্ষ্য। খেয়াল করুন, ভালো থাকার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দেশে অনেক সাংবিধানিক সংস্থা রয়েছে; কিন্তু সেগুলোর মাত্র একটি-নির্বাচন কমিশন নিয়েই বিরোধী রাজনীতিকদের যত তর্কযুদ্ধ। যা হোক, নির্বাচন হলো গণতন্ত্রচর্চার একটা মাত্র পদ্ধতি, অথচ রাজনীতিকরা গণতন্ত্রকে নির্বাচনসর্বস্ব করে ফেলেছেন। ঘরের বউকে কড়া শাসনে রেখে অথবা সামান্য কারণে ক্রাইমগুলোকে বকাবকি, এমনকি তার গালে হাত দেওয়ার পর বক্তৃতার মঞ্চে গণতন্ত্রের জয়গান করতে তাই কোনোই অসুবিধা হয় না এদেশে। দীর্ঘদিনের মগজ ধোলাই প্রক্রিয়া শেষে সাধারণ মানুষও এখন মনে করে ভোট দিতে না পারলেই গণতন্ত্রের ইজ্জত যায়, অন্য কোনোভাবে নয়। আর তাই তাদের কাছে ভোটাধিকার হরণ সতীত্ব হরণের মতোই লজ্জাকর। তারা বলতে পারছে না-যে মেয়ের নাকের জায়গায় নাক নেই, ঠোঁটের জায়গায় নেই ঠোঁট, সেই মেয়েকে মা সুন্দর বলতে চাইলে বলুক, পাড়া-পড়শি আমরা কেন বলতে যাব? এই গণতন্ত্র মোটেও সুন্দর নয়। দেখুন, আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে যে, ৯০-এর পর থেকে নতুন সরকার মানে নতুন উপদ্রব। তারপরও ভোট দিতেই হবে এবং সেটা ইমিডিয়েট পাস্ট সরকারি দলের বিরুদ্ধেই। তা না হলে আমি যে একটা দামি ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তা প্রমাণ হয় না! বরিশালের লোকেরা বলে থাকেন-এমপি সাহেব কী করতে আছে করুক, ইলেকশন আহুক, এইবার আর টাকাম্বু না। 'টাকাম্বু না' মানে এমপি সাহেবের মার্কায় সিল মারবে না।

আমাদের শেষ কথা-বুদ্ধিমানরা সরকারের ধরন নিয়ে মাথা ঘামায়, আঁতেলরা মনে করে, যে সরকার যত কম শাসন করে সেই সরকার তত গণতন্ত্রী আর সাধারণ মানুষ চায় সেই সরকার, যেটা সুশাসন দিতে পারে। গ্রামের মানুষ কী করে? দুধ দোয়ানোর সময় যদি গাভী শান্ত থাকে, তাহলে তাকে আরও বেশি করে ভালোবাসে আর যদি দু-চারটা লাথি-টাথি মারে, সেক্ষেত্রেও মাইন্ড করে না, কারণ লাথির বদলে সে পাচ্ছে দুধ। এখানে গাভী মানে সরকার, শান্ত থাকার অর্থ পূর্ণ গণতন্ত্র আর দুধ হলো সুশাসন।

লেখক: সাংবাদিক।

সরকারি টাকায় ইতিহাস বিকৃতি!

৭ পৃষ্ঠার পর

বিকৃত ইতিহাসের পক্ষে অনড় সংশ্লিষ্টরা।

জেলা প্রশাসনের নথিতেও ইতিহাস বিকৃত : ২০১২ সালের ৬ মার্চ তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো. রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসনের বৈঠকে ২১ নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু উখিয়ায় অবস্থানকালীন তাকে আপ্যায়ন ও আশ্রয়দানকারী লোকমান হাকিম ও হাকিনা বেগমকে শুভেচ্ছা উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, যা ৭ মার্চ ২০১৬. ২০.২২০০.১১০. ১০.০০৫. ১৩.১৭৮ স্মারকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পাঠানো হয়। পরবর্তী বছরও একই সময়ে একই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলে চিঠি দেয় জেলা প্রশাসন। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস এবং ১৪ নভেম্বর বিজয় দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে পৃথক দুটি প্রস্তুতি সভায় তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী আবদুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ইনানির তেলছড়িতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত স্থান সংরক্ষণ বিষয়ে পৃথক দুটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত মতেই সামনে এগোচ্ছে জেলা প্রশাসন।

প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে দেখা গেছে, ১৯৫৮ সালে তৎকালীন যুবলীগ নেতা হিসাবে আবিষ্কার করা হয় লোকমান হাকিমকে। অথচ কক্সবাজার মহকুমা যুবলীগের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬১ সালের শেষের দিকে। এ কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কামাল হোসেন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোস্তফা (বর্তমানে কক্সবাজার জেলা বারের আইনজীবী)।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিতর্কিত গল্পের নেপথ্যে : এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। স্থানীয়দের দাবি, কেলারাম চাকমার নাতি রবি অং চাকমাসহ একটি চক্র মূলত জমি দখল করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে আশ্রয় দেওয়ার গল্পটি বানিয়েছে। এসব মিথ্যা গল্প বানাতে তাকে সহযোগিতা করেছেন কক্সবাজারের একজন সাংবাদিক। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, চক্রটি জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নুরুল হকের ৩০ বছরের পুরোনো বাড়ি উচ্ছেদ করে তিন একর জমি দখলে নিয়েছে। তার জমিতে একটি সুপারি গাছের বাগান রয়েছে। বাগানে ৫ হাজার সুপারি গাছ আছে। সেখান থেকে সুপারি বিক্রি করে প্রতি বছর ২০ লাখ টাকা আয় হতো নুরুল হকের। তাকে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। বাগানটি এখন ভোগ করছে ওই চক্রটি। তবে রবি অং চাকমা দাবি করেন, ওখানে কারও জমি নেই, সব তার।

সরেজমিন দেখা গেছে, গহিন অরণ্যে চলমান জাদুঘরটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবে দীর্ঘদিন ধরে ঠিকাদারজনিত সমস্যার কারণে কাজ আপাতত বন্ধ রয়েছে। জাদুঘরের পাশেই একটি পুকুর রয়েছে। আর চারপাশে সুপারির বাগান ও একপাশে পাহাড়। সেখানে মাত্র তিনটি বসতি দেখা গেছে। ঘরগুলোয় আদিবাসী রবি অং চাকমা ও তার ভাইয়েরা থাকেন বলে জানা গেছে।

রবি অং চাকমার এক ভাইয়ের দেওয়া তথ্যমতে, বঙ্গবন্ধু যে তাদের বাড়িতে আশ্রয়ে ছিলেন, এ কথা তাদের বাবা ও দাদার কাছে কখনো তারা শোনেননি। পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর ২০০৬ সাল থেকে তারা বিষয়টি জেনেছেন।

বিষয়টি আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের নজরে আনা হলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কোনোকালে কোথাও আত্মগোপন করেননি।

এদিকে, মুক্তিযোদ্ধারা ইনানিতে জাতির পিতার চরিত্রহনন বন্ধ ও প্রকৃত ইতিহাস সংরক্ষণ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। যারা জাতির পিতার চরিত্রহনন তথা মিথ্যা গল্পের সঙ্গে জড়িত, তাদের শাস্তিও দাবি করেছেন তারা।

লেখক: সাংবাদিক, যুগান্তর।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক
SE CI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

শোকাবহ আগস্ট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের
শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন

মাইমুনা আক্তার

কিছু কাজ এমন আছে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়। আবার কিছু কাজ বা স্বভাব এমনও আছে, যেগুলো আল্লাহর ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয়। নবীজি (সা.) এসব বিষয়ে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আজ আলোচনা করব এমন একটি হাদিস নিয়ে, যেখানে আল্লাহর রাসুল (সা.) কিছু অভ্যাসের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। যে অভ্যাসগুলো মানুষকে আল্লাহর অপছন্দের পাত্র বানিয়ে দেয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, চার ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন্অধিকহারে শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী দরিদ্র, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অত্যাচারী শাসক। *(নাসায়ি, হাদিস : ২৫৭৬)*।

অধিকহারে শপথকারী বিক্রেতা

উপরোক্ত হাদিসে অধিক হারে শপথকারী বিক্রেতা বলে বোঝানো হয়েছে মিথ্যা শপথ করে যারা পণ্য বিক্রি করে থাকে। *(তিরমিজি, হাদিস : ১২১১)*। যারা সৎ ব্যবসায়ী তাদের মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সর্বোচ্চ স্থান দান করবেন। কিন্তু যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অসৎ, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি। একদিন রাসুল (সা.) লোকদের কেনা-বেচায় জড়িত দেখে বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিল এবং নিজেদের ঘাড় ও চোখ উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে। কিন্তু যেসব ব্যবসায়ী আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে তারা এর ব্যতিক্রম। *(তিরমিজি, হাদিস : ১২১০)*। কিছু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে মানুষকে জিম্মি করে রাখে। তারা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য গুদামজাত করে দেশজুড়ে হাহাকার সৃষ্টি করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, গুদামজাতকারী ব্যক্তি পাপাচারী। *(মুসলিম, হাদিস : ৪০১৪)*।

অহংকারী দরিদ্র

অহংকার হচ্ছে সব পাপের মূল। একে আরবিতে বলা হয় উম্মুল আমরাজ-'সব রোগের জননী'। বরং বলা যায়, এ জগতের প্রথম পাপই হচ্ছে অহংকার। অহংকার করে শয়তান অভিশপ্ত হয়েছিল। ধনী-গরিব, ছোট-বড়, উঁচু-নিচ সবার জন্যই অহংকার করা মারাত্মক অপরাধ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের উপাস্য এক। সুতরাং যারা পরকালে ঈমান রাখে না তাদের অন্তরে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে লিপ্ত। স্পষ্ট কথা, তারা যা গোপনে করে তা আল্লাহ জানেন এবং যা প্রকাশ্যে করে তাও। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। *(সুরা নাহাল, আয়াত : ২২-২৩)*। কিন্তু দরিদ্র মানুষের অহংকার করা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। অহংকারের কোনো উপকরণ তার কাছে না থাকার পরও অহংকার জঘন্য অহংকারীর আলামত। যা আল্লাহ পছন্দ করেন না।

বৃদ্ধাবস্থায় ব্যভিচার

বৃদ্ধাবস্থায় ব্যভিচার অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এর মানে এই নয় যে যৌবনকালে ব্যভিচার দোষণীয় নয়। বরং ব্যভিচার সর্বাবস্থায়ই মারাত্মক অপরাধ। সাধারণত বৃদ্ধরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় পরকীয়ার জেরে। তা গড়ে ওঠে সাধারণত প্রতিবেশী, অফিস কলিগ কিংবা পুরনো বন্ধু/বান্ধবীর সঙ্গে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। একদিন রাসুলুল্লাহ ↘ এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

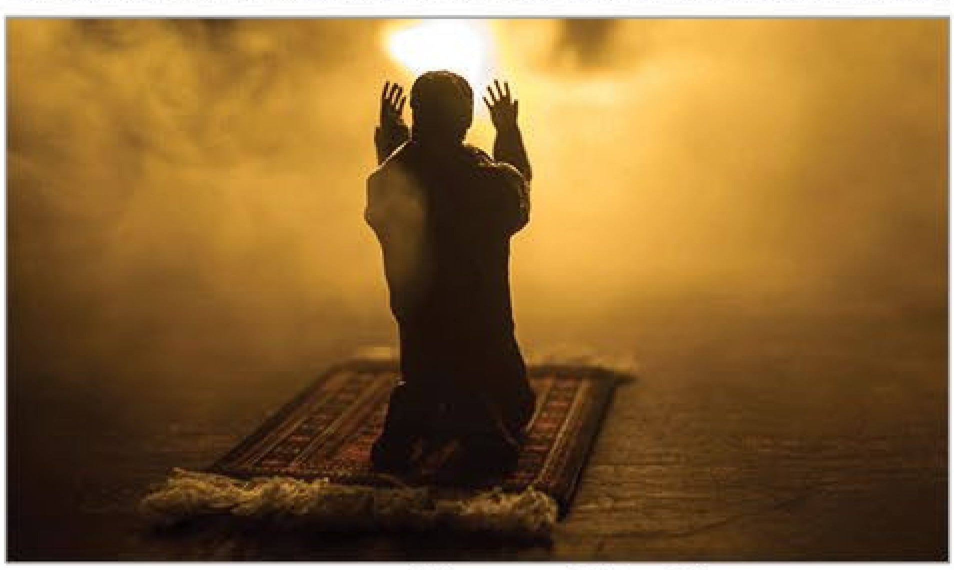

কেন জরুরি প্রতিদিনের কাজের পর্যালোচনা

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

মুহাসাবা শব্দটি আরবি। এর অর্থ আত্মপর্যালোচনা। আত্মপর্যালোচনা হলো নিজের ভালো-মন্দ কাজের জন্য নিজের কাছে জবাবদিহি করা। মন্দ কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করা, ভবিষ্যতে তা না করার অঙ্গীকার করা। আর ভালো কাজের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, তাঁর কাছে আরো বেশি তাওফিক চাওয়া। আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে মানুষ নিজের আমল ও কর্মের হিসাব নিজেই করে। এটি মুমিনের দৈনন্দিন রুটিন। আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করার সুযোগ পায়।

ইসলামে মুহাসাবা ও আত্মপর্যালোচনার গুরুত্ব: পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ আত্মপর্যালোচনার প্রতি উৎসাহিত করে বলেছেন, 'হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।' *(সুরা : হাশর, আয়াত : ১৮)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহ.) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আত্মসমালোচনা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এ আয়াতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন-তোমাদের অবশ্যই চিন্তা করা কর্তব্য যে আখিরাতের জন্য তুমি যা প্রেরণ করেছ তা তোমার জান্নাতের পথ সুগম করছে, নাকি তোমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? *(মাদারিজুস সালেকিন, ১/১৮৭)*। আত্মপর্যালোচনা বিষয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের আমলগুলো ওজন কোরো তোমাদের বিরুদ্ধে তা ওজন করার আগে। কেননা আজ তোমাদের নিজেদের হিসাব গ্রহণ আগামীকাল অন্যকে হিসাব দেওয়ার চেয়ে সহজতর।' *(ইহয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৪০২; মিনহাজুল মুসলিম, পৃষ্ঠা ১২১)*। হাদিস থেকেও আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনার ধারণা পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি, যে নিজের পর্যালোচনা করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়। আর নির্বোধ ও অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে মনোবৃত্তির অনুসরণ করে এবং অলীক কল্পনায় ডুবে থাকে।' *(তিরমিজি, হাদিস : ২৪৫৯)*। মাইমুন ইবনে মিহরান (রহ.) বলতেন, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারে না, যতক্ষণ না সে আত্মপর্যালোচনায় কঠোর না হয়। *(ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, পৃষ্ঠা: ৪২৯)*।

আত্মপর্যালোচনা কেন প্রয়োজন: আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনার চর্চা মুমিনকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করে; আত্মোন্নয়নে সহায়তা করে। আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে নিজের অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, আল্লাহর হক সম্পর্কে সতর্ক থাকা যায়, আত্মশুদ্ধির প্রেরণা জাগ্রত হয়, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা যায় এবং আখিরাতের হিসাব সহজ হয়। আত্মপর্যালোচনা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, মনিবের সঙ্গে দাসের সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে মানুষের ইনসাফপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে।

যেসব বিষয়ে আত্মপর্যালোচনা হবে: আত্মপর্যালোচনার সময় কোন কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে-তার ↘ এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে নবীজির ৯ নির্দেশনা

ইসমাঈল সিদ্দিকী

বিবাহ নারী-পুরুষের মধ্যে যেমন পরিবার সৃষ্টিতে অবদান রাখে; তেমনি দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা অনুরাগ সৃষ্টি করে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন ও শান্তি সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সম্পূরক। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা) তাদের পোশাক'। (বাকারা:১৮৭)।

সুস্থ ও সুখী সামাজিক জীবনের জন্য বিবাহ একটি প্রয়োজনীয় পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। পবিত্র কুরআনে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনকে পারস্পরিক সহমর্মিতা, অন্তরের অনাবিল সুখ ও শান্তির ↘ এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি

Prayer Times For New York City — সেপ্টেম্বর : ২০২৩

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০২	৫:০৫	৬:২৪	১২:৫৬	৫:৩৩	৭:২৭	০৮:৪৬
০৩	৫:০৬	৬:২৫	১২:৫৫	৫:৩২	৭:২৫	০৮:৪৪
০৪	৫:০৭	৬:২৬	১২:৫৫	৫:৩১	৭:২৪	০৮:৪২
০৫	৫:০৯	৬:২৭	১২:৫৫	৫:২৯	৭:২২	০৮:৪০
০৬	৫:১০	৬:২৮	১২:৫৪	৫:২৮	৭:২০	০৮:৩৮
০৭	৫:১১	৬:২৯	১২:৫৪	৫:২৭	৭:১৯	০৮:৩৬
০৮	৫:১২	৬:৩০	১২:৫৪	৫:২৫	৭:১৭	০৮:৩৪

source: salahtimes.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

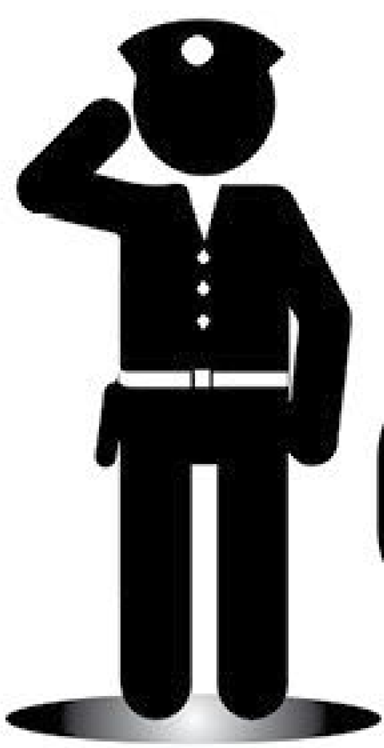

72-28 Broadway, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

লায়ন্স ক্লাবের নতুন কমিটির অভিষেক

পরিবারের সদস্যদের তুমুল করতালির মধ্যে নতুন কমিটি তাদের দায়িত্ব হাতে তুলে নেয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার লায়ন মোহাম্মদ সাইয়িদ নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এর পরপরই বিদায়ী কমিটির সভাপতি আহাসান হাবিব ও সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে গংবেল তুলে দেয়ার মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। নতুন সভাপতি শাহ নেওয়াজ গংবেল বাজিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কমিটির কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা দেন। অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল হারামাইন গ্রুপের কর্ণধার, দেশে ও প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহতাবুর রহমান। তিনি তার বক্তৃতায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান। স্পেশাল গেস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর রেমন স্মিথ। নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলি ওম্যান জেসিকা গনজালেজ, জেনিফার রাজ কুমার , স্টেট সিনেটর জন ল্যু ও সাবেক ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর মেদাদি সাই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন এফ ইএম ডি রকি। তাকে সহায়তা করেন এ এফ এম জামান।

লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য গঠিত কনভেনিং কমিটিতে লায়ন রকি আলিয়ান আহবায়ক ও লায়ন এফইএমডি রকি সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। নতুন কমিটির নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন সভাপতি শাহ নেওয়াজ, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট রকি আলিয়ান, ভাইস প্রেসিডেন্ট একেএম রশীদ, রেজা রশীদ, সাইফুল ইসলাম ও রুহুল আমীন, সেক্রেটারি জেএফএম রাসেল, জয়েন্ট সেক্রেটারি আবুল কাশেম চৌধুরী, কামরুল মজুমদার ও ট্রেজারার মশিউর রহমান মজুমদার। অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, সেকেন্ড ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর আসেফ বারী টুটুল, সাবেক প্রেসিডেন্ট মতিউর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, সাবেক সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম, লায়ন ফাহাদ

সোলায়মান ও আলমগীর খান আলম। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার কমিউনিটিতে ব্যাপক সেবা প্রদানের জন্য লায়ন শাহনেওয়াজকে 'প্রোক্লেমেশন' প্রদান এবং তা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে চন্দ্রা ব্যানার্জি ড্যান্স গ্রুপ নৃত্য পরিবেশন করে অতিথিদের প্রসংশা কুড়িয়েছে। সহযোগিতা, ভাতৃত্ব, নেতৃত্ব ও সন্মান প্রদর্শনের একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন হয় এই অভিষেক অনুষ্ঠানে। ক্লাবের গত নির্বাচনে শাহনেওয়াজের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন মুনমুন হাসিনা বারি। অল্প ভোটে মুনমুন সভাপতি পদে হেরে যান। কিন্তু গত শনিবার অভিষেক অনুষ্ঠানে আসেফ বারী ও মুনমুন বারীকে ভালোবাসার আলিঙ্গনে ক্রেস্ট দিয়ে বরন করে নেন শাহ নেওয়াজ ও রানো নেওয়াজ। এ সময় হল ভর্তি অতিথি ও লায়ন্স সদস্যরা করতালি দিয়ে এ দৃশ্যকে স্বাগত জানায়। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে ক্লাবের দশম চার্টার নাইট সেলিব্রেশনের অংশ হিসেবে বড় একটি কেক কাটা হয়। লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর রেমন স্মিথ, প্রধান অতিথি মাহতাবুর রহমান ও বর্তমান সভাপতি শাহ নেওয়াজ কেক কাটেন। এ সময় নবনির্বাচিত কর্মকর্তারাসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নতুন সভাপতি শাহ নেওয়াজ অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে বলেন, লায়ন্স ক্লাবকে এগিয়ে নিতে সবার সহযোগিতা চাই। কমিউনিটির কল্যাণে লায়ন্স ক্লাব আগামীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে ইনশাল্লাহ। সাংস্কৃতিক পর্বে চন্দ্রা ব্যানার্জি ড্যান্স গ্রুপ নৃত্য পরিবেশন করে।

এই অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত কনভেনিং কমিটির দায়িত্বে ছিলেন কনভেনর লায়ন রকি আলিয়ান, মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন এফইএমডি রকি, চিফ কো-অর্ডিনেটর লায়ন হারুন ভুইয়া, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর লায়ন আলমগীর খান আলম, কো-অর্ডিনেটর লায়ন আমেনা নেওয়াজ, চিফ লিয়াজোঁ লায়ন ফাহাদ সোলায়মান। মেম্বার হিসেবে ছিলেন লায়ন মোহাব্বত আকন্দ, ডেইজী ইয়াসমিন, লায়ন এ কে এম রফিকুল ইসলাম ভালিম, লায়ন কামরুল মজুমদার, লায়ন মোহাম্মদ পিন্টু আনাম, মোস্তফা রাজ অনিক, লায়ন মোহাম্মদ কে চিশতী, লায়ন গোলাম এন হায়দার মুকুট, লায়ন মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার, লায়ন নিসান, লায়ন আসাদুর রহমান, লায়ন জাহাঙ্গীর জয়, লায়ন আব্দুর রশিদ বাবু ও লায়ন মাসুদ রানা তপন।

গল্প

শেষ বসন্তে

পলি শাহীনা

প্রকৃতির স্কুলে রোজকার মতো পাখিদের ক্লাস চলছে। ওদের কিচিরমিচির ডাকে ঘুম ভাঙে। গ্রীষ্মের রাত খুব ছোট, চড়ুই পাখির মতো একেকটা রাত আসে আর ফুরুত করে উড়ে যায়। পরিচিত ঘর, জানালা, পর্দা, বিছানা, তবুও সবকিছু অন্যরকম, অপরিচিত লাগছে। নিয়মমাফিক বিছানা ছেড়ে এক গ্লাস জল খেয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, নিজেকে দেখতেও ইচ্ছে করছে না। কোন কিছুই ভালো লাগছে না। আজকাল জীবন কেন জানি খুব এলোমেলো ঠেকছে। মধ্য জীবনের সংকট তো পার হয়ে এসেছি, তো এই কোন সংকটে ভুগছি, তাও বুঝি না। বেশ কিছুদিন ধরে একদম নেতিয়ে আছি, বুঝতে পারি। মোমবাতি নিভে গেলে যেমন একটা ধোঁয়া ওড়ে ঠিক সেরকম ধোঁয়া যেন উড়ছে আমার চারপাশে, সঙ্গে পোড়া গন্ধ। বুকের ভেতরটা কী তবে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে? মামুনের বাজখাঁই শব্দ ভেসে আসে কানে। ও নেই আমার জীবনে, তবে কোথা হতে এই সাতসকালে ওর স্বর এসে বিঁধছে আমার কানে? হাওয়ার শরীরে কী শব্দ লেগে থাকে? সেসব শব্দরা কী হাওয়ায় ওড়ে? না কী আমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে? ঠিক বুঝতে পারি না। চোখজোড়া বুঁজে পুনরায় বিছানায় নিস্তেজ শরীর এলিয়ে দিই। তাতেও নিস্তার পাই না। বোজা চোখের পর্দায় ফুটে উঠে ফেলে আসা অতীতের যন্ত্রণাদায়ক সব ছবি। যতই ভুলে থাকতে চাই বন্ধ চোখে ফেলে আসা সময় ততই সহজ হয়ে ধরা দেয়।

'বই পড়ার এই বাতিক ছাড়ো, এসব বই পড়ে কী হয়? পেটে খাবার জোটে? আমার বাড়িতে বই পড়া চলবে না।' মামুনের সেদিনের কথাগুলো আমার মনের ভেতর পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়। প্রতিবাদ করতেও ইচ্ছে করে নি। নিঃস্তব্ধ আমি বড় বড় চোখ মেলে শূন্যে তাকিয়ে ছিলাম শুধু।

'যদি সাহিত্য চর্চা করো তবে তোমার সঙ্গে আমি থাকব না'। তোতাপাখির মতো রাতদিন ওই একটাই বুলি ছিল মামুনের মুখে। ওকে বলেছিলাম, বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে, ঘরের সব কাজ সামলে লেখালেখি করি, পড়ি। আমার সাহিত্য চর্চা কী আমাদের যাপিত জীবনে কোন সমস্যা তৈরি করছে? এই প্রশ্নের জবাবে ও বলেছিল, 'বানিয়ে বানিয়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখা মিথ্যাচারের সমান। মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। আমার ঘরে থেকে তোমার সাহিত্য চর্চার জন্য আমি দোজখে যাব। সোজা কথা, আমার বাড়িতে থেকে সাহিত্য চর্চা করা যাবে না'। ওর এমন উত্তর শুনে আমি পাথর হয়ে যাই। যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায় না, তা বড় কষ্টের। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়। আসলে দাম্পত্য জীবনে ছাড় দিতে দিতে ততদিনে আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম। নিজের বলতে কিছুই ছিল না। বাচ্চারা যার যার কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠিত, ব্যস্ত। মামুন ব্যবসায়িক কাজে সকাল থেকে মাঝরাত অবধি বাইরে থাকে। ওর একদণ্ড সময় নেই আমার জন্য। কবে দুজনে একসঙ্গে বসে খেয়েছি, সময় কাটিয়েছি, চোখে চোখ রেখেছি, চেষ্টা করেও মনে করতে পারি নি। একাকী জীবনে আমি লেখাপড়ার বুকে আশ্রয়

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

বিশ্বপ্রকৃতির কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

রওশন হাসান

'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquillity...'

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ১৭৭০ সালের ৭ই এপ্রিল ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলীয় ঢালু হ্রদ এলাকার ককারমাউথ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও মাতা অ্যান ক্রুকসান দম্পতির পাঁচ সন্তানের মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন দ্বিতীয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বাবার কাছে মিলটন, শেক্সপিয়র ও স্পেনসারের কবিতা শিখতেন। ককারমাউথে পড়ালেখা করলেও নানাবাড়ি কাম্বারল্যান্ডের পেনরিলেও তিনি মাঝে মাঝে বসবাস করতেন। ১৭৭৮ সালে মায়ের মৃত্যুর পর ওয়ার্ডসওয়ার্থকে হকসহেড গ্রামার স্কুলে পাঠিয়ে দেন তার বাবা। ১৭৯১ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ফরাসি বিপ্লবের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। মূলত ফরাসি বিপ্লবের 'সাম্য ও মৈত্রী' আদর্শের বাক্য অনুধাবন করে তারুণ্যে বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন তিনি। ছুটে যান ফ্রান্সে। তবে এ আকর্ষণ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আটাশ বছর বয়সের আগেই বিপ্লবের নীতি ও আদর্শের বিপথগামী পরিস্থিতি দেখে দারুণভাবে মর্মাহত হন তিনি। বিশেষত ১৭৯২ সালের 'সেপ্টেম্বর ম্যাসাকার' ঘটনায় পিচাশপ্রতীম উল্লাসে মানুষ হত্যা এবং অমানবিক ধ্বংসলীলার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে তার চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তিনি ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। ফিরে এসে প্রকট আর্থিক সংকটে পড়েন তিনি। এ সময়ে রাইজল কার্লভার্ট নামে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন ওয়ার্ডসওয়ার্থকে এবং কাব্যসাধনায় মগ্ন হওয়ার জোর পরামর্শ দেন। পাশে এসে দাঁড়ান বোন ডরোথি। অল্পদিনের মধ্যেই পরিচিত হন ইংরেজি সাহিত্যের আরেক দিকপাল, তারুণ্যের কবি স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজের সঙ্গে। গবেষকদের মতে,

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

এ সপ্তাহের কবিতা

বেদনার চিরকুট
এবিএম সালেহ উদ্দীন

আগস্ট মাসটি এলে
বুকের পাঁজরে শুরু হয় ধুকধুকানি
সার্কাসের রোগা হরিণের মতো ঝিমুতে থাকি
ঘুমন্ত প্রহরে তখন কে যেন হাত বুলায়:
'খোকন সোনা বলি শোন, থাকবে না আর দু:খ কোন
মানুষ যদি হতে পারো..।'
তৃপ্তির নিঃশ্বাসে স্বম্বিত হই, অবাক হয়ে দেখি
স্নিগ্ধ পরশে আলোর ঝলক, আমার মায়ের শুভ্রহাসি।
স্মৃতি স্মরণে 'সোনার তরী'তে ভেসে আসে
'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি...।'
আগস্ট মাসটি এলে
নীলিমায় ঝরে শোকের রেণু
রক্তপলাশে জ্বলে উঠে আগুনের ফুলকিরা
তর্জনী তরঙ্গে সেই কণ্ঠধ্বনি
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
নক্ষত্রের রাতে মাদলকণ্ঠে ঝংকৃত হয়-
'বলো বীর, চির উন্নত মম শির',
'কারার ঐ লৌহ কপাট/ভেঙে ফেল কর রে লোপাট'।
আগস্ট মাসটি এলে
হিংস্রতার ঘাড়ে ওঠে নেকড়েগুলো!
ইঁদুরের লাফালাফিতে ভেঙে যায় মন
কেঁপে ওঠে বাংলাদেশ।
বিষন্নতার নীলাভ ব্যথায় কত কান্না, কত হাহাকার
কাঁটাতারে ঝুলে থাকে ফেলানীর লাশ।
অথচ
ক্ষমতার উল্লাসে যারা আঙুল ফুলে কলাগাছ!
তারা ভুলে যায় সব, ভুলে যায় নায়কের কথা!
আগস্ট মাসটি এলে
নীলিমায় ওড়ে 'আসাদের শার্ট', তেলেমেকাস',
'বর্ণমালা, আমার দু:খিনী বর্ণমালা...।'
বেদনার কৃষ্ণচূড়ায় আরও কত রক্তজবা...
আমি তাকাতে পারি না
রজনীর অন্ধকারে গ্রাস হই আমি
বিষন্ন আঁধারে যখন
ফিলিস্তিনি শিশুরা ফুল হয়ে দেখা দেয় নির্জন মরুতে
স্তন্যপায়ী শিশু থুবড়ে পড়ে নাফ নদীর ঘোলাজলে
আমি কি তখন ঠিক থাকতে পারি?
যখন রাক্ষুসে বোমা, ক্রসফায়ারে আক্রান্ত মাতৃদেশ
দিগন্ত জুড়ে ফোরাতের শোণিতধারা!
এইসব দেখে দেখে ভালোবাসার রৌদ্রকণায়
জন্মভূমির নরম মাটিতে তবু আমি বর্ণমালার বীজ বুনি
যখন শুনি,
'কানা মামুদের উড়াল কাব্যে' পোষা দোয়েলের শিস
আমি নয়ন ভরে দেখি বাংলার রূপ ।
বিস্তীর্ণ ময়দানের মৌ মৌ গন্ধে অবলোকন করি
'ছোট-খাটো সংসারে গেরুবাজ কপোতের বাসা'।
আগস্ট মাসটি এলে-
'পরানের গহীনে কে যেন রুমাল নাড়ে'
স্মৃতির পালকে ভাসে
'শ্রাবণে মেঘের দিন', নুহাশপল্লীর 'সবুজ ছায়া'
রোদেলা দুপুরে মহাসড়কের বুক চিরে
'উত্তরাধিকার' সূত্রে ছুটে যাই চিরচেনা গ্রামে
হৃদয়সেতারে বাজে সুর
'দীর্ঘ সরু, পিচ্ছিল রাস্তায়
কত ধাপ ভাঙতে হবে...'
আবছা আঁধারে কানে কানে বলে;
'আমার চন্দনগুলো পৌঁছে দাও'।
আগস্ট মাসটি এলে-
শরতের লালচে আভায় উড়ে যায় রক্তাভ মেঘ
বত্রিশ থেকে সারা বাংলায়।
এই তো জীবন; কিছু শোক ও কান্নার অহোরাত্রি
আমি বারবার ছুটে যেতে তাই মায়ের কাছে
বিষম আঁধারের নিঃসঙ্গতায়
আমি কাঁদতেও পারি না!
এই তো জীবন; অশ্রুত বাংলায়
ভেজা বাতাসের গন্ধে সবকিছু সহজ, সবকিছু কঠিন!
যেখানে ছেঁড়া কাগজের চিরকুটে লেখা হয়
শোক ও বেদনার কথা, কফিনে ভাসে রক্তের দাগ
শীর্ণ ঋতুর ছায়াপথে, রুদ্ধশ্বাসের অশ্রুডানায়।
তবু
সেই মাটি, সেই মানুষ ও জনপদের
অনেক কিছুই চেনা চেনা লাগে ...।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

মেসবাড়ি
অভীক বসু

একটি ছেলে অঙ্ক কষে
বারান্দাতে
পাশের ঘরে তবলা বাজায়
নারানদাতে
তার উপরে গলা সাধেন
বীরেশবাবু
সেই ছেলেটির অঙ্ক কষা
একটু কাবু
ভক্তমানুষ সুরেন গোঁসাই
ঘন্টা বাজায়
সাতসকালে ফুল দিয়ে সে
ঠাকুর সাজায়
ঘরের কোণায় বৈঠকি মারে
পাগলা ভোলা
প্রাতরাশে চারখানা ডিম
সেদ্ধ ছোলা
নানান লোকের হয় সমাবেশ
মেসবাড়িতে
কেউ বা চেঁচায় নুন হয়নি
তরকারিতে
মাছের বাজার মেস বাড়িটার
করুণ দশা
ছেদ পড়ে না সেই ছেলেটার
অঙ্ক কষা।

লেখক: কবি ও ছড়াকার, কলকাতা।

প্রবীণের অহংকার তারুণ্যের জয়গান
৩৭তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৩
টরোন্টো, কানাডা
37th FOBANA
CONVENTION-2023
TORONTO, CANADA
Federation of Bangladeshi Associations in North America Inc.
FOBANA
SI Tutul
Balam
Rizia Parveen
Rano Nawaz
Laboni
Anik Raj
Khandaker Ismail
নৃত্যশিল্পী
Adnan
Wahid Azad
Date
September 1,2,3
Friday
Saturday
Sunday
দেশের এবং নিউইয়র্ক/টরন্টোর গুণী শিল্পীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
Venue: Sheraton Centre Toronto Hotel
123 Queen street west, Toronto, ON M5H2M9
(Infront of Toronto City Hall & Eaton Centre)
Hotel Booking & Stall
647-981-1124, 6477627824
Contact
Chairman : 416-414-9322
Convenor : 647-981-1124
Member Secretary : 647-482-7262
Ali Imam
Shah Nawaz
Abul Azad
Remon Islam
Host: Bangladeshi Canadian Friendship Society Inc.
Co-Host: Ban-Can Youth Organization inc

হাসিনার ডাকে সাড়া ওবামা-হিলারীর

১ পৃষ্ঠার পর

প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বিবৃতিদাতাদের ড. ইউনূসের মামলার নথি পর্যালোচনা করে দেখার আহ্বান জানালে এতে সাড়া দিয়েছেন ওবামা ও হিলারী। ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিচারকাজ পর্যবেক্ষণে ঢাকায় আসতে চান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও হিলারি ক্লিনটন। তিনি বলেন, 'ওনাদের (ওবামা ও হিলারি) জানানো হয়েছে, ওনারা এ ইন্টারভিউ সম্পর্কে জেনেছেন; কিন্তু ওনাদের আসতে হলে তো বিচার শেষ করে দিয়ে ডাকলে হবে না।'

গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন ড. ইউনূস প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আদালতকে ভয় পেলে চলবে না। আইন নিজস্ব গতিতে চলবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার কোনো বিবৃতিতে প্রভাবিত হবে না। ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা আইন অনুযায়ী চলবে। বিবৃতিদাতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিবৃতি না দিয়ে বিশেষজ্ঞ পাঠান, আইনজীবী পাঠান। দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র ঘেঁটে দেখুন অন্যায় আছে কিনা। সবকিছুই আইন মতো চলে।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার বিচার স্থগিত ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবর ১০০ জনের বেশি নোবেল বিজয়ীসহ ১৬০ বিশ্বনেতা খোলা চিঠি লিখেছেন। পরবর্তীতে এতে আরও ১৬ বিশ্বনেতাসহ ২৩ জন স্বাক্ষর করায় এই সংখ্যা বেড়ে ১৮৩ জনে দাঁড়িয়েছে।

রেজাল্টস অ্যান্ড সিভিক কারেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ডেলি-হ্যারিস নামে একজন চিঠিটি প্রকাশ করেছেন। এর আগে চলতি বছরের মার্চে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ৪০ বিশ্বনেতা খোলাচিঠি লিখেছিলেন।

চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস-হোর্তা, আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুনের মতো বিশ্বনেতারা।

চিঠিতে বলা হয়, আমরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, নির্বাচিত কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের নেতার পাশাপাশি বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে লিখছি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে আপনাদের জাতি যেভাবে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে আমরা তার প্রশংসা করি। কিন্তু, সম্প্রতি বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি যে হুমকি দেখেছি তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা বিশ্বাস করি যে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হওয়া এবং নির্বাচনে প্রশাসন দেশের সব বড় দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগের দুটি জাতীয় নির্বাচনে বৈধতার অভাব ছিল।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে হুমকি আমাদের উদ্বিগ্ন করে তা হলো নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মামলা। আমরা উদ্বিগ্ন যে, সম্প্রতি তাকে টার্গেট করা হয়েছে। এটা ক্রমাগত বিচারিক হয়রানি বলেই আমাদের বিশ্বাস। এর আগে ৪০ জন বিশ্বনেতা তার নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার কাছে যে আবেদন করেছিলেন এই চিঠিটি তার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলারই চেষ্টা।

আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে, আপনি অবিলম্বে অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে বর্তমান বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত করুন। তারপর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সহ আপনার দেশের মধ্য থেকে নিরপেক্ষ বিচারকদের একটি প্যানেল দ্বারা অভিযোগের পর্যালোচনা করা হবে। আমরা নিশ্চিত যে, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী এবং শ্রম আইনের মামলাগুলোর যে কোনও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার করলে তিনি খালাস পাবেন।

আপনি জানেন যে, 'কীভাবে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ আন্তর্জাতিক অগ্রগতির জন্য একটি শক্তি হতে পারে' এ নিয়ে প্রফেসর ইউনূসের কাজ আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণামূলক।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশিরা কীভাবে বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন তিনি তার একটি প্রধান উদাহরণ। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি তিনি যেনো নিপীড়ন বা হয়রানি মুক্ত হয়ে তার উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

চিঠির শেষে বলা হয়েছে, আমরা আশা করি, আপনি এই আইনি সমস্যাগুলো সমীচীন, নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে সমাধান করবেন। এর পাশাপাশি আগামী দিনে একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন এবং সব ধরনের মানবাধিকার নিশ্চিত করবেন। আগামী দিনগুলোতে কীভাবে এই বিষয়গুলো সমাধান করা হয় তা গভীরভাবে নজরে রাখার জন্য আমরা বিশ্বের লাখ লাখ উদ্বিগ্ন নাগরিকদের শিবিরে যোগ দেব।

অক্টোবর থেকে ছাত্রদের ঋণ পরিশোধ

১ পৃষ্ঠার পর

হবে। করোনার কারণে ১৩ মার্চ ২০২০ থেকে স্টুডেন্ট লোন গ্রহীতাদের সুদ ও কিস্তি কোনটাই দিতে হচ্ছিল না। সাড়ে ৪ কোটি আমেরিকান এই স্টুডেন্ট ঋণ গ্রহীতা। সংখ্যার দিক দিয়ে মর্টগেজ লোনের পরই এই স্টুডেন্ট লোন গ্রহীতাদের স্থান। করোনার সময় থেকে গত প্রায় সাড়ে তিন বছর স্টুডেন্ট লোনের ওপর সুদ বা কিস্তি কোনটাই দিতে হয়নি। সাড়ে ৪ কোটি আমেরিকান ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের লোনের ওপর বিনা সুদের সুবিধা পেয়ে আসছিলেন। পরবর্তীতে বাইডেন প্রশাসনের আমলে আটবার লোন রিপেমেন্ট স্থগিত করা হয়েছে।

কিন্তু কংগ্রেসের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩১ সেপ্টেম্বর থেকে লোন পেমেন্টের স্থগিতাদেশ অকার্যকর হয়ে গেছে। অবশ্য প্রেসিডেন্ট চাইলে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তা বাড়াতে পারতেন। তবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন তা করেননি। এর আগে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত স্টুডেন্ট লোন মাফ করবার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চ আদালত লোন মওকুফের ঘোষণাকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ লোন গ্রহীতাদের অবিলম্বে 'লোন সার্ভিসার'দের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছে। এতে তারা পেমেন্ট প্ল্যান নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাবেন। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৫ জনে একজন ছাত্র ঋণ গ্রহীতা। লোন সার্ভিসার প্রতিষ্ঠানগুলো সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই চিঠি ছাড়তে শুরু করবে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, লোন পেমেন্টের ৩০ দিন আগেই তারা চিঠি পাবেন। গত ৩ বছরে যারা ফেডারেল লোন নিয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করেছেন তাদেরকে আজ অবধি কোন লোন পেমেন্ট করতে হয়নি। অক্টোবরেই তাদেরকে প্রথমবারের মতো লোন পরিশোধের মুখোমুখি হতে হবে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০২১ সালে এক নির্বাহী আদেশে ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত স্টুডেন্ট লোন মওকুফের নির্বাহী আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশটি আমেরিকানদের কাছে ছিল খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু রিপাবলিকানরা এই জনপ্রিয় আদেশের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়। তারা অভিযোগ করেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাহী আদেশে হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার মওকুফ করতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্ট দীর্ঘ শুনানী শেষে প্রেসিডেন্টের আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে। আর এর ফলে কোটি আমেরিকানকে অক্টোবর থেকে স্টুডেন্ট লোন পরিশোধের পথে হাঁটতে হবে।

৩৭তম ফোবানার উদ্বোধন আজ

১ পৃষ্ঠার পর

হোসেন খান, কাজী আজম, ফরিদ আহমেদ, নিশান রহিম, রানো নেওয়াজ ও মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ।

গত বুধবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ পার্টি হলে ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি ২০২৩ ও টরন্টো কনভেনশন কমিটি ২০২৩ এর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ফোবানা সম্মেলনের প্রস্তুতির ওপর বক্তব্য রাখেন। এতে উপস্থিত ছিলেন ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান আলী ইমাম সিকদার, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ, আইন চেয়ারম্যান কাজী আজম, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য মোহাম্মদ হোসেন খান, জিল্লুর রহমান জিলু, ফিরোজ আহমেদ ও নিশান রহিম, টরন্টো ফোবানা কনভেনশন কমিটির ২০২৩ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, কনভেনর আবুল আজাদ, মেম্বার সেক্রেটারি রিমন ইসলাম ও কো চেয়ারম্যান আহাদ খোন্দকার। সংবাদ সম্মেলনে মডারেটরের দায়িত্ব পালন ও লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শাহ নেওয়াজ। কানাডার টরন্টো থেকে আগত মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, আবুল আজাদ, রিমন ইসলাম ও আহাদ খোন্দকার নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেন ও হোস্ট সিটি টরন্টোর প্রস্তুতি তুলে ধরেন।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কানাডার টরন্টো শহরে 'দ্যা শেরাটন সেন্টার টরন্টো হোটেলে' ৩৭তম ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে টরন্টোর সাবেক ডেপুটি মেয়র ও বর্তমান কাউন্সিলর মাইকেল থমাস আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। ফোবানার মূল অনুষ্ঠানগুলো শুরু হবে ২ সেপ্টেম্বর থেকে। তা চলবে রোববার ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মতি প্রদান করেছেন কানাডার প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিল ব্লেয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন সালমা জাহিদ এমপি। অনুষ্ঠানে দেশিবিদেশী অতিথিরা বক্তব্য রাখবেন। শনি ও রোববার বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হবে। 'প্রবীনের অহংকার তারুণ্যের জয়গান' শ্লোগান নিয়ে ফোবানা কনভেনশনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে। গঠিত হয়েছে ফোবানা কনভেনশন ২০২৩ পরিচালনা পরিষদ। যাদের মধ্যে রয়েছেন চেয়ারম্যান: মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া, কনভেনর: আব্দুল আজাদ ও মেম্বার সেক্রেটারি: রিমন ইসলাম, প্রধান পৃষ্ঠপোষক: ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রেজাউর রহমান, চিফ কনসালটেন্ট: মাহবুবুর রব চৌধুরী, চিফ এডভাইজার: নজরুল ইসলাম মিন্টু ও চীফ কো অর্ডিনেটর: আহমেদ হোসেন। পুরো কনভেনশনের দেখভাল করছেন ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আলী ইমাম, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি শাহ নেওয়াজ ও আইন চেয়ারম্যান কাজী আজমসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

কনভেনশনে অংশগ্রহণকারি শিল্পীরা হলেন এস আই টুটুল, বাপ্পা, রিজিয়া পারভিন, রানো নেওয়াজ, মোস্তফা অনিক রাজ, লাবনী, একে আজাদ, খোন্দকার ইসমাইল ও ফরহাদ আদনান প্রমুখ। এছাড়াও নিউইয়র্কের নৃত্যশিল্পীরা বিশেষ নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন। নৃত্যানুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ 'চন্দ্রা ব্যানার্জি গ্রুপ'। টরন্টোসহ কানাডার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরাও সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেবেন।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন ও তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই ফোবানার মূল লক্ষ্য। আর এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারেন সাংবাদিকরাই। এ মহতি কাজকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে ফোবানার এ সম্মেলনে যোগদান করে স্বচ্ছ ও বাস্তবভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদানে যারা ভূমিকা রাখছেন তাদেরকে আপনাদের লেখনী ও প্রচারের মাধ্যমে সহযোগিতার অনুরোধ রইলো। আগত সম্মেলনের সকল সংবাদ আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করে সহযোগিতা করুন।

লিখিত বক্তব্য শুরুর আগে শাহ নেওয়াজ বলেন, ফেবানা ও ফোবানা কনভেনশনের আইনগত বৈধতা আমাদের হাতে। গত ৪টি বছর ধরে আমরা স্টেট ও ফেডারেলের নিয়ম মেনে ট্যাক্সও প্রদান করছি। ফোবানার ট্রেড মার্কের জন্য আবেদনও করা হয়েছে। শীঘ্রই আমরা তা পেয়ে যাব। ফোবানা কনভেনশন বললেই আমাদের ফোবানাকেই বুঝতে হবে।

বৃহস্পতিবার ৩১ আগষ্ট নিউইয়র্ক থেকে টরন্টো ফোবানার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়ার সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি আজকালকে বলেন, সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পন্ন। সম্মেলন উদ্বোধনের ঐতিহাসিক শুভ মুহূর্তটির জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। হাজার মানুষের উপস্থিতিতে ফোবানার ৩৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্মেলনে সুনির্দিষ্ট ৪টি বিষয়ের ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে গঙ্গা ও তিস্তার পানি ইস্যু, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, ইমিগ্রেশন এবং প্রবাসীদের জন্য ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রাপ্তির সমস্যা।

আরো চারটি ফোবানা সম্মেলন

টরন্টোর শেরাটন সেন্টার হোটেলে আয়োজিত ফোবানার মূল আসরের বাইরে ফোবানার নামে আরো চারটি সম্মেলন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন স্থানে এই একই লেবার ডে উইকএন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টরন্টোতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে গিয়াস আহমেদের নেতৃত্বাধীন ফোবানার একটি অংশের সম্মেলন। একই সঙ্গে কানাডার মন্ট্রিয়লেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর একটি ফোবানা সম্মেলন। অন্য আরো দুটি ফোবানা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি এবং টেক্সাসের ডালাসে।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া ১০৪ নোবেলজয়ী ও ৭৯ বিশ্বনেতার তালিকা

শান্তিতে নোবেল জয়ী:

১. বারাক ওবামা, ২০০৯
২. হোসে রামোস-হোর্তা, ১৯৯৬
৩. মাইরেড কোরিগান-ম্যাগুয়ার, ২০১১
৪. শিরিন এবাদি, ২০০৩
৫. লেইমাহ রবার্টা গোবি, ২০১১
৬. অ্যালবার্ট আর্নল্ড গোর জুনিয়র, ২০০৭
৭. তাওয়াক্কোল কারমান, ২০১১
৮. ডেনিস মুকওয়েগে, ২০১৮
৯. নাদিয়া মুরাদ, ২০১৮
১০. মারিয়া রেসা, ২০২১
১১. অস্কার আরিয়াস সানচেজ, ১৯৮৭
১২. হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস, ২০১৬
১৩. রিগোবার্তা মেনচু তুম, ১৯৯২
১৪. জোডি উইলিয়ামস, ১৯৯৭

রসায়নে নোবেল জয়ী:

১৫. পিটার অ্যাগ্রে, ২০০৩
১৬. টমাস আর চেক, ১৯৮৯
১৭. মার্টিন চালফি, ২০০৮
১৮. এমানুয়েল শারপেন্তিয়ে, ২০২০
১৯. অ্যারন চিচানোভার, ২০০৪
২০. জোহান ডিসেনহোফার, ১৯৮৮
২১. জ্যাক ডুবোশেট, ২০১৭
২২. ইওয়াখিম ফ্রাংক, ২০১৭
২৩. ওয়াল্টার গিলবার্ট, ১৯৮০
২৪. অ্যালান হিগার, ২০০০
২৫. রিচার্ড হেন্ডারসন, ২০১৭
২৬. ডাডলি আর হের্শবাখ, ১৯৮৬
২৭. আভ্রাম হার্শকো, ২০০৪
২৮. রোয়াল্ড হফম্যান, ১৯৮১
২৯. রবার্ট হুবার, ১৯৮৮
৩০. মার্টিন কারপ্লাস, ২০১৩
৩১. ব্রায়ান কে কোবিলকা, ২০১২
৩২. ইউয়ান টি লি, ১৯৮৬
৩৩. রবার্ট জে লেফকোভিটস, ২০১২
৩৪. জঁ-মারি লেন, ১৯৮৭
৩৫. মাইকেল লেভিট, ২০১৩
৩৬. টমাস লিন্ডাল, ২০১৫
৩৭. পল এল মড্রিচ, ২০১৫
৩৮. জন সি পোলানি, ১৯৮৬
৩৯. জঁ পিয়েরে শভাজ, ২০১৬
৪০. স্যার জন ই ওয়াকার, ১৯৯৭
৪১. আরিয়েহ ওয়ারশেল, ২০১৩
৪২. স্যার গ্রেগরি পি উইন্টার, ২০১৮

অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী:

৪৩. অলিভার হার্ট, ২০১৬
৪৪. ফিন ই কিডল্যান্ড, ২০০৪
৪৫. পল আর মিলগ্রম, ২০২০
৪৬. এডমন্ড ফেল্পস, ২০০৬
৪৭. অ্যালভিন ই রথ, ২০১২
৪৮. ভার্নন এল স্মিথ, ২০০২
৪৯. জোসেফ ই স্টিগলিৎজ, ২০০১

সাহিত্যে নোবেল জয়ী:

৫০. জে এম কোয়েটজি, ২০০৩
৫১. হার্টা মুলার, ২০০৯
৫২. ওরহান পামুক, ২০০৬
৫৩. ওলে সোয়িঙ্কা, ১৯৮৬

চিকিৎসায় নোবেল জয়ী:

৫৪. হার্ভে জে অল্টার, ২০২০
৫৫. ডেভিড বাল্টিমোর, ১৯৭৫
৫৬. ফ্রাঁসোয়া ব্যরে-সিনোসি, ২০০৮
৫৭. মাইকেল বিশপ, ১৯৮৯
৫৮. এলিজাবেথ এইচ ব্ল্যাকবার্ন, ২০০৯
৫৯. উইলিয়াম সি ক্যাম্পবেল, ২০১৫
৬০. পিটার সি ডোহার্টি, ১৯৯৬
৬১. জেফরি কনর হল, ২০১৭
৬২. লেল্যান্ড এইচ হার্টওয়েল, ২০০১
৬৩. জুলস এ হফম্যান, ২০১১
৬৪. তাসুকু হোনজো, ২০১৮
৬৫. রবার্ট হরভিটজ, ২০০২
৬৬. স্যার মাইকেল হাউটন, ২০২০
৬৭. ক্রেইগ সি মেলো, ২০০৬
৬৮. এডভার্ড মোজার, ২০১৪
৬৯. মে-ব্রিট মোজার, ২০১৪
৭০. স্যার পল এম নার্স, ২০০১
৭১. আরডেম পাটাপুটিয়ান, ২০২১
৭২. স্যার পিটার জে র‍্যাটক্লিফ, ২০১৯
৭৩. চার্লস এম রাইস, ২০২০
৭৪. স্যার রিচার্ড জে রবার্টস, ১৯৯৩
৭৫. মাইকেল রসবাশ, ২০১৭
৭৬. গ্রেগ এল সিমেঞ্জা, ২০১৯
৭৭. হ্যামিল্টন ও স্মিথ, ১৯৭৮
৭৮. জ্যাক জাসু সোস্টাক, ২০০৯
৭৯. হ্যারল্ড ই ভার্মাস, ১৯৮৯
৮০. এরিক এফ উইশাউস, ১৯৯৫
৮১. টর্স্টেন এন উইসেল, ১৯৮১
৮২. মাইকেল ডাবু ইয়াং, ২০১৭

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল জয়ী:

৮৩. ব্যারি ক্লার্ক বারিশ, ২০১৭
৮৪. স্টিভেন চু, ১৯৯৭
৮৫. আন্দ্রে গেইম, ২০১০
৮৬. শেলডন গ্লাশো, ১৯৭৯
৮৭. ডেভিড জে গ্রস, ২০০৪
৮৮. জন এল হল, ২০০৫
৮৯. তাকাকি কাজিতা, ২০১৫
৯০. অ্যান্টনি জে লেগেট, ২০০৩
৯১. জন সি ম্যাথার, ২০০৬
৯২. মিশেল মেয়র, ২০১৯
৯৩. আর্থার বি ম্যাকডোনাল্ড, ২০১৫
৯৪. কনস্টান্টিন নোভোসেলভ, ২০১০
৯৫. জর্জিও প্যারিসি, ২০২১
৯৬. জেমস পিবলস, ২০১৯
৯৭. রজার পেনরোজ, ২০২০
৯৮. উইলিয়াম ডি ফিলিপস, ১৯৯৭
৯৯. এইচ ডেভিড পলিটজার, ২০০৪
১০০. ব্রায়ান পি শ্মিট, ২০১১
১০১. হর্স্ট এল স্টর্মার, ১৯৯৮
১০২. ড্যানিয়েল সি সুই, ১৯৯৮
১০৩. কার্ল ই উইম্যান, ২০০১
১০৪. ডেভিড জে ওয়াইনল্যান্ড, ২০১২

নির্বাচিত কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি:

১০৫. আবদুল আজিজ আল তাওয়াইজরি, আইএসইএসসিওর মহাপরিচালক (১৯৯১-২০১৯)
১০৬. এনজো আমেন্ডোলা, পার্লামেন্ট মেম্বার, ইতালি এবং সাবেক ইউরোপীয় বিষয়ক মন্ত্রী
১০৭. বান কি মুন, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব
১০৮. লরা বোল্ড্রিনি, ইতালির পার্লামেন্টের সাবেক প্রেসিডেন্ট
১০৯. বোনো, সংগীতশিল্পী ও অধিকারকর্মী
১১০. ফুমিক্স ব্রাদিশ, মলদোভার প্রধানমন্ত্রী (১৯৯৯-২০০১)
১১১. স্যার রিচার্ড ব্র্যানসন, প্রতিষ্ঠাতা, ভার্জিন গ্রুপ
১১২. জ্যাসপার ব্রোডিন, সিইও, ইংকা গ্রুপ (আইকেইএ)
১১৩. শরন বারো, সাবেক জিএস, আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন
১১৪. ক্যাথি ক্যালভিন, সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সিইও, ইউএন ফাউন্ডেশন
১১৫. হিলারি ক্লিনটন, সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১১৬. এমিল কনস্ট্যান্টিনেস্কু, রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট (১৯৯৬-২০০০)
১১৭. মিরকো চেভকোভিচ, সার্বিয়ার প্রধানমন্ত্রী (২০০৮-২০১২)
১১৮. স্যাম ডেলি-হ্যারিস, প্রতিষ্ঠাতা, রেজাল্টস অ্যান্ড সিভিক কারেজ
১১৯. মারিয়ান রাইট এডেলম্যান, প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট ইমেরিটা, চিলড্রেন্স ডিফেন্স ফান্ড
১২০. মারিয়া ফার্নান্দা এস্পিনোসা, জাতিসংঘের ৭৩তম সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট
১২১. আমিনাহ গুরিব ফাকিম, মরিশাসের প্রেসিডেন্ট (২০১৫-২০১৮)
১২২. ক্রিস্টিয়ানা ফিগারেস, জাতিসংঘের সাবেক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নির্বাহী সচিব
১২৩. ওয়াল্টার ফাস্ট, সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশনের মহাপরিচালক
১২৪. পিটার গ্যাব্রিয়েল, সংগীতশিল্পী
১২৫. রন গ্যারান, নাসার সাবেক মহাকাশচারী
১২৬. কুল গৌতম, ইউনিসেফের সাবেক উপ-নির্বাহী পরিচালক ও জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল
১২৭. পামেলা গিলিস, সাবেক উপাচার্য এবং অধ্যাপক ইমেরিটাস, গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়
১২৮. গোল্ডমার্ক জুনিয়র, সাবেক সিইও, রকফেলার ফাউন্ডেশন এবং ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন
১২৯. বিচারপতি রিচার্ড গোল্ডস্টোন, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক বিচারক এবং সাবেক যুগোস্লাভিয়া ও রুয়ান্ডার জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রধান প্রসিকিউটর
১৩০. ড. জেন গুডাল, ডিবিই, প্রতিষ্ঠাতা, জেন গুডাল ইনস্টিটিউট এবং শান্তির জাতিসংঘের দূত
১৩১. ম্যাটিস গ্রানরিড, মহাপরিচালক, ডিএসএমএ
১৩২. জন হিউকো, সিইও, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল
১৩৩. আতিকুর রহমান, আইন চেয়ারম্যান, রোশ হোল্ডিং এজি
১৩৪. আরিয়ানা হাফিংটন, প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, থ্রাইভ গ্লোবাল
১৩৫. মো. ইব্রাহিম, উদ্যোক্তা ও মানবহিতৈষী
১৩৬. স্রেদেন ইভানিক, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সাবেক রাষ্ট্রপতি
১৩৭. ব্যারোনেস হেলেনা কেনেডি, হাউস অব লর্ডস ইউকের বেঞ্চ সদস্য
১৩৮. কেরি কেনেডি, প্রেসিডেন্ট, রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস
১৩৯. বিনোদ খোসলা, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট
১৪০. জ্লাতকো লাগুমদজিজা, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সাবেক প্রধানমন্ত্রী
১৪১. অ্যানি লেনক্স, গায়ক, গীতিকার ও অ্যাক্টিভিস্ট
১৪২. ইভস লেটারমে, বেলজিয়ামের সাবেক প্রধানমন্ত্রী
১৪৩. ইগর লুকসিক, মন্টিনিগ্রোর সাবেক প্রধানমন্ত্রী
১৪৪. জর্জি মার্গভেলাশভিলি, জর্জিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৪৫. রেক্সহেপ মেইদানি, আলবেনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৪৬. ফিরো মিস্ত্রনা, জাতিসংঘের উদ্ভাবনী অর্থ ও টেকসই বিনিয়োগ বিষয়ক বিশেষ দূত
১৪৭. নারায়ণ মূর্তি, প্রতিষ্ঠাতা, ইনফোসিস
১৪৮. সুসান নেস, লোর্ড সদস্য, অাইটাল ভয়েসেস গ্লোবাল পার্টনারশিপ
১৪৯. জ্যাকলিন নভোগ্রাটজ, প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, অ্যাকুমেন
১৫০. ফ্রান্সিস মার্টিন ওডোনেল, তোঙ্গাকিয়ার এসএমওএমের রাষ্ট্রদূত
১৫১. জিন ওয়েলওয়াং, প্রতিষ্ঠাতা সিইও এবং প্রেসিডেন্ট, ভার্জিন ইউনাইটেড
১৫২. ডা. মাইকেল অটো, সুপারভাইজরি বোর্ডের চেয়ারম্যান অটো গ্রুপ
১৫৩. ফোকাস পাভর, স্লোভেনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৫৪. রোজেন প্লেভনেলিয়েভ, বুলগেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৫৫. পল পোলম্যান, ব্যবসায়ী
১৫৬. স্যার ম্যালকম রিফকিন্ড কিউসি, সাবেক ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১৫৭. লর্ড জর্জ রবার্টসন, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, ন্যাটো
১৫৮. মেরি রবিনসন, আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী
১৫৯. ইসমাইল সেরাগেলদিন, কো-চেয়ার নিজামী গঞ্জাভি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ১৯৯২-২০০০, আলেকজান্দ্রিয়ার ইমেরিটাস লাইব্রেরিয়ান
১৬০. ওয়েন সিলবি, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, কালভার্ট ফান্ড
১৬১. ইয়াঙ্কলি স্মিথ, অভিনেত্রী
১৬২. শ্যারন স্টোন
১৬৩. পেটার স্টোয়ানভ, বুলগেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৬৪. লাইমডোটা স্ট্রাউজুমা, লাটভিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী
১৬৫. ড. ডেভিড সুজুকি, প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া
১৬৬. বরিস তাডিক, সার্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৬৭. এক টেকেশেলাশভিলি, জর্জিয়ার সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১৬৮. হামদি উলুকায়া, প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান এবং সিইও, চোবানি
১৬৯. রাইমন্ডস ভেজোনিস, লাটভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৭০. মেলান এস ভারভির, জর্জটাউন ইনস্টিটিউট ফর উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটির নির্বাহী পরিচালক জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি
১৭১. ভাইরা ভিকে-ফ্রেইবার্গা, লাটভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৭২. ফিলিপ ভুজানোভিচ, মন্টিনিগ্রোর সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৭৩. ক্যাটেরিনা ইউশচেঙ্কো, ইউক্রেনের সাবেক ফার্স্ট লেডি
১৭৪. ভিক্টর ইউশচেঙ্কো, ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট
১৭৫. নিকোলা জিঙ্গারেত্তি, পার্লামেন্ট মেম্বার, ইতালি

উদ্বিগ্ন নাগরিক:

১৭৬. সুসান ডেভিস, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
১৭৭. রোশনেহ জাফর, লাহোর, পাকিস্তান
১৭৮. ডা. এলিজাবেথ হেরিংটন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
১৭৯. জো আউটারব্রিজ, লিসবন, পর্তুগাল
১৮০. বেথ ম্যালকম, টরন্টো, কানাডা
১৮১. অধ্যাপক ড. মোরশেদ নাসির, বাংলাদেশ
১৮২. লরা মোলেন্ডেল, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
১৮৩. ডা. সাবরিনা শেরজাদ, ট্রনহাইম, নরওয়ে

SUMMER PROGRAM CAMPS
FROM JUNE TO SEPTEMBER
KT KHAN'S TUTORIAL
ADVANCED ENRICHMENT CAMP GRADES 3 - 8
NEW YORK STATE WRITING, ELA, MATH EXAMS
TUESDAY - THURSDAY: IN-PERSON OR
FRIDAY - SUNDAY: DIGITALLY
LEARN NEXT YEAR'S MATERIAL AHEAD OF TIME!
FAMILIES WIN MEDALS AND OFFICIAL CERTIFICATES
SPECIALIZED HIGH SCHOOLS ADMISSIONS TEST (SHSAT)
ENROLLING ALL 6TH, 7TH, & 8TH GRADERS
TUESDAYS - FRIDAYS: BOOTCAMP & WORKSHOPS
SATURDAYS / SUNDAYS: GROUP CLASSES
SHSAT TEST DATE: OCTOBER 2023
NEXT KHAN'S DIAGNOSTIC: JUNE 24, 2023
4,600 ACCEPTANCES! MOST ACCEPTANCES IN NYC!
SAT & COLLEGE ADMISSIONS REGENTS & HIGH SCHOOL SUBJECTS
2023 SAT TEST DATES: JUNE, AUGUST, OCTOBER
TUESDAY - FRIDAY: SAT SUMMER ELITE
SATURDAY - SUNDAY: SAT SUMMER PREMIUM
NEW STUDENTS ALSO RECIEVE OUR KHAN'S SAT BOOKS FOR FREE!
FREE COLLEGE ADMISSIONS WORKSHOPS
FEATURED IN:
WSJ
BBC
SPECTRUM NEWS 1
PBS NEWSHOUR
CALL NOW AT 718-938-9451 OR VISIT KHANSTUTORIAL.COM

বাংলাদেশের ভোট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনা ‘দ্বিচারিতা’: ফ্রাঙ্কেল

৩ পৃষ্ঠার পর

এক সভায় তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা, এমনকি এই ফ্লোরিডার রাজনীতি, প্রশাসন, মানবাধিকার নিয়ে যে অস্থির অবস্থা চলছে, সেখানে যদি আমরা বাংলাদেশের সরকার কিংবা নির্বাচনী ব্যবস্থার সমালোচনা করি, সেটা কি অন্যায় নয়?” ডেমোক্রেটিক পার্টির এই রাজনীতিবিদ বলেন, “আমরা যারা ডেমক্র্যাট, তারা আমেরিকান মূল্যবোধে বিশ্বাস করি এবং সেভাবেই সবকিছু করার চেষ্টায় থাকি। কিন্তু অন্যরা গত নির্বাচনে (যুক্তরাষ্ট্রের) কী করেছে? ব্যালট ব্যবস্থাকে মুছে ফেলতে কী ধরনের জঘন্য ষড়যন্ত্র চালিয়েছে, সেটি কী ভুলে গেলে চলবে? ” সভায় বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমি ক্যাপিটল হিলে ফিরে গিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আবারও কথা বলব- বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন যাতে ব্যাহত না হয়, এমন যে কোনো পরিস্থিতির ওপর যাতে নজর রাখা হয়।” বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের বাকি চার মাস। এই পরিস্থিতিতে ‘সুষ্ঠু নির্বাচন’ আয়োজনের কথা জানিয়ে তৎপর যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা কূটনীতিকরা।

লোইস ফ্র্যাঙ্কেল বলেন, “ইতোমধ্যে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং ১৩ লাখের মত রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আইনের শাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা জেনেছি বিস্তারিতভাবে।” বাংলাদেশি আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব এবং বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি অব ফ্লোরিডার যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় বলে, বাংলাদেশের একটি ওয়েবসাইট এই সংবাদ প্রকাশ করে। পামবিচ কাউন্টি ডেমক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান মিচি কোচ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান, বাংলাদেশি আমেরিকান ডেমক্র্যাটিক ক্লাবের জুনায়েদ আকতার, হাসান জাহাঙ্গীর, ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নান্নু আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক মুজিবউদ্দিন, আসিফ কাজী, ইমতিয়াজ হাসান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তথ্যসূত্র: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম।

যুক্তরাষ্ট্রে ‘সাদা সোনা’র আমদানী কমছে

৩ পৃষ্ঠার পর

সংকটের মধ্যে থাকায় ব্যয়ে কাটছাঁট শুরু করেছেন। ভেনামির তুলনায় বাগদা চিংড়ি কিনতে ২-৩ ডলার পর্যন্ত বাড়তি খরচ করতে হয়, বিধায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ক্রেতারা ভেনামির দিকেই ঝুঁকছেন বেশি। চিংড়িচাষীরা বলছেন, গত কয়েক বছর জলবায়ুর প্রভাব-প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগবালাইসহ নানাবিধ কারণে সম্ভাবনাময় এ শিল্প চরম সংকটে। চিংড়ির পোনা, খাদ্য, শ্রমিকের মজুরি, পরিবহনসহ সব খরচ বাড়লেও উৎপাদিত চিংড়ির দাম সেভাবে বাড়েনি। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এখন মূলধনই টিকছে না প্রান্তিক চাষীদের। ঋণ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। ফলে জীবিকা নিয়ে সংকটে চিংড়ি চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেকেই। অভিযোগ রয়েছে, এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী চিংড়ির ওজন বাড়াতে চিংড়ির ভেতরে বিভিন্ন অপদ্রব্য ঢুকিয়ে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পাঠাচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এ অপচেষ্টা ব্যাপক হারে বেড়েছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন অভিযানে তা ধরাও পড়ছে। সম্প্রতি খুলনাঞ্চল থেকে রপ্তানি করা সাত কনটেইনার চিংড়িতে ক্ষতিকর জীবাণু পাওয়ায় তিন কনটেইনার চিংড়ি ফেরত পাঠিয়েছে আমদানিকারক দেশ আমেরিকা। মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, খুলনার কর্মকর্তা বলেন, ‘খুলনাঞ্চল থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি করা চিংড়িতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, লোহার গুঁড়া ও সিরিঞ্জের নিডল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি কোম্পানির প্রায় তিন কনটেইনার চিংড়ি ফেরত এসেছে।’ বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে বলা হয়, চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ ও জীবাণুর উপস্থিতি রপ্তানি খাতের জন্য অশনিসংকেত। আবার বিশ্ববাজারে চিংড়ির ক্রেতারা এখন কম মূল্যের কারণে ভেনামি জাতের চিংড়ির দিকে ঝুঁকেছে। বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের দেয়া তথ্যমতে, সাত বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কমেছে চিংড়ি রপ্তানি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করা হয় ৪০ হাজার ৭০২ টন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৯ হাজার ৭০৬, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৬ হাজার ১৬৮, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৩ হাজার ৩০৬, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০ হাজার ৩৬ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০ হাজার ৫৭১ টন।

কেন জরুরি প্রতিদিনের কাজের পর্যালোচনা

২১ পৃষ্ঠার পর

ধারণা নিম্নোক্ত হাদিসে পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মানুষ আল্লাহর সামনে এক পা অগ্রসর হতে পারবে না। তা হলো : জীবন কোথায় নিঃশেষ করেছে, যৌবন কোথায় ব্যয় করেছে, সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে? তা কোথায় ব্যয় করেছে? যা জেনেছে তার কতটা আমল করেছে?’ (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬)।

আত্মপর্যালোচনার স্তর: আত্মপর্যালোচনার দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হলো-যেকোনো কাজের আগে পর্যালোচনা করা। কাজটি যদি সাধ্যাতীত হয় তাহলে সে পথে পা না বাড়ানো। আর যদি সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে চিন্তা করবে কাজটি দুনিয়া ও আখিরাতে তার কতটুকু উপকার বয়ে আনবে? যদি সেটি অনর্থক কাজ হয়, তাহলে সেটা ত্যাগ করবে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো অনর্থক বিষয় ত্যাগ করা।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৮)। অতঃপর কাজটি যদি উপকারী হয়, তাহলে কাজটি ইখলাসের সঙ্গে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন হলো কার্যসম্পাদনের পর। ভালো কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোনো ভুল হয়ে গেলে ভুলের জন্য ইস্তেগফার করবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবিহ পড় এবং ইস্তেগফার করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল।’ (সুরা : নাসর, আয়াত : ১-৩)।

আত্মপর্যালোচনা কখন করবে: একজন মুমিন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক কর্মকাণ্ডেরও হিসাব করে থাকে। অতীত জীবন শুধরে ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর করার চেষ্টা করে। ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, ‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ো।’ (বুখারি, হাদিস : ৬০৫৩)।

আত্মপর্যালোচনার প্রতিদান: এ উম্মতের সৎকর্মশীল বান্দারা আত্মসমালোচনা ও আত্মপর্যালোচনা করতেন, ভুলত্রুটির জন্য নিজেকে নিজে তিরস্কার করতেন এবং তাকে নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলা থেকে বিরত রাখতেন। আর এভাবে জীবন অতিবাহিত করার প্রতিদান জান্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যে তার রবের অবস্থানকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে; জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।’ (সুরা : নাজিয়াত, আয়াত : ৪০-৪১)। মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

রোগের নাম মাল্টিপল মায়েলোমা

১৬ পৃষ্ঠার পর

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। রোগের অগ্রবর্তী পর্যায়ে হাড়ের ক্ষয় বাড়তে থাকে। তখন হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়। অনেক সময় নিজে নিজে বা সামান্য চাপে হাড় ভেঙেও যেতে পারে। মেরুদণ্ডের হাড়ের পাশাপাশি এই রোগ কখনো কখনো স্পাইনাল কর্ডকেও আক্রান্ত করে, যার ফলে অনেক সময় রোগীদের পা প্যারালাইজড হয়ে অসাড় হয়ে যেতে পারে।

রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রোগীর শরীরে অস্থিরতা, মাথা ব্যথা, মাত্রাতিরিক্ত পিপাসা, অবচেতন বা অচেতন হয়ে যাওয়া, অস্বাভাবিক আচরণ করা ইত্যাদি সমস্যাও দেখা দেয়। কিডনি আক্রান্ত হওয়া এই রোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ও জটিলতা। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিডনি কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে। অনেক সময় কিডনি সম্পূর্ণ বিকলও হয়ে যেতে পারে।

পরীক্ষা: মাল্টিপল মায়েলোমা সন্দেহ হলে রক্তের রুটিন পরীক্ষার পাশাপাশি, সিরাম ক্রিয়েটিনিন, রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা, প্রস্রাবে বেনজোন্স প্রোটিন, রক্তের প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস, বোন ম্যারো পরীক্ষা, মাথার খুলির হাড়ের এক্স-রে, মেরুদণ্ডের সিটি স্ক্যান ও এমআরআই ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। এসব পরীক্ষা দেখে রক্তে ও মজ্জায় অস্বাভাবিক প্লাজমা কোষ ও অস্বাভাবিক মায়েলোমা প্রোটিনের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। রোগের ধরন ও মাত্রা বুঝতে ইমিউনোফিক্সেশন, ইমিউনোফেনোটাইপ, সাইটোজেনেটিক ইত্যাদি পরীক্ষাও করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মাল্টিপল মায়েলোমার স্টেজ, টাইপ ইত্যাদি নির্ণয় করলে সঠিক চিকিৎসার প্রটোকল নির্ণয় এবং কোন মাত্রার ওষুধ কতটা কাজ করবে সেটি নির্ণয় করা সহজ হয়।

চিকিৎসা: মাল্টিপল মায়েলোমার মূল চিকিৎসা হলো কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপি হলো ক্যান্সার প্রতিরোধক ওষুধ বা চিকিৎসাব্যবস্থা, যা শরীরের অভ্যন্তরে অতি দ্রুত হারে বাড়তে থাকা ক্যান্সার সেল বা কোষগুলোর বৃদ্ধি রোধ করতে সহায়তা করে এবং সেগুলো নির্মূল করে। এই ওষুধগুলো সাধারণত অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলা ক্যান্সার সেল বা কোষগুলোকে ধ্বংস করার মাধ্যমে ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। যদিও কেমোথেরাপির কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, তা সত্ত্বেও এটি মাল্টিপল মায়েলোমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি। আজকাল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমিয়ে আনার মতো চিকিৎসা বা ওষুধ সহজলভ্য হওয়ায় এসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আর আগের মতো তীব্র হয় না।

মাল্টিপল মায়েলোমার চিকিৎসায় আজকাল টার্গেটেড থেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে, যা রোগের জন্য দায়ী সুনির্দিষ্ট জিনকে লক্ষ্য করে কাজ করে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম এবং নিরাময় ক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে।

সাধারণত টার্গেটেড ড্রাগ থেরাপিকে কেমোথেরাপি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্যান্সার চিকিৎসার সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োগ করা হয়। টার্গেটেড থেরাপিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম হয়। সেই সঙ্গে চিকিৎসার সুফল পাওয়া যায় বেশি।

বিভিন্ন ধরনের ইমিউনোমডুলেটর ড্রাগ এই রোগের চিকিৎসাকে সহজ ও সহনীয় করেছে। স্টেরয়েড মাল্টিপল মায়েলোমার চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূল কেমোথেরাপির কার্যক্ষমতা বাড়াতে স্টেরয়েড ব্যবহৃত হয়।

মাল্টিপল মায়েলোমায় রেডিওথেরাপি বা বিকিরণ চিকিৎসাও দেওয়া হয়। রেডিওথেরাপি এই রোগের মূল চিকিৎসা নয়। রেডিওথেরাপি বিশেষ জরুরি অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়। তীব্র ব্যথা, পা অসাড় ইত্যাদি পরিস্থিতিতে রেডিওথেরাপি দিয়ে রোগীকে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় এনে কেমোথেরাপি শুরু করা হয়। অটোলোগাস বোন ম্যারো প্রতিস্থাপনও এই রোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপশন। কয়েক সাইকেল কেমোথেরাপি দেওয়ার পর রোগের রেসপন্স বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রোগের ধরনও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

মাল্টিপল মায়েলোমায় সাপোর্টিং চিকিৎসা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রমণ ঠেকাতে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ দেওয়া হয়। রক্ত কমে গেলে রক্ত পরিসঞ্চালনও করতে হয়। মাল্টিপল মায়েলোমার কারণে কিডনি বিকল হলে কখনো কখনো ডায়ালিসিসেরও প্রয়োজন পড়ে। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে চিকিৎসা নিলে এই রোগ নিরাময় করা যায়। অন্ততপক্ষে রোগটিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। মাল্টিপল মায়েলোমার চিকিৎসা কিছুটা ব্যয়বহুল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই দেশীয় ওষুধ উৎপাদনের কারণে ব্যয় হাতের নাগালে চলে আসছে।

মাল্টিপল মায়েলোমা বয়স্কদের অসুখ। তাই এই রোগে শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক সাপোর্ট ও পুনর্বাসন জরুরি হয়ে পড়ে। হেমাটোঅনকোলজিস্ট, রেডিওথেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, নিউট্রিশনিস্ট সবাই মিলে সমন্বিত চিকিৎসা জরুরি। এই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না। তবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ নিরাময়ও সম্ভব। তাই রোগীদের দীর্ঘ মেয়াদে ফলোআপ ও চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে মাল্টিপল মায়েলোমার প্রতিটি চিকিৎসাই সম্ভব। তবে সুযোগ অপ্রতুল। ঢাকার বাইরে এই চিকিৎসার সুবিধা যথেষ্ট কম। চিকিৎসার সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি এই রোগের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিও জরুরি।

লেখক : রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

Emirates SAUDIA ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
সৌদিয়াতে ওমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
ঢাকা থেকে নিউইয়র্কে আসার টিকেট সেল করা হয়

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নারায়নগঞ্জ জেলা সমিতির বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

গত রোববার ২৭ আগস্ট লং আইল্যান্ডের বেথপেইজ এর ব্লু বার্ড প্যাভিলিয়নে নারায়নগঞ্জ জেলা বাসীর মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও বর্ষিয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নূরে আলম বাবু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম , কুমিল্লা সমিতির সাবেক সিঃ সহ - সভাপতি মিয়া মোঃ

দুলাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমিতির সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার কাজী আজহারুল হক মিলন। সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি সামসুল আলম লিটন, সাবেক সভাপতি মনজুরুল করিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমির উদ্দিন উজ্জল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহসীন নবী , সাবেক এম পি কাউন্সার আহমেদ, আনিক সিকদার কবীর, এস এম সায়েম মিঠু, শওকত হোসেন স্যামল, হুমায়ুন কবীর তুহিন,প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোস্তাক আহমাদ লিংকন, রাফাত হোসেন, অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ডাঃ শামিম আহমেদ। অনুষ্ঠানে সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সভাপতি মির্জা ফরিদ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামান শামিম,আহবায়ক ডা.সাবরিন পল্লি, সদস্য সচিব খালেদ আক্তার ,প্রধান সমন্বয়কারী আলী হোসেন, যুগ্ম সদস্য সচিব ফারহানা আমান নুপুর, খেলাধুলা পরিচালনা করেন সোহেল আহমেদ।

ডাউনটাউন ম্যানহাটন বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের বনভোজন সম্পন্ন

আজকাল রিপোর্ট

গত ২৩ আগস্ট নিউইয়র্ক ক্রোটন পয়েন্ট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ডাউনটাউন ম্যানহাটন বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের বার্ষিক বনভোজন। বনভোজনে সকালে সংগঠনের সকল কার্যকরী পরিষদকে নিয়ে সংগঠনের সভাপতি

তরিকুল হোসাইন বাদল শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সাথে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিয়াজুল কাদির শহর মিঠু, আহবায়ক কমিটির আহবায়ক মোঃ আরিফুর রহমান আরিফ, সদস্য সচিব মোঃ উজ্জ্বল আলী, যুগ্ম আহবায়ক শ্রীকান্ত দাস, মির্জা হাসান সুমন, স্বপন বিশ্বাস, সমন্বয়কারী শফিক খান, আলমগীর আলম শিপন, প্রধান পৃষ্ঠপোষক নুরুল হুদা জুয়েল, পৃষ্ঠপোষক মোঃ আবুল কাশেম, সমীর ঘোষ, এনামুল হক ভূঁইয়া রিপন, আজিম উদ্দিন, প্রধান সংগঠক মোসলেহ উদ্দিন রানা, সংগঠক মোঃ তুহিন তালুকদার, শফি ইউ আহমেদ, মোঃ হানিফ, ব্যবস্থাপক রাম রয়, ইকবাল ব্যাপারী এবং সংগঠনের উপদেষ্টামন্ডলী ও অন্যান্যরা। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিয়াজুল কাদির শহর মিঠু,আহবায়ক কমিটির আহবায়ক মোঃ আরিফুর রহমান আরিফ, সদস্য সচিব মোঃ উজ্জ্বল আলী,সিনিয়র সহ সভাপতি এম আজিজ মিরু, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল হুদা জুয়েল, স্বপন বিশ্বাস, আবুল কাশেম, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মির্জা হাসান সুমন, শ্রীকান্ত দাস, সেলিম চৌধুরী, সমীর ঘোষ,এনামুল হক ভূঁইয়া রিপন, তুহিন তালুকদার,শফিক খান, আলমগীর আলম শিপন, মোঃ হানিফ,শফি ইউ আহমেদ, রাম রয়। দুপুর থেকেই খেলাধুলা শুরু হয়। মহিলাদের বালিশ খেলার পর দুপুরের মজাদার খাবার পরিবেশন করা হয়। বিকেলে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সবশেষে র‌্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যাফেল ড্র তে প্রথম তিনটি স্বর্ণের নেকলেসসহ মোট ১০টি পুরস্কার জিতে নেন বিজয়ীগণ।

বাকা'র নৌবিহারে ড. আবু জাফর মাহমুদ

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বৃহত্তম সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন বাকা'র নৌবিহার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ আগস্ট সোমবার কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনা থেকে চার শতাধিক যাত্রীর এই নৌবিহার হাডসন নদীর উপর দিয়ে ম্যানহাটন ও ব্রুকলিনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ঘুরে আবার ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় গিয়ে শেষ হয়। দুপুরে নৌবিহারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন, 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে আমরা গোটা জাতিকে একত্রিত করেছিলাম। যুদ্ধ করে স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম দিয়েছি। বহু বীরের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এসেছে স্বাধীনতা। আজ স্বাধীন জাতির স্লোগান কেন 'জয় বাংলাদেশ' হবে না? তিনি বলেন, যেকোনো মূল্যেই এটি হতে হবে। জাতিসত্তার শক্তি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে এই স্লোগানের কোনো বিকল্প নেই। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই ২০২৩ সালেই 'জয় বাংলাদেশ' স্লোগান বাংলাদেশের আকাশে

বাতাসে ধ্বনিত হবে ইনশাল্লাহ। আমি বিশ্বাস করি, যে বিভক্তির রাজনীতি ছড়ানো হয়েছে, সেখান থেকে আমরা ফিরে আসবো। আমরা একতায় ফিরবো। আমি একতার জন্য কাজ করছি। বাকা'র সহ সভাপতি মোহাম্মদ সানি মিন্টুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কবি শাহ বদরুজ্জামান রুবেলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী আলমাস আলী, কবি ফুলি রহমান, মৌলভীবাজার ইউনাইটেড সোসাইটি অব নিউজার্সির আহবায়ক গোলাম ইস্পাহানী চৌধুরী মাসুম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী রিয়াজ উদ্দিন কামরান, মোমেনুল ইসলাম, সারওয়ার আলী ও কুলাউড়া সমিতি নিউজার্সির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা চৌধুরী সুলেমান। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, প্রাক্তন সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য জে মোল্লা সানি, নৌবিহার পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব শাহ কামাল উদ্দিন, সহ-সভাপতি সাংবাদিক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মাকসুদা আহমেদ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রচার ও গণ-সংযোগ সম্পাদক লিয়াকত আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক আব্দুর রহমান দুলাল, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক আশরাফ হোসেন টিটু, সদস্য চৌধুরী মুমিত তানিম। গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমাদের দেশের নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা সঠিক শিক্ষাটি পাচ্ছে না। তাদের সামনে কোনো রোল মডেল নেই। অনুসরণ করার মতো কোনো নেতা নেই। তারা যাদের অনুসরণ করবে, তারাই একে অন্যের সাথে বিভক্তি তৈরি করে। প্রতিপক্ষকে হত্যা করে। টেলিভিশনে প্রতিপক্ষকে গালমন্দ করে। আমাদের প্রজন্মের সভ্যতা শেখার কোনো জায়গা নেই। তিনি নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা তাদের কাউকে অনুসরণ করবে না। তোমরা দেশের মর্যাদা রক্ষা করবে নিজেদের আচরণ দিয়ে। তিনি বলেন, যুদ্ধ করে যে দেশটি জন্ম দিলাম, সেই দেশ আর তার রাজধানীতে মানুষ বসবাস করা কতটা কঠিন তা সরেজমিনে দেখে এলাম। সেখানে খাবার দাবার বিষাক্ত। পানি অনিরাপদ। মানুষ যে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে তা বিষাক্ত। নিজের ওপর বিরক্ত হতে হয়। মানুষ জিমনে জন্ম নিয়ে এই যে বেঁচে আছি, আল্লাহর কাছে কী জবাব দিব? সেখানকার মানুষগুলো শুধু বেঁচে আছে আল্লাহর রহমতে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে হবে। এটিই আজকের দিনের সবচেয়ে জরুরি কাজ। তিনি নৌবিহারের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমি অত্যন্ত স্পন্দিত, আনন্দিত। পানির ওপরে জাহাজে যেন আলাদা এক বাংলাদেশ রচিত হয়েছে। বাংলাদেশি পরিবারগুলোই আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। পোশাকে, চলাফেরায় তারা যথেষ্ট পরিশীলিত ও মার্জিত। অন্য জাতিগোষ্ঠি থেকে এখানেই আমাদের ভিন্নতা। আমাদের এই জাতিগত ভিন্নতা ও শক্তির জায়গাটি একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ। এই শক্তি নিয়েই আমি নিউইয়র্কে বাঙালি সমাজে হোম কেয়ার শুরু করেছিলাম। এটি আমেরিকানদের কাছে ব্যবসা। কিন্তু আমার কাছে এটি ভালোবাসা আর সেবা। আমি জন্মেই দেখেছি, আমাদের পরিবারগুলো সুরক্ষিত থাকে ভালোবাসা আর সেবার বন্ধনে। স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ ভিয়েতনাম থেকে নাইট অব সেন্ট জন অব জেরুজালেম উপাধি গ্রহণ শেষে বাংলাদেশের সিলেট সফরের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, হযরত শাহজালাল (র.)সহ ৩৬০ জন আউলিয়ার পূণ্যভূমির মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা, মর্যাদা, আতিথেয়তা রয়েছে তা বর্ণনাতীত। তিনি বলেন, আমার মনে হয়েছে কয়েকশত বছর আগে কবি শেখ সাদী যেভাবে অতিথির বাড়িতে আপ্যায়িত হয়েছিলেন, আমি সেভাবে আপ্যায়িত হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, আউলিয়ারা ওই ভূমিতে প্রেম শিখিয়েছেন, সম্মান শিখিয়েছেন, মায়া শিখিয়েছেন। তারা তরবারি হাতে নিয়ে ধর্ম প্রচার করেননি। কাউকে বাধ্য করেননি। একইভাবে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্তও করেননি। তাদের মানবিক গুণ ও বিশ্বাসের শক্তি দেখেই মানুষ ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল কালা মিয়া ও রোজি আজাদ। অনুষ্ঠানে র‌্যাফেল ড্র পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে বাকা'র সভাপতি আব্দুল হাসিব মামুন বায় বহুল নৌবিহার আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

লড়বে বাংলাদেশের তিন সিনেমা

আজকাল বিনোদন

আগামী ৪ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ায় পর্দা উঠছে 'বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর। এশিয়ার অন্যতম এই উৎসবের ২৮তম আসর বসছে এবার। চলবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত। এবারের আসরে বাংলাদেশের তিনটি সিনেমা জায়গা করে নিয়েছে। যেটাকে চমকপ্রদ মনে করছেন দেশের স্বাধীনচেতা নির্মাতারা। উৎসবের 'নিউ কারেন্টস অ্যাওয়ার্ড' ক্যাটাগরি সম্ভাবনাময় এশিয়ান নির্মাতাদের জন্য। এই বিভাগে বাংলাদেশের দুটি সিনেমা নির্বাচিত হয়েছে। এগুলো হলো বিপ্লব সরকার নির্মিত 'আগন্তুক' (দ্য স্ট্রেনজার) এবং ইকবাল হোসাইন চৌধুরী পরিচালিত 'বলী-দ্য রেসলার'।

এই ক্যাটাগরিতে এশিয়ার মোট ১০টি চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও জায়গা পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও ভারতের ছবি। আয়োজন শেষে বিচারকদের রায়ে বাছাই করা হবে সেরা ছবিকে, দেওয়া হবে পুরস্কার।

এছাড়া এশিয়ার প্রতিষ্ঠিত নির্মাতাদের জন্য রয়েছে আরেকটি ক্যাটাগরি: সেটার নাম 'জিসইউক'। এই বিভাগেও জায়গা পেয়েছে ১০টি সিনেমা। যেটার মধ্যে একটি বাংলাদেশের নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি'। এই ছবিতে প্রথমবারের মতো অভিনয়ও করেছেন নির্মাতা। বুধবার উৎসব কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত ছবিগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই সূত্রে মার্কিন সাময়িকী ভ্যারাইটিতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বাংলাদেশের তিনটি ছবিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, "আজকের (৩০ আগস্ট) দিনটা বাংলাদেশের সিনেমার জন্য খুব সুন্দর একটা দিন। যেখানে ভ্যারাইটির গ্লোবাল বুলেটিনে হেডলাইন হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের তিনটা ছবি এবার বুসানে নির্বাচিত। তিনটা ছবির মধ্যে তিনটাই দুই কম্পিটিশনে! হোয়াট আ বিউটিফুল ইয়ার।'

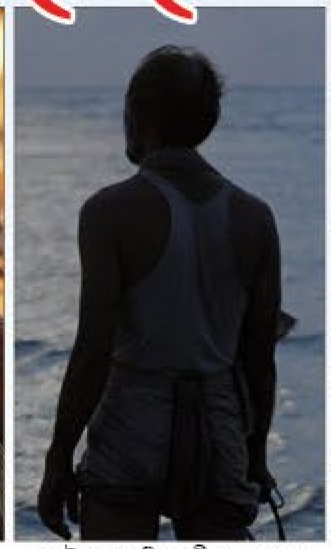

অটোবায়োগ্রাফি, বলী ও আগন্তুক

'বলী'র মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। এর নির্মাতা ইকবাল হোসাইন চৌধুরী বললেন, 'গেলো বছরের এপ্রিল-মে মাসে ছবিটির টানা শুটিং করেছি চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায়। তারও আগে লম্বা সময় নিয়ে চলেছে ছবির অডিশন। চট্টগ্রাম ও ঢাকার মঞ্চের একদল নবীন প্রতিভাবান শিল্পী কাজ করেছেন এই সিনেমায়। উৎসব শেষে চলতি বছরের শেষ দিকে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেবো ছবিটি।'

'আগন্তুক'-এ অভিনয় করেছেন ফেরদৌসী মজুমদার, সাহানা রহমান সুমি, রতন দেব, মাহমুদ আলম, এহান, রাফসান, হৃদয়, হাসিমুন ও নাঈমা তাসনিম প্রমুখ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অনুদান পাওয়া এ ছবির প্রযোজক রম্য রহিম চৌধুরী বলেন, 'বুসানের মতো মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নেওয়া আমাদের জন্য খুবই সম্মানের। সীমিত রিসোর্স নিয়ে এই চলচ্চিত্র নির্মাণে পুরো টিমকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক ডিস্ট্রিবিউটর এবং সেলস এজেন্টের কাছে 'আগন্তুক' পৌঁছে দেওয়া।" জানা গেছে, এর আগে বুসানের প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হওয়া একমাত্র বাংলাদেশি সিনেমা 'জালালের গল্প'। যেটা মুক্তি পেয়েছিল ২০১৪ সালে।

'জওয়ান' সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ্যে প্রশংসিত শাহরুখ

আজকাল বিনোদন

শাহরুখ ভক্তদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হলো। মুক্তির এক সপ্তাহ পর আজ (৩১ আগস্ট) প্রকাশ্যে এলো শাহরুখ খান, নয়নতারা, বিজয় সেতুপতি অভিনীত 'জওয়ান' সিনেমার ট্রেলার। অ্যাকশন থ্রিলার ঘরানার সিনেমার প্রতিটি দৃশ্যে রয়েছে চমক। এক কথায় বলা চলে ট্রেলারেই নজর কাড়লেন শাহরুখ। বাদশাকে দেখে প্রশংসা করছেন ভক্ত-অনুরাগীরা। বৃহস্পতিবার 'জওয়ান' মুক্তি পাবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনুরাগীদের উত্তেজনা ধরে রেখে মুক্তি পেল ট্রেলার। আগে কখনো এমন রূপে দেখা যায়নি শাহরুখ খানকে। ৫৭ বছর বয়সেও যে মানুষের মনে কীভাবে রাজত্ব করতে হয় তা যেন আবারও শেখালেন কিং খান। 'জওয়ান' সিনেমার প্রিভিউতেই দেখা গিয়েছিল শাহরুখের ঝলক। ট্রেলারে শাহরুখ একা নন, দেখা গেছে দক্ষিণী তারকা বিজয় সেতুপতিরও ক্যারিশমা। তবে ট্রেলারের প্রত্যেক ঝলকে নজর কাড়লেন শাহরুখ। সেই সঙ্গে লেডি সুপারস্টার নয়নতারা তো আছেনই। ট্রেলারে দীপিকা পাড়ুকোনের হাতে আছাড়ও খেতে দেখা গেল শাহরুখকে। অর্থাৎ, সিনেমায় অ্যাকশন থাকছে ভরপুর, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেখা মিলল সানিয়া মালহোত্র, প্রিয়মণি প্রমুখের। মশকরা ভরা সংলাপের আভাস মিলল কিছুটা। শুক্রবার দুবাইয়ের স্থানীয় সময় রাত ৯টায় বুর্জ খলিফায় প্রদর্শিত হবে 'জওয়ান' সিনেমার ট্রেলার। এর জন্য এরই মধ্যে দুবাই গিয়েছেন শাহরুখ খান ও অ্যাটলি। তার আগে ঠিক দুপুর ১১টা ৫৮ মিনিটে 'রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্ট'-এর ইউটিউব চ্যানেলে প্রিমিয়ার করা হলো ট্রেলার। বুধবার চেন্নাইয়ে 'জওয়ান' সিনেমা প্রি-রিলিজ ইভেন্টে হাজির হন কিং খান। তার সঙ্গী ছিলেন পরিচালক অ্যাটলি ও সিনেমার অন্যান্যরাও। হাততালি, উচ্ছ্বাস, আলোর রোশনাই, গান বাজনার মাধ্যমে দক্ষিণী দর্শকের মন জয় করে এসেছেন বলিউড বাদশা। এদিন সিনেমার একাধিক গানে মঞ্চে পারফর্ম করেন শাহরুখ। ট্রেলার প্রকাশের পর শাহরুখ ভক্তরা এখন বেশ উচ্ছ্বসিত।

ন্যান্সি প্রথমবারের মতো গান গাইতে যাচ্ছেন আমেরিকা

আজকাল বিনোদন

শ্রোতানন্দিত সংগীতশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সি। তার ১৮ বছরের সংগীত ক্যারিয়ারে বিশ্বের অনেক দেশের কনসার্টে গান গাইতে গেছেন। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরের সংগীতপ্রেমীদের কাছ থেকেও তুমুল প্রশংসা পেয়েছেন শ্রোতাপ্রিয় এ সংগীতশিল্পী। কিন্তু তিনি কখনো আমেরিকা সংগীত পরিবেশনের জন্য যাননি। এবার ন্যান্সি প্রথমবারের মতো গান গাইতে আমেরিকা যাচ্ছেন। গত ৩০ আগস্ট আমেরিকা ভ্রমণের ভিসা পেয়েছেন। আমেরিকায় সংগীত পরিবেশন প্রসঙ্গে ন্যান্সি বলেন, বাংলাদেশি আমেরিকান ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রথমবারের মতো আমেরিকার বিভিন্ন শহরে কনসার্ট করতে যাচ্ছি। এর আগে অনেকবার আমেরিকা যাওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে যাওয়া হয়নি। এবার সেখানে যাওয়ার ব্যাপারটি চূড়ান্ত হয়েছে। তাই ভাবলাম সবার সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করি। গতকাল স্বল্প পরিসরে একটি লাইভেও এসেছিলাম। ন্যান্সি আরও বলেন, সেখানে আমি তিনটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবো। আগামী মাসের মধ্য অথবা শেষ দিকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো। এ অনুষ্ঠানে কোন কোন গান গাইবো সেজন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছি। আশা করছি গান পরিবেশন করে আমার ভক্ত-শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারবো। গান গাইতে বিদেশে যাওয়া প্রসঙ্গে ন্যান্সি বলেন, দেশের বাইরে গান গাইতে আমার বেশ ভালো লাগে। সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি সেসব দেশের ঐতিহাসিক ও জনপ্রিয় স্থান দেখা যায়। একটি দেশকে জানার সুযোগ হয়। বিভিন্ন বর্ণ-ধর্মের মানুষের সঙ্গে মেশা যায়। আশা করছি এবার আমেরিকা ভ্রমণেও আমার নতুন অভিজ্ঞতা হবে। এদিকে ন্যান্সি সম্প্রতি গীতিকার কবির বকুলের লেখা একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। এতে তার সঙ্গে ছিলেন ইমরান। গানের সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন বর্তমান সময়ের আরেক তারকা সুরকার-সংগীত পরিচালক ইমন চৌধুরী। গানটির শিরোনাম 'নিন্দুকে'। এটি 'লিপস্টিক' চলচ্চিত্রের ব্যানারে করা হবে। সিনেমাটির পরিচালক কামরুজ্জামান রোমান।

অভিনয়ে ফারুকী, ডাক পেলেন বুসান উৎসবে

আজকাল বিনোদন

একসঙ্গে দুটো সুখবর দিলেন নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। এক- প্রথমবার অভিনয় করলেন সিনেমায়। দুই- সেই সিনেমা নির্বাচিত হয়েছে বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে তার মনে।

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকির উদ্যোগে 'মিনিস্ট্রি অব লাভ' সিরিজের অংশ হিসেবে দুটি সিনেমা নির্মাণ করেছেন ফারুকী। এগুলো হলো 'মনোগামী' এবং 'সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি'। বুধবার দ্বিতীয় সিনেমাটিতে তার অভিনয়, টিজার এবং বুসান উৎসবের সুখবর একসঙ্গে প্রকাশ করলেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রথমবার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে ফারুকী বললেন, "আমি নানা রকম গল্প বলার চেষ্টা করেছি। সেগুলোর একেকটা একেক রকমভাবে মানুষকে স্পর্শ করেছে। অভিনয় কেমন হওয়া উচিত, কোন গল্প বলা জরুরি- এসব নিয়ে সারাক্ষণই নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে কাজটা কখনোই করার চেষ্টা করিনি, সেটা হলো অভিনয়। প্রথম দিকে এটা নিয়ে আমার মধ্যে ইতস্তত ভাব থাকলেও তিশা আমাকে একটা কথা বলে আমার সংশয় দূর করে দেয়। ও বলে, 'এই গল্প তুমি জীবনে একবারই করতে পারবে। করে ফেলো প্লিজ!' শুটিং শুরু হয়ে যাওয়ার পর তেমন কোনও আলাদা অনুভূতি হয়নি। মনে হয়েছে, এটাই তো স্বাভাবিক। শুধু একটা জিনিস আলাদা ছিল। শটের সময় মনিটরে থাকা হতো না।

আমার ছোট ভাই কিবরিয়া মনিটরে থাকতো। আর আমি শট শেষে গিয়ে প্লেব্যাক করতাম।"

আগামী ৪ অক্টোবর পর্দা উঠবে বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৮তম আসরের। ১০ দিনব্যাপী এই উৎসবে বাংলাদেশের আরও দুটি সিনেমা নির্বাচিত হয়েছে। এগুলো হলো ইকবাল এইচ চৌধুরী নির্মিত 'দ্য রেসলার' ও বিপ্লব সরকার পরিচালিত 'দ্য স্ট্রেঞ্জার'। ছবি দুটি লড়বে সম্ভাবনাময় নির্মাতাদের জন্য নির্ধারিত বিভাগে। আর ফারুকীর ছবিটি নির্বাচিত হয়েছে এশিয়া থেকে প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বিভাগ 'কিম জিসুক'-এ।

'অটোবায়োগ্রাফি' সিনেমায় ফারুকীর সঙ্গে অভিনয় করেছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা। তিনি তার অনুভূতি প্রকাশ করলেন এভাবে, 'ইলহাম হওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারবো, এটা ধারণা ছিল না। থ্যাংকস টু ফারুকী! ও আমাকে সেই আত্মবিশ্বাসটা দিয়েছে যে আমি আবার ফিট হয়ে কাজ করতে পারবো। ফারুকী খুব ভালো ডিরেক্টরের পাশাপাশি ভালো অভিনেতা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সেটা ক্যামেরার পেছনে। এখন সেটা সবার সামনে চলে এলো আরকি। এজন্য এখন একটু ভয় লাগছে! অন্য ডিরেক্টর যদি ওকে নিয়ে কাজ শুরু করে, ও যদি নায়ক হয়ে যায়, তখন কী হবে!'

শুধু অভিনয় নয়, এই সিনেমার চিত্রনাট্যও একসঙ্গে লিখেছেন ফারুকী-তিশা দম্পতি। তাই কাজটিকে তাদের কাছে অনেক বেশি আপন, বিশেষ।

SHOWTIME MUSIC PRESENTS
ADULT $50 CHILD $30
INCLUDING BUFFET LUNCH & SOFT DRINKS
ROKSANA MIRZA
TINA
SALIM IBRAHIM
DR KAMRUL
SHAH MAHBUB
FOR MORE INFORMATION 646 546 6038
BOAT PARTY
GUEST OF HONOR
GAZI LITON
Chairman
Mothers BD Pvt Ltd
Md ABDUR DILIP
CEO,
DIPLOMAT GROUP
FASHION INC, USA.
3 SEPT SUNDAY 11 AM . 4 PM
SKYLINE PRINCESS
1 WORLD'S FAIR MARINA
FLUSHING, NY 11368.
GUEST OF HONOR
MOHAMMED BACHU
ADVISER
GAZIPUR ZILA SHOMITI
GIASH MAJUMDAR
CEO
BOLAKA STAFFING
CONVENOR - ENGR MOHAMMED ABDUL KHALEK 917 667 7324
CHIEF COORDINATOR - ALAMGIR KHAN ALAM 646 546 6038
MEMBER SECRETARY - BADOL MIRZA 347 458-7105

প্রবাসে শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হোক
আমাদের নতুন কিছু করার প্রত্যয়
৫ম বাংলাদেশ সম্মেলন ২০২৩
SEP.9TH & 10TH
3PM-12AM
রকমারী স্টল
ট্যালেন্ট শো
ফ্যাশন শো
সেমিনার
কাব্য জলসা
মেগা কনসার্ট
LAGUARDIA
AIRPORT MARRIOT
102-05 DITMARS BLVD
QUEENS, NY 11369
FREE ENTRY
দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলন
BANGLADESH CONVENTION
আজই স্টল এর জন্য যোগাযোগ করুন
646 546 6038
NAFIUL ISLAM PANNA CONVENOR
NURUL AZIM CHAIRMAN
ALAMGIR KHAN ALAM MEMBER SECRETARY

PREMIUM SUPERMARKET

حلال HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (September 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP35

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase | DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY (multiple sales cannot be combined)

SALE $3.99/LB PRE-CUT ZABIHA HALAL FROZEN GOAT	SALE $2.49/LB ZABIHA HALAL FRESH WHOLE CHICKEN WITH NECK N FEET	SALE $7.99/LB SIZE 8-10 HILSHA	SALE $8.99/LB SIZE 10-12 HILSHA
SALE $2.49/LB SIZE 4 KG ROHU	SALE $2.99/LB SIZE 3 KG MRIGAL	SALE $2.49/LB SIZE 7-9 KG KATLA	SALE $3.49/LB SIZE 5/7 TILAPIA FILLET
SALE $9.99/EA 16/20 2LB BAG RAW SHRIMP	SALE $14.99/EA 20 LB BAG ABDULLAH LONG GRAIN RICE	SALE 2/$8.99 25 PCS FAMILY PACK SHAHJALAL PLAIN PARATHA	SALE $6.99/EA 7 OZ, 200 G NESCAFE COFFEE
SALE 2/$6.00 496 GM BANGLADSHI MAGGI NOODLES	SALE 2/$5.00 360 G BEDESSEE VEGGIE CRACKERS	SALE $11.99/EA 96 OZ MAZOLA CORN / CANOLA / VEG OIL	SALE 4/$5.00 400 ML BEDESSEE COCONUT MILK
SALE $1.49/LB POI LEAF	SALE $1.49/LB GUAVA	SALE 99¢/LB LONG SQUASH	SALE 2/$6.00 1 DZ BARNYRD'S CAGE FREE LARGE BROWN EGG

PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number

Address	Phone
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket
Premium Winner of The Week
STORE VOUCHER
$250
15 WINNERS WEEKLY
WEEKLY 3 WINNERS WITH $250 STORE VOUCHERS
IN EACH STORE
BRONX | GLEN OAKS | JAKSON HEIGHTS | JAMAICA | OZONE PARK
FROM SEPTEMBER 01 TO DECEMBER 28, 2023
VALID FOR PURCHASES OF $50 AND ABOVE
Conditions Apply

WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি
● Chicken Curry ● Goat Curry ● Shrimp Curry ● Chili Chicken ● Chicken Roast
● Fish Curry (at your Choice) ● Mixed Vegetables ● Rice Pudding
Premium Special Sweets
GOAT BIRYANI
BEEF TEHARI
CHICKEN BIRYANI
BEEF CURRY
Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE
PREMIUM SWEETS & RESTAURANT
CONTACT
WhatsApp Number
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432........... 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372...... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462.............. 347-626-8341, 718-239-9500
www.premiumsweetsus.com
حلال
HALAL

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- *30 Hour OSHA Training*
- *40 Hour OSHA/SST*
- *62 Hour Supervisor SST*
- *4,16 & 32 Hour Scaffold*
- *8-Hour EPA Lead Renovator*
- *NYS Security Guard License*
- *Fire Guard/FSD Training*
- *Work-zone Flagger*
- *Forklift/Scissor Lift Operator*
- *Defensive Driving Course*

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
বাংলাদেশ
জিন্দাবাদ
গৌরব, ঐতিহ্য সংগ্রাম ও সাফল্যের ৪৫ বছর
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র
৪৫ তম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
সফল ও সার্থক হউক
ছাইদুর খান (ডিউক)
সভাপতি
জামালুর রহমান চৌধুরী
প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ আনোয়ার হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম, যুক্তরাষ্ট্র

‘হাসন জানের রাজা’ গীতিনাট্য ১ অক্টোবর জ্যামাইকায়

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রযোজিত ‘হাসন জানের রাজা’ নাটকটি রচনা করেছেন শাকুর মজিদ। গীতিআলেখ্য নাটকটির নির্দেশক শেখ মাওলা মিলন। সংবাদ সম্মেলনে শেখ মাওলা মিলন জানান দুইঘণ্টার এই নাটকে মোট ৪২ জন নাট্যকর্মী তাদের অভিনয় প্রদর্শন

করবেন। নিউইয়র্কে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আছেন খায়রুল বুঁইয়া পলন। ২০ ডলার থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত দর্শনীর বিনিময়ে দর্শক-শ্রোতাদের মরমী সাধক হাসন রাজাকে নিয়ে নির্মিত নাটকটি দেখতে হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনের আগে হাসন জানের রাজা নাটকটির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরতে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন মীর নিজামুল হক, শাহ জে. চৌধুরী ,আব্দুর রহিম বাদশা ,আনিসুল কবীর জাসির , লুৎফর রহমান বাবু , আশরাফ হোসেন, মহিউদ্দিন দেওয়ান, ‘হাসন জানের রাজা’ নাটকের শাইক শো দেখানো হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আয়োজক সংগঠনের সদস্য শিব্বীর আহমেদ।

বঙ্গবন্ধু ও শহীদ কাদরী স্মরণে সাহিত্য একাডেমীর মাসিক আসর

৬২ পৃষ্ঠার পর

শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবার, এবং ১৫ আগষ্ট নিহত সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এবারের আসর দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে আলোচনা ও স্বরচিত পাঠের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বটি উৎসর্গ করা হয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি, এবং সাহিত্য একাডেমির একমাত্র উপদেষ্টা কবি শহীদ কাদরীকে। বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে আলোচনায় অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা সিরু বাঙালি, কবি কাজী আতীক, কবি ফকির ইলিয়াস, লেখক হুমায়ুন কবীর ঢালী

প্রমুখ। বক্তারা বলেন, জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড ছিল একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দুঃখ লাগে কেউ কেউ বাংলাদেশে বাস করে এই হত্যাকাণ্ডের পক্ষে কথা বলে, জাতির জনক বলতে লজ্জা লাগে। এটি বাঙালি জাতির জন্য খুবই লজ্জাজনক। এদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। এদের থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

এই পর্বে স্বরচিত পাঠ করেন, স্বপন বিশ্বাস, বেনজির শিকদার, পলি শাহীনা। কবি শহীদ কাদরী দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন, লেখক হাসান ফেরদৌস, কবি তমিজ উদদীন লোদী, শহীদ কাদরী পত্নী নীরা কাদরী, লেখক আদনান সৈয়দ, লেখক রানু ফেরদৌস, আফসানুল হায়দার চৌধুরী, শাহ জে চৌধুরী, জাকির হোসেন মিয়া প্রমুখ। হাসান ফেরদৌস বলেন, কবি শহীদ কাদরী একজন মানুষ নয়, দুজন মানুষ। কবিও তিনি একজন নয়, দুজন। দেশে থাকা কালীন শহীদ কাদরী এবং এই শহরের শহীদ কাদরীর অভ্যাসটা যোজন যোজন। শহীদ কাদরী পত্নী নীরা কাদরী বলেন, শহীদ তার সমসাময়িক সকলের প্রতি যেমনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত, তেমনি এই আসরে উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলার সময়ও তার শ্রদ্ধাবোধ দেখেছি। নতুন কিছু সৃষ্টির চিন্তা থেকে তার অনেক কম লেখা হয়েছে । তার একটি কবিতা থেকে অন্যটি আলাদা । লেখক আদনান সৈয়দ বলেন, কবি শহীদ কাদরী আমাদের খুব কাছের মানুষ। এখানে যাঁরা আছেন প্রায় সকলের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি রয়ে গেছে। তাঁর কবিতা, বোহেমিয়ান জীবন নিয়ে এখনো অনেক গবেষণার দাবি রাখে। শিল্প, সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ একটা দর্শন ছিল। লেখক রানু ফেরদৌস বলেন, ছোটবেলায় কবিতার চেয়ে গদ্য সাহিত্য বেশি

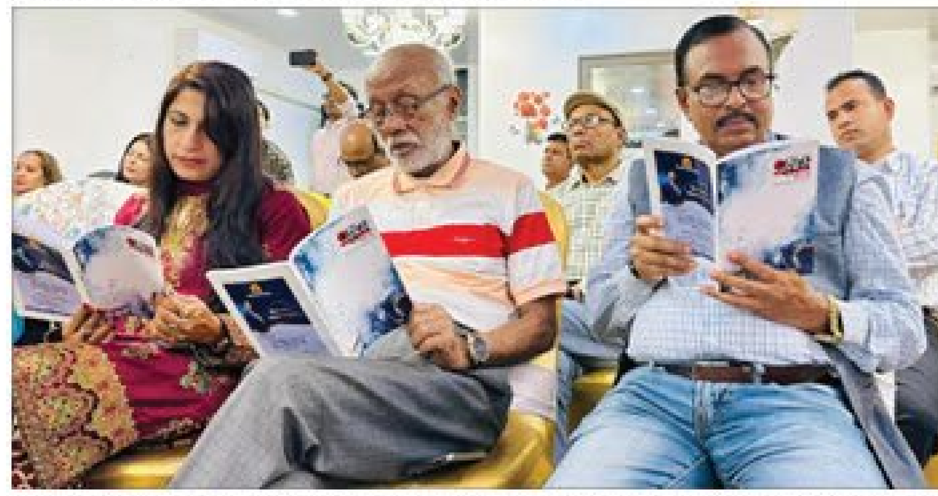

পড়তাম। শহীদ কাদরীর কবিতা পড়ে কবিতা পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মেছে। দ্বিতীয় পর্বে আবৃত্তি করেন, গোলাম সুলতানা, আনোয়ারুল হক সাজ্জু, জেবুন্নেসা জোৎস্না। স্বরচিত পাঠ করেন, সুপ্রীত বড়ুয়া, ফারহানা ইলিয়াস তুলি, রিমি রুম্মান, ফারহানা হোসেন, মিয়া আসাদ্দির প্রমুখ। আসরে উপস্থিত ছিলেন, আবেদীন কাদের, আহমাদ মাযহার, রাহাত কাজী শিউলি, শামস আল মমীন, এনামুল করিম দিপু, সুমন শামসুদ্দিন, আকবর হায়দার কিরণ, আক্তার আহমেদ রাশা, নাসির শিকদার, খালেদ সরফুদ্দীন, মারীয়ৈশা শারমনী আহমেদ, মিশুক সেলিম, আলম সিদ্দিকী, রুপা খানম, স্বপ্ন কুমার, নীমু আফরোজা, ফরহাদ হোসেন, রেদোয়ান জুয়েল, মিজান, তৌফিক আল মান্নান, জয়া করিম, আমান উদদৌলা, মোঃ আজিজুল হক, মোঃ শাহ আলম, আফিয়া অত্রা, মার্জিয়া আহমেদ প্রমুখ।

নিউইয়র্কে একই মঞ্চে গান গাইলেন মিতালী মুখার্জী ও বাদশা বুলবুল

৩ পৃষ্ঠার পর

কণ্ঠশিল্পী মিতালী মুখার্জীর মত একজন জনপ্রিয় এবং গুণী শিল্পী নিয়ে আমাদের এই আয়োজন।

মিতালী মুখার্জীর গাওয়া ‘এই দুনিয়া এখনতো আর সেই দুনিয়া নাই’ ‘এ জীবন তোমাকে দিলাম বন্ধু তুমি শুধু ভালোবাসা দিও’, ‘ভালোবাসা যত বড় জীবন তত বড় নয়’,সেহেতু সময় তুমি থাকো পাশে’ সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গান গেয়ে দর্শকদের বিমোহিত করে রেখেছেন।

সাথে ছিলেন আরেক বরেন্য ও দেশ সেরা গায়ক বাদশা বুলবুল। যার গানে মুগ্ধ পুরো অডিটোরিয়াম। প্রথমেই মা মাটির গান দিয়ে মিউজিক নাইটের শুরুটা করেন বাদশা বুলবুল। এর পর একে একে পরিবেশন করেন নিজের এবং দর্শকের পছন্দের গান । দর্শকের পছন্দের তালিকায় ছিলো মান্না দে, জগজিত সিং, মোহাম্মদ রফিক সহ বিভিন্ন শিল্পীর গাওয়া গজল ও পরিচিত সব গান। বাদশা বুলবুল টানা এক ঘণ্টা গান পরিবেশন করে মুগ্ধ করেন দর্শক শ্রোতাদের। এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন প্রিলিসা ।

শুদ্ধ সংগীত চর্চায় পাশে থাকার জন্য বদরুদ্দোজা সাগর সবাইকে আগামী ১ অক্টোবর কনা ও ইমরানের মেলোডিয়াস নাইট অনুষ্ঠানটিতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

* সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
* কম সময় এবং ন্যূনতম ফি
* ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
* কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
* নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place
from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play
GET IN ON App Store

CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

FAMOUS TRAVEL & TOURS

বাংলাদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের জন্য আপনার বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি। আমরা কুয়েত, কাতার, এমিরেটসসহ সকল এয়ারলাইন্স - এর টিকেট সুলভ মূল্যে বিক্রয় করি।

আমাদের অফিসে কোন

১. চিটিং
২. বাটপারি
৩. দুই নাম্বারি ও
৪. ধোঁকাবাজি নাই

আপনার ১০০% বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি

72-28 Broadway, 2nd Floor
(Subway ও Wendys এর পাশে)
Jackson Heights, NY 11372
347 242 2756, 347 242 3157

সুখরঞ্জন বালির ফিরে আসা এবং চিকিৎসায় অবহেলা

৬ পৃষ্ঠার পর

পারে না। এটি একটি অপরাধ। এ অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন কারা? বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি মহোদয় কি একটু তদন্ত করতে পারবেন?

১২. মৃত্যুর পর সাঈদী সাহেবের পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর একটি জানাজা বায়তুল মোকাররম মসজিদে করতে চেয়েছিলেন। ডিএমপি পুলিশ কমিশনার তা করতে দেননি। কেন করতে দেননি? প্রেস কনফারেন্সে ওনার বক্তব্য দেখলাম। উনি বলছেন ওখানে গোলমাল হতে পারে তাই অনুমতি দেওয়া গেল না। আর কোন যুক্তি আছে? মসজিদে এখন জানাজা করতেও পুলিশের অনুমতি নিতে হয়? আর কী কী করতে অনুমতি লাগবে তা যদি পুলিশ মানুষকে একটু আগাম জানান তাহলে উপকার হয়। পিরোজপুরে মাওলানা সাঈদীর যে জানাজা হয়েছে ওখানে কি গোলমাল হয়েছে? নিজ পুলিশ কমিশনার কী জবাব দেবেন? ভালো কথা, দেশের অন্য স্থানে গায়েবানা জানাজায় বাঁধা দিয়েছেন কেন? চকরিয়ায় তো একজনকে গুলি করে মেরেই ফেলা হয়েছে।

১৩. মাওলানা সাঈদীর পক্ষে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী সুখরঞ্জন বালির আদালত পাড়া থেকে অপহরণ এবং অলৌকিকভাবে ভারতে চলে যাওয়ার কোনো তদন্ত হবে না? মুক্তিযোদ্ধা সুখরঞ্জনের রাষ্ট্রপক্ষ ত্যাগের কোনো ব্যাখ্যা আসবে না? ডাক্তারি অবহেলা কিংবা হত্যার কোন তদন্ত হবে? পুলিশকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারবে একজন মৃত মানুষের জানাজা পড়ার জন্য কেন তাদের অনুমতি লাগবে? কেন তারা মাওলানা সাঈদীর জানাজা ঢাকায় হতে দিলেন না? ওনার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা প্রকাশ হয়ে যেত সেই ভয়ে? ১৪. মৃত্যু কারো কাছেই প্রত্যাশিত নয়। তারপরেও মৃত্যু ঘটবে। কখন ঘটবে, কীভাবে ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের সকলকে এক সময় চলে যেতে হবে। মানুষের অভিশাপ নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত আছেন? যদি থাকেন, তাহলে আমার আর বলার কিছু নেই। মানুষের অভিশাপকে ভয় করুন। এই অভিশাপ আপনার জীবনকে কীভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেবে তা হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না।

লেখক: যুক্তরাজ্য প্রবাসী চিকিৎসক, সাবেক পুলিশ সার্জন, যুক্তরাজ্য।

বিশ্বপ্রকৃতির কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

২৪ পৃষ্ঠার পর

ওয়ার্ডসওয়ার্থ টিনটার্ন অ্যাবে এবং স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ দ্য অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার রচনার পর যদি চিরতরে দুজন কাব্যসাধনার পথ থেকে সরেও দাঁড়াতেন তবুও, বিশ্বসাহিত্যে এরা দুজন প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। কাকতালীয়ভাবে হলেও এটাই শ্রুবসত্য, টিনটার্ন অ্যাবে এবং দ্য অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার বিশ্বখ্যাত এই দুটি কবিতাই স্থান পেয়েছিল লিরিক্যাল ব্যালাডস গ্রন্থে। ১৮৩৮ সালে কবি ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল আইনে ডক্টরেট করেন। পরের বছর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেয়।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ উভয়ে মিলে ইংরেজি সাহিত্যে একটি রোমান্টিক ধারার সূত্রপাত করেন। কোলরিজের আন্তরিক সহযোগিতায় ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত হয় দুজনের যৌথ কাব্য 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' যা সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন ইংরেজি কবিতার বাঁকবদলের শক্তিমান পুরুষ।

অতীতের সব ধারা ছাপিয়ে সূচনা ঘটে রোমান্টিক যুগের। মূলত ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক ধারার প্রবর্তক হলেও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির কবি হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত। প্রকৃতির তুচ্ছ ও সাদামাটা বিষয়বস্তুকে অসাধারণ মহিমায় রূপদান করার ক্ষেত্রে ইংরেজী সাহিত্যে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য তিনি কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

১৭৮৭ সালে লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। 'দি ইউরোপিয়ান' ম্যাগাজিনে তার প্রথম সনেট প্রকাশিত হয়। এ সময় তিনি ক্যামব্রিজের সেন্ট জনস কলেজে পড়ালেখা করতেন। তাঁর বেশিরভাগ কবিতার বিষয়বস্তু সৃষ্টিজগতের সূক্ষ্ম জীবনবোধ, মানবতার জয়গান এবং প্রেম ও প্রকৃতি নিসর্গের নিগূঢ়তম রহস্যময় উপাদান।

ব্যক্তিগত জীবনে ১৭৯১ সালে নভেম্বরে ফ্রান্সে ভ্রমণের সময় অ্যানেট ভেলন নামে এক ফরাসি নারীর প্রেমে পড়েন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ১৭৯২ সালে ভেলন একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন যদিও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও ভেলন কখনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। আর্থিক সংকট ও ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের বিরূপ সম্পর্কের কারণে ওয়ার্ডসওয়ার্থ পরবর্তী বছরে ভেলনকে ছাড়াই ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর জীবনে ভেলন ও তার কন্যা সন্তান ক্যেরলিনকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে গেছেন। ১৮০২ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বাল্যকালের বান্ধবী মেরি হাচিনসনকে বিয়ে করেন। তার পরের বছর মেরি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন।

১৮৪৭ সালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে তাঁর কন্যা ডোরার অকাল মৃত্যুর পর, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন। তারপর তিনি আর কখনও হাতে কলম নেননি। ১৮৫০ সালে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুর কয়েক মাস পর স্ত্রী মেরি তার দীর্ঘ আত্মজীবনীমূলক কবিতা দ্য প্রিলিউড প্রকাশ করেন। যদিও তাঁর সাহিত্যজীবনের এই মাস্টারপিসটি তাঁকে ততটা খ্যাতি দেয়নি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে শৈশবে প্রকৃতি ছিল অবনাহীন, আবেগীয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করেছেন মানুষের নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট, সম্পর্কের টানাপোড়েন। ফলে প্রকৃতি তাঁর কবিতায় ধরা দিয়েছিল পরিণত সত্তায়, দর্শনে। যেমন ভরোথিকে তাঁর টিনটার্ন অ্যাবে কবিতায় উপদেশ দেন ভরোথি যেন পুরোপুরি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে বিলিয়ে দেয়, কারণ প্রকৃতির মধ্যেই আছে শুদ্ধতার উপাদান। যে চিত্রকল্পে তিনি বর্ণনা করেছেন,

'We see into the life of things,
Frerful stir unprofitable, The fever of the world, the sounding
cataracts haunted me like a passion, aching joys and dizzy raptures,
The still and music of humanity, Nature never did betray the heart that
loved her'.

তিনি মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে রূপায়ন করেছেন প্রকৃতির বিবিধ রূপ। তিনি ছিলেন প্রকৃতির পুরোহিত। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলোর মধ্যে The daffodils, The solitary reaper, The Ancient mariner, The Prelude, Tintern অ্যাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক, নিউইয়র্ক।

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Long Island: 405 Elm Dr, Roslyn, NY 11576

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৭১৮-৬৯৭-৭৭১৭

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · simple Mobile · h2o · T··Mobile· · univision mobile · Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারনার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

- ★ ৫টি রোড লেসন,
- ★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
- ★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
- ★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
- ★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

FAMOUS DRIVING SCHOOL

73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372.
Between 74 Street & 73 Street
Tel: 718-424-8890 /347-497-8544
(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)

1 5 Lesson Package Include

- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything

Please Call Now

We Provide Individual Lesson Also

2 10 Lesson Package Include

- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class

We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points

শেষ বসন্তে

২৪ পৃষ্ঠার পর

খুঁজেছিলাম। নিঃস্ব জীবনে লেখালেখি-পড়া, আমার আনন্দ-আমার আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। অনেক ভেবে, এবং নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে দেখেছিলাম, আমার হারাবার আর কিছু নেই। স্রষ্টা প্রদত্ত একটাই জীবন। এই জীবনের শেষাংশে এসে একটু প্রাণভরে মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নেয়ার জন্য সবকিছু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এই নির্জন বাস বেছে নিই। এই জীবনে একা একা দিন কাটালেও মানসিক স্বস্তি আছে, ভরাট লাগে চারপাশ, ভয়ে কুঁকড়ে থাকি না, যখন তখন বিনা কারণে চিৎকার, চেঁচামেচি নেই, দোষারোপ নেই।

তবুও মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে স্মৃতির হাত থেকে রেহাই পাই না। সমস্যা এটাই। স্মৃতির ঝাঁপি কোন কারণে খুলে গেলে ক্লান্ত লাগে, অদ্ভুৎ এক বিষণ্ণতা পেয়ে বসে, কখনো বা চোখে কয়েক ফোঁটা জল জমে, সময় থমকে যায়, এই যা। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাচ্চারা একেকজন একেক দেশে বেড়াতে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে। ওরা বড় হয়েছে, নিজেদের নৌকায় ভাসছে। এমনিতে ওরা আমার খুব যত্ন নেয়। বেড়াতে আসে, গল্প করে পাশে বসে, মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে। আমার নতুন কবিতা, গল্প, উপন্যাস ওদের পড়ে শোনাই। বাংলা পড়তে না পারলেও আমার বই সাজিয়ে রাখে ওদের বুক শেলফে। আমার নতুন বই বের হলে, পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশ পেলে, ওরা আনন্দ প্রকাশ করে, শুভেচ্ছা জানায়। বন্ধুদের কাছে গর্ব করে লেখক মায়ের কথা বলে। ওদের বাঁধনহারা আনন্দ দেখে আমি যারপরনাই খুশি হই। ওদের মা হতে পেরে সৃষ্টিকর্তার কাছে অনন্ত মস্তকে নত হই।

কিন্তু আজ সকাল হতেই যে কী হয়েছে আমার, এত এত সুখে থেকেও পুরনো দিনের কষ্টগুলো সমুদ্রের ফেনার মতো বারবার ফিরে আসছে মনের পর্দায়। চোখ বুঁজেও সেসব থেকে রেহাই পাই না। নাহ, স্মৃতি ঘরের দরজা বন্ধ করতে হবে, মন অন্যদিকে ঘোরাতে হবে।

বিছানা ছেড়ে প্রিয় বিভূতিভূষণের সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে বসি। দেশ ছেড়ে, গ্রাম ফেলে বহুদিন আগে প্রবাসে এলেও দেশ, গ্রাম সদা কড়ে আঙুল দিয়ে আমাকে কাছে টানে। আমার সমস্ত অনুভূতির ভালবাসা, বাংলাদেশ। দেশের সর্বত্র জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমার বেড়ে উঠার গ্রামখানি। প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গ্রাম বাংলাকে লেখায় তুলে এনেছেন, সেটি আমার খুব প্রিয়। প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ উনি, একমাত্র উনিই পারবেন আমার মন ভালো করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। তিনি আমার মন ভালো করার বটিকা, এটি বহু আগ হতে পরীক্ষিত। কিছু সময় তাঁর ছায়ায় মায়ায় ডুবে থেকে মনটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে। তাঁর 'একটি ভ্রমণ কাহিনী' গল্পটি পুনরায় পড়লাম। পড়া শেষে কী এক উদাসী হাওয়ায় প্রকৃতি যেন আমার হাত ধরে সমস্ত কোলাহল ঠেলে ছুটে চলছে এই প্রান্ত হতে ওই প্রান্তে, চরাচরজুড়ে। 'একটি ভ্রমণকাহিনী'র গোপিকৃষ্ণ বাবু ও শম্ভু ডাক্তার যেন আমাকে ডেকে বলছে, আয় আয় আয়।

অনেকদিন হয়ে গেছে কোথাও যাই না, কেমন নিরাবেগ হয়ে পড়ছি। আজকাল মনটাকে স্বপ্ন দেখার অনুমতিও দিই না, স্বদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয় যদি, তাই। কবে, কখন যে একটা গতানুগতিক অভ্যাসের দাসে পরিণত হয়েছি, জানি না। চার দেয়ালের বাইরে তেমন যাই না বলে নতুন কারো সঙ্গে পরিচয় হয় না, কথা হয় না। একদা মনে বড় সাধ ছিল কোথাও হারিয়ে যাব, গভীর অরণ্যে কিংবা পাহাড়ের চূড়ায়। সংসার করবো না, সন্ন্যাসী হবো। কোনদিন বাড়ি ফিরব না। ছোটবেলার ভাবনা ভেবে আপনমনে জোরে জোরে হাসি। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা' বেসুরো গলায় গাইতে থাকি। স্বদকম্পন আজ ঊর্ধ্বমুখী, টের পাই। জানি, এই বৃদ্ধ হৃদয়ের সঙ্গী হিসেবে কাউকেই আর পাবো না এই জীবনে। নিজস্ব সূচি বদলে একাই আজ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিই। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়া আত্মাটি আনন্দে সিক্ত হয়ে ওঠে।

কিছু শুকনো খাবার, পানি, সঙ্গে বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প বইটি সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাক প্যাকে ঢুকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি। গন্তব্য ঠিক করেছি, সমুদ্র। ঘরের দরজা খুলতেই রোদের উপত্যকা হেসে আমাকে অভিবাদন জানায়। দেখতে ফুলের মতো ছোট্ট একটা মেয়ে চার চাকার সাইকেল চালাচ্ছে, ওর চুল বেগুনি রাবার দিয়ে বাঁধা, মুগ্ধ টানাটানা চোখ, ওর সাইকেলের ঘন্টি ঝুমঝুম বাজছে, কী সুন্দর শব্দ, আমি কান পেতে শুনি। মুক্ত বিহঙ্গের মতো মানুষ উদ্বেগহীন হাঁটছে। অনেকদিন বাদে যেন ময়ূরপঙ্খি নাওয়ে বৈঠা হাতে আমিও অনন্তের পথে ভাসছি। আমার ময়ূরপঙ্খির গায়ে আকাশের গভীর নীল আর প্রকৃতির গাঢ় সবুজ রঙ এসে দোল খাচ্ছে, আমার মুগ্ধতা ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ির সামনে পথের ধারে হরেক রঙের ফুল ফুটে আছে। ওদের রঙ, রূপ, রসে মনের অন্দরে নানান উপসর্গ এসে হাজির হয়। এই বয়সে সবকিছু কী আর মুখ ফুটে বলা যায়? আপনমনে খিলখিল হাসতে হাসতে ওদের ছুঁয়ে দিই। শূন্য চক্রাকারে একদল সাদা পাখি উড়ছে। ওদের চোখে, আমার চোখে, পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা যেন এক্কাদোক্কা খেলছে। নাগরিক ভিড়ের মধ্যে দেখি একজোড়া তরুণ-তরুণী, ওদের চোখে প্রশান্তি, আদর আদর মুখ, কোন শূন্যতা নেই, নেই কোন ক্লান্তি, কী নিবিড় মায়ায় হাত ধরে এগিয়ে চলছে। ওদের দিকে চেয়ে থেকে মস্তিষ্কের নিস্তব্ধে ভালোবাসার উপস্থিতি টের পাই। কী অনাবিল আনন্দে ওরা সম্পর্কের যত্ন করছে, আরো মজবুত করে সেলাই করছে ওদের বন্ধন। ওদের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে একটা ছায়া অনুভব করি, বসন্ত ছায়া। ছায়াটি ঘূর্ণির মতো আমার চারপাশে ঘুরঘুর করছে। ঘরের বাইরে এত ছায়া, সাদা মেঘের ছায়া, গাছের ছায়া, পাখির ছায়া, ফুলের ছায়া, মানুষের ছায়া, সম্পর্কের ছায়া, পৃথিবীর সর্বত্র শুধু ছায়া আর ছায়া। মিথ্যেমিছি চারদেয়ালের মধ্যে আমি বিষণ্ণতায় ডুবে ছিলাম। বাইরে কত আনন্দ! এতসব ছায়ার মায়া মাথায় নিয়ে পাবলিক বাসে চড়ে উড়তে উড়তে আমি পৌঁছে যাই আটলান্টিকের পাড়ে।

দিনটি ছিল উইক ডে। কর্মময় দিনেও এত মানুষ এসেছে সমুদ্রের কাছে, অবাক হয়ে দেখি। সারসের দল উড়ে উড়ে সমুদ্রে আগত অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছে। মন আমার ময়ূরের মতো নাচছে। ঘোরলাগা ঢেউয়ের শব্দে বুকের কিনারে ভেজা হাওয়ার হিল্লোল শরতের কাশফুলের মতো দোল খাচ্ছে। শেষ বিকেলের লালচে রোদে বালির উপরে কিশোরীর মতো দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যাই জলের কাছে। জল আমাকে বুকে তুলে নেয়, জলের অসীম আদরে শিহরিত হই। জল আমার চারপাশে ঘুঙুর পায়ে নাচতে থাকে। জলের বিমূর্ত নাচের ঠমকে আমিও দুলতে থাকি। দৃষ্টি যায় অদূরে, সমুদ্র ভাসছে। জানি, সমুদ্রে ভাসা জাহাজটি কোন বন্দরের টানে উথাল-পাথাল ভাসছে, কোথায় ফেলে এসেছে দূরগামী নাবিক তার ছায়া, মায়া, ভালোবাসা। কি জানি। জল আমাকে উসকে দেয়, আরো রাশি রাশি আনন্দে ডুবে যেতে প্রণোদনা দেয়। অদ্ভুত এক আনন্দে আমি থরথর কাঁপছি, বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতো হাসছি।

জল, হাওয়ায় যখন আমি মাতোয়ারা ঠিক তখনই শুনতে পাই কেউ আমাকে ডাকনাম ধরে ডাকছে। ডাকের উৎস খুঁজে দেখি কয়েক হাত দূরে প্রিয় লেখক বন্ধু লিমা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে, ইশারায় কাছে ডাকছে। অপ্রত্যাশিতভাবে ওকে পেয়ে আনন্দ বেড়ে দ্বিগুণ হলো।

অনেকক্ষণ ধরে তোকে দেখছিলাম, যেন পাখির মতো উড়ছিলি।

কাছে আসিস নাই কেন?

দূর হতে তোর হাসি দেখতে ভালো লাগছিল।

হুম, অনেকদিন পর হাসহীন লাগছিল রে।

এমন আনন্দে সবসময় থাকবি।

হ্যাঁ, আনন্দ ছাড়া জীবনে প্রাণ নেই। তবে আজকাল বয়স বাধা দেয়।

বয়স ভুলে আনন্দে ডুব দিবি।

সমুদ্রে এসে তা-ই মনে হলো আজ, আনন্দ করতে হলে ভুলে যেতে হয় বয়স।

কুশলাদি বিনিময় সহ টুকটাক গল্প শেষে আরো কিছু সময় ধরে দুই বন্ধু মিলে নির্বিকার চিত্তে সমুদ্রের বিশালতার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি এবং লিমা দুজনেই মিতভাষী বলে দেখা হওয়ার সময়টা যতটা উচ্ছ্বাসের ছিল কাছে আসার পর ততটা আমাদের মুখে আর কথা নেই। অনেক বছর ধরে আমরা বন্ধু, আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতারও অভাব নেই, একের প্রয়োজনে অপরে দৌড়ে যাই, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা বা দেখানোর বদলে আমরা নীরব থাকতেই পছন্দ করি। সূর্য ক্রমশ হেলে পড়ছে, দিনের আলো নিভে আসছে। জলের স্রোত কিছুটা অশান্ত হয়ে উঠেছে। লোকজন গোছগাছ শেষে ধীরে ধীরে সমুদ্র তীর হতে বিদায় নিয়ে গন্তব্যে হাঁটছে।

হঠাৎ খেয়াল করে দেখলাম শীতে কাঁপছি। পুরো বিকেল জলে ভিজে এখন রীতিমতো ঠকঠক কাঁপছি। আমার বেগতিক অবস্থা দেখে লিমা বলল, 'চল, দেখি কোথাও চা-কফি কিছু পাই কী না। আমি বললাম, এখানে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ও বলল, 'আমি বেশ আগে এসেছি, হেঁটে হেঁটে চারপাশ দেখেছি, কয়েকটা দোকান আছে সামনে, গিয়ে দেখি পাই কী না।' অতঃপর, আমরা সমুদ্র তীর ছেড়ে, জলের মায়া, সারসের ছায়া পেছনে ফেলে আঁধারের পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটতে থাকি চা-কফির খোঁজে। সেদিন যে ভরা পূর্ণিমা, জানা ছিল না। চার দেয়ালের মাঝে নিজেকে বন্দী করে কত কী যে ভুলতে বসেছি, হিসেব নেই। সোনার থালার মতো চাঁদটাও আমাদের সঙ্গ দিচ্ছিলো, সঙ্গে হাঁটছিলো, ছোটবেলার মতো।

সন্ধ্যা ততক্ষণে ঘন হয়ে এসেছে। লিমার চেনা দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাত নয়টার মতো তখন। বন্ধ দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুজনে অসহায়ের মতো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। আমি হতাশ হলেও লিমা হতাশ হওয়ার পাত্র নয়। ও খুব বুদ্ধিমতী। একটা পিজ্জা দোকানে ঢুকে, যেখানে চা-কফি বিক্রি হয় না, কেমন করে যেন ওদের রাজি করালো দুই কাপ চা করে দেয়ার জন্য। এই হলো আমার বন্ধু লিমা। কথা কম বলে, প্রয়োজনীয় কাজ ঠিকঠাক করে। আমরা ভেতরে গিয়ে বসি, চায়ের জন্য অপেক্ষা করি। পাশের টেবিলে চোখ যায়, দেখি একজন বিদেশি স্থিরদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এদেশে সাধারণত কেউ কারো দিকে এভাবে সরাসরি তাকিয়ে থাকে না। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই। আমরা কিছুটা হকচকিয়ে যাই এমন দৃশ্যে। লিমাকে চিমটি কেটে বললাম, তোকে দেখছে, কেমন করে পিজ্জা স্টোরে চায়ের ব্যবস্থা করলি। ও হেসে আমার কথা শুনে। কিছুক্ষণ পর আমাদের কাঙ্ক্ষিত কফি এলো। আমরা আয়েশ করে চুমুক দিতে গিয়ে দেখি, লোকটি তখনও তাকিয়ে আছে, আমরা তাকাতেই এবার হাত তুলে হাই বলল। পৃথিবীতে সব ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি হয়। আমরাও এবার সহজ হই, হাসিমুখে প্রত্যুত্তরে হাত তুলি। এরপর লোকটি আমাদের টেবিলে এসে বসে, পরিচিত হই। কাউন্টার থেকে আরেকটি কাপ চেয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কফি ভাগ করে নিই। আমাদের গল্প জমে উঠে। শিশুদের যেমন সময় লাগে না অপর শিশুর সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে, তেমনি বয়স্ক মানুষেরও সময় লাগে না অপর বয়স্কের সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুলতে। লোকটির কপালে একটি কাটা দাগ রয়েছে, চুলগুলো সোনালি আঁশের মতো, পোশাক খুব পরিপাটি, মুখাবয়বজুড়ে একটা শান্ত ভাব রয়েছে। আমরা ভেবেছি লোকটি আমাদের প্রজন্মের হবে। গল্পচ্ছলে জানতে পারি তাঁর বয়স সাতাশি বছর, দুই মাস পর উনি আটাশি হবেন। আমাদের থেকে উনি পঁচিশ বছরের বড়। তাঁর শারীরিক কাঠামো দেখে বুঝতেই পারি নি এত বয়স হয়েছে। তাঁর উচ্ছলতা, প্রাণচাঞ্চল্য আমাদের স্পর্শ করে। জানতে চাই, এই প্রাণশক্তি ধরে রাখার রহস্য কী?

উত্তরে তিনি বললেন, 'মানসিক শান্তি।'

লিমা বলল, 'এই অস্থির সময়ে মানসিক শান্তিতে থাকা তো কঠিন।'

তিনি বললেন, 'খুব সহজ।'

আমরা সমস্বরে বলি, কীভাবে?

তাঁর উত্তর ছিল, 'যা মানসিক শান্তি বিনষ্ট করে তা এড়িয়ে যাওয়া, এবং নিয়মিত শরীর চর্চা করা। আর হ্যাঁ, মনোযোগটা শুধু নিজের দিকেই দিতে হবে। এতে নিজেও স্বস্তিতে থাকা যায়, পাশের মানুষকেও শান্তিতে রাখা যায়।'

লোকটির কথা বলার ভঙ্গিমা ছিল শিশুর মতো। তার মুখে কোন বিষাদ নেই। আমরা তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকি, কিংবা নিজেদের জীবন ভেবে উদাস হয়ে পড়ি কিছু সময়ের জন্য। এদিকে ক্লান্তি আমাদের তাড়া করছিল। গোটা দিনের ধকলে দুজনেই নেতিয়ে পড়েছি। আমাদের ক্লান্ত মুখ লোকটির আলাপ থামিয়ে দেয়, বুঝতে পারি। তার কমনসেন্সও অনুকরণীয়। তার জায়গায় বেশিরভাগ বাঙালিই গল্প চালিয়েই যেত। যা-ই হোক, তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গন্তব্যে পা চালাই। লিমা আমাকে বাসে তুলে দিয়ে ওর গাড়ির দিকে চলে যায়।

ঘরে ফিরে ফ্রেশ হয়ে সমুদ্রের গন্ধ মেখে, প্রকৃতি ও মানুষের ছায়া, মায়া, প্রেম শরীরে জড়িয়ে বিছানায় এলিয়ে দিই নিজেকে। জানালার পর্দা ভেদ করে চাঁদের আলো এসে খেলছে আমার সঙ্গে। পূর্ণিমার আলোতে আমার মুখ সাদা বিছানা ভেসে যাচ্ছে। থোকা থোকা জোৎস্নার আলোতে শরীরের প্রতিটি ভাঁজ ফুটে উঠেছে ফুলের মতো। আমার সর্বাঙ্গে আনন্দ প্লাবিত হচ্ছে সমুদ্রের অথই ঢেউয়ের মতো। বাতাসে বিস্তীর্ণ বেলিফুলের ঘ্রাণ, প্রথম যৌবনের মতো শিহরিত হই। বহুদিন, মাস, বছর ধরে ক্ষয়ে যাওয়া শরীর, মন, পাখনা মেলে নিঃসীম আকাশের দিকে উড়তে শুরু করেছে, যেখানে শুধু আলো আর আলো। প্রায় মৃত মনে নতুন আলোর বন্যা বয়ে যায়। দিনভর আমি প্রাণ খুলে হেসেছি, কথা বলেছি, আজ আমি সুখি। অসুখী মানুষের তালিকা থেকে নিজের নামটা সরিয়ে ফেলি। বড় নির্ভার লাগে। প্রবল ভালোবাসার আবেশে চোখজোড়া বুঁজে আসে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, নিউইয়র্ক।

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

আল্লাহ যাদের অপছন্দ করেন

২১ পৃষ্ঠার পর

(সা.) তাঁর সাহাবিদের ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা বলেন, হারাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তা হারাম করেছেন। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তির ১০ জন নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া জঘন্য অপরাধ। *(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১০২)।*

অত্যাচারী শাসক

অত্যাচার মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শুধু ফাটলই সৃষ্টি করে। গৃহকর্তা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান, কারো জন্যই এটি হালাল নয়। রাসুল (সা.) হাদিসে কুদসিতে আল্লাহর কথা বর্ণনা করে বলেন, 'হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম কোরো না।' *(মুসলিম, হাদিস : ৬৭৩৭)*

মহান আল্লাহ আমাদের এসব অন্যায় থেকে দূরে রাখুন। আমিন।

দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে নবীজির ৯ নির্দেশনা

২১ পৃষ্ঠার পর

উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। পরিবারের জন্য তারা পরস্পর সম্পূরক। হাদিসের আলোকে দাম্পত্য জীবন সুখী ও মধুময় করে তোলার এবং একজন দায়িত্বশীল ও সফল স্বামীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ৯ উপায় তুলে ধরা হলো-

১: স্ত্রীর প্রশংসা করা: রাসুল (সা.) স্ত্রীদের প্রশংসা করতেন। ভালো কাজের জন্য শুকরিয়া জানাতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি রাসুলের (সা.) স্ত্রীদের মধ্যে থেকে খাদিজার (রা.) চেয়ে অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি বেশি ঈর্ষাপোষণ করিনি। কারণ, রাসুল (সা.) প্রায় তার কথা স্মরণ করতেন এবং তার প্রশংসা করতেন'। *(বুখারি: ৫২২৯)।*

২: দোষ গোপন রাখা: আমরা অনেক সময় অন্যের কাছে নিজের প্রিয় মানুষের সমালোচনা করে বেড়াই। এতে করে সংসারে কলহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং সুখ-শান্তি চলে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা অগ্র-পশ্চাতে দোষ বলে বেড়ায়'। *(সুরা হুমাজাহ: ১)।*

৩: গোপনীয়তা ফাঁস না করা: স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস জঘন্যতম পাপ। নিজেদের একান্ত বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করা গর্হিত অপরাধ। রাসুল (সা.) বলেন, 'কেয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট পর্যায়ের যে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সঙ্গে মিলিত হয়, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়'। *(মুসলিম: ৩৪৩৪)।*

৪: নিজেকে পরিপাটি রাখা: পুরুষরা তাদের সঙ্গিনীকে সুন্দরভাবে দেখতে পছন্দ করে। ঠিক একইভাবে তারা তাদের সঙ্গীকেও সুন্দরভাবে দেখতে পছন্দ করে। রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি আমার স্ত্রীদের জন্য এমনই পরিপাটি থাকা পছন্দ করি, যেমন আমি তাদের ক্ষেত্রে সাজগোজ করে থাকতে পছন্দ করি'। *(বায়হাকি: ১৪৭২৮)।*

৫: ঘরের কাজে সহযোগিতা করা: কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যখনই ঘরে ফিরবেন তখন একটু সময় বের করে চেষ্টা করবেন স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করার। বিশেষ করে ছুটির দিনগুলিতে দু'জনে ঘর গোছানোর কাজ শেয়ার করে নিন। আসওয়াদ (রহ.) বলেন, আমি হজরত আয়েশাকে (রা.) জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা.) ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর নামাজের সময় নামাজে চলে যেতেন'। *(বুখারি: ৬৭৬)।*

৬: ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা: স্ত্রীর জন্য সামর্থ্যানুযায়ী ভরণপোষণের ব্যবস্থা করুন। এক্ষেত্রে কৃপণতা পরিহার করে সাওয়াবের আশা রাখুন। রাসুল (সা.) বলেন, 'সাওয়াবের আশায় কোনো মুসলিম যখন তার পরিবার পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তা তার সদকা হিসেবে গণ্য হয়'। *(বুখারি: ৫৩৫১)।*

৭: মারধর না করা: স্ত্রীদের মারধর করা চরম অন্যায় আর নিম্ন মানসিকতার পরিচয়। আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদের গোলামের মতো প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সঙ্গে তো মিলিত হবে'। *(বুখারি: ৫২০৪)।*

৮: স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসুন: স্ত্রী যখনই আপনার সামনে আসবে তখনই তাকে মুচকি হাসি দিয়ে সম্ভাষণ জানান। বেশিরভাগ সাক্ষাতের সময়, আর বিদায়ের সময় নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে বেঁধে রাখুন কিছুক্ষণ। ভেবে দেখুন, আপনার স্ত্রী যদি সবসময় আপনাকে হাসি-খুশি দেখে তাহলে আপনার জীবন কেমন সুখময় হবে!

৯: স্ত্রীকে সুন্দর নামে ডাকা: আপনার জীবনসঙ্গিনীকে ডাকার জন্য খুব সুন্দর একটা উপনাম নির্বাচন করুন। কখনও তাকে কোনো বাজে নামে বা মন্দ শব্দে ডাকবেন না। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) ভালোবেসে কখনো কখনো আমার নাম হুমায়রা বা লাল গোলাপ বলে ডাকতেন। *(ইবনে মাজাহ: ২৪৭৪)।*

লেখক: শিক্ষার্থী, শায়েখ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।

নিউইয়র্কে সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদ গঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

রেষ্টুরেন্টে সিরাজুল আলম খাঁনের অনুসারীদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ,বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক রহস্যময় আড়ালের পুরুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণ পুরুষ সিরাজুল আলম খাঁনের জীবন,রাজনৈতিক আদর্শ, নীতি ও কর্মকান্ড নিয়ে এই কমিটি কাজ করবে বলে নতুন কমিটি জানান।

পুলিশের অভিবাসী ক্রিকেটে সন্দ্বীপ চ্যাম্পিয়ন

৩ পৃষ্ঠার পর

অংশগ্রহণকারীদের বয়সীমা ১৪ থেকে ১৯ বছর এবং তারা সবাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের সন্তান। পুরস্কার বিতরণ করেন এনওয়াইপিডি কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর ইন্সপেক্টর ভিক্টোরিয়া পেরি, ক্যুইন্স সাউথের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ কেভিন উইলিয়ামস ও ইয়ুথ সার্ভিসেস অ্যান্ড কমিউনিটি এনগেজমেন্ট পরিচালক আলাদিন ফস্টার। ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ছিলেন এনওয়াইপিডি ইমিগ্র্যান্ট আউটরিচ ইউনিটের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সার্জেন্ট মোহাম্মদ শফিক।

প্রসঙ্গ,প্রতি বছর জুলাই ও আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টে ৩০০ থেকে ৪০০ তরুণ অংশ নেয়।

অভিবাসী যুবকদের নিয়ে ২০০৭ সাল থেকে এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে নিউ ইয়র্ক পুলিশ বিভাগ।

বিয়ানীবাজারে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সদস্য বা সদস্যার রশিদ থাকলে তাদের সংযোজন ও সংশোধন অগণতান্ত্রিক নয়। এমতাবস্থায় সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যার প্রতি আহবান বিভ্রান্ত হবেন না। আসুন সমিতির আসন্ন নির্বাচনকে সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করি।

মাইকে আজানের অনুমতি

১ পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘদিন যাবত দাবি জানাচ্ছিল। তারা আইন মেনে আজান দিতে চেয়েছেন। আমরা তাতে স্পষ্টতা আনার জন্যই এ ঘোষণা দিচ্ছি। মেয়রের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সিনিয়র লিয়াজোঁ অফিসার মোহাম্মদ বাহি বলেছেন, মুসলমানদের কাছে আজানের অপরিসীম তাৎপর্য রয়েছে। যা এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা'র (মুনা) ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এটি অবশ্যই মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদ। তবে এ অধিকারের চর্চা আমাদের সতর্কতার সাথে করতে হবে। অন্য কমিউনিটির লোকজন যেন বিরক্ত না হন, কিংবা আপত্তি না তোলেন সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিবেশিদের সাথে সমন্বয় রেখে আমরা এ কাজটি করবো। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথেও মসজিদগুলোর সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। আযানের ভল্যুম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারলে কোন সমস্যা হবে না। সীমিত আকারে হলেও মেয়রের এ ঘোষণায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা খুশি হয়েছেন।

ট্রাম্প নির্বাচন করতে পারবেন না

১ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। সংবিধানের এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি সংবিধানকে সমুন্নত রাখার শপথ গ্রহণ করে একবার অফিসে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু এর বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের' মতো কর্মকাণ্ডে 'লিপ্ত' হন তবে তিনি আর সেই অফিসের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। গৃহযুদ্ধ পরবর্তীকালে সংবিধানে সংযোজিত এই সংশোধনীটির উল্লেখ করে আইনবিদরা বলছেন, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেয়ার লক্ষ্যে ক্যাপিটল হিলে হামলা চালাবার জন্য ট্রাম্প তার সমর্থকদের প্ররোচিত করতে যে ভূমিকা পালন করেছেন তাতে এই বিধানটি তার ওপরে প্রযোজ্য। সংবিধানের এই বিধিনিষেধ সত্ত্বেও নির্বাচন কর্মকর্তারা যদি ব্যালট পেপারে ট্রাম্পকে স্থান দেন তবে তার বিরুদ্ধে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার ঘোষণা দিয়েছে দুটি নন প্রফিট উদারনৈতিক সংস্থা। তাদের এই ঘোষণার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকমহল। তারা মনে করছেন এই একটি সংস্থাই নয়, এর সূত্র ধরে দেশ জুড়ে আরো অনেক মামলা এ ব্যাপারে দায়ের হতে পারে এবং চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট অব্দি গড়াতে পারে। এবং এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে হবে ২০২৪ সালের প্রাইমারি চলাকালের সময়ের মধ্যে। উল্লেখ্য, নির্বাচন প্রার্থী হিসেবে রিপাবলিকান দলীয়দের মধ্যে ট্রাম্পই এখনও সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে ফৌজদারি মামলাগুলি চলছে তা ইতোমধ্যেই তার মনোনয়ন প্রক্রিয়াকে আইনগত দিক দিয়ে এক জটিল ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিয়ে গেছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

নিউইয়র্কে এসাইলাম প্রার্থীদের দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট দাবি

১ পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকার সংগঠন। তারা ফেডারেল সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, নতুন এই অভিবাসীরা ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের অর্থনীতিকে সহায়তা দিতে পারে। নিউইয়র্কের ওয়ার্কফোর্সে সংযোজিত হতে পারে তাদের দক্ষতা ও মেধা। মেয়র এরিক এডামস ও গভর্নর ক্যাথি হোকুল এসাইলিদের জন্য ওয়ার্ক পারমিট ইস্যুতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার জন্য ইতোমধ্যেই ফেডারেল সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ক্যাথি হোকুল মাইগ্র্যান্টদের এই জনস্রোত মোকাবেলা ও তাদের দক্ষতা কাজে লাগানোর জন্য দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে চিঠিও লিখেছেন। উল্লেখ্য স্বাভাবিক গতিতে একজন এসাইলাম প্রার্থীর ওয়ার্ক পারমিট পেতে ১ থেকে ২ বছর লেগে যায়।

নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন গত ২৪ আগষ্ট এক সংবাদ সম্মেলনে সম্প্রতি আগত এসাইলাম প্রার্থীদের জন্য টাস্কফোর্স গঠনের আহবান জানিয়েছে। এর আওতায় এইসব এসাইলিদের 'অস্থায়ী প্রোটেকশন স্ট্যাটাসের' সম্প্রসারণের কথাও তারা বলেছে। এতে তারা দ্রুত ওয়ার্ক পারমিট পেতে পারবে। ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এসাইলিদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি, তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, সোশ্যাল সাপোর্ট, স্বাস্থ্য ও আইনগত সহায়তা মানবিক আবেদনের অংশ। কিন্তু ফেডারেল সরকার নিউইয়র্কের আকাশচুম্বি মাইগ্র্যান্ট সংকটকে আমলে নিচ্ছে না। আমরা বাইডেন প্রশাসনকে নিউইয়র্কের সংকট মোকাবেলায় এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ওয়েনি যো।

ভুল পথে চলছে নিউইয়র্ক!

১ পৃষ্ঠার পর

যে তাদের শতকরা ৪০ ভাগই অন্য স্টেটে চলে যাওয়ার চিন্তা করছেন। সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র ধরা পড়েছে সিটির ব্রুকলিন কাউন্টির দল নিরপেক্ষ ভোটারদের মধ্যে। তাদের শতকরা ৭০ ভাগই স্টেট ত্যাগ করার পরিকল্পনায় আছেন। 'ইউনাইট নিউইয়র্ক ভোটার এমপাওয়ারমেন্ট ইনডেক্স' নামক সংগঠনটি জরিপ চালিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

এই সামারে সংস্থাটি ৮ শত ইন্ডিপেনডেন্ট ও নন পার্টিজান ভোটারদের মধ্যে জরিপ চালিয়েছে। গত সোমবার তা প্রকাশ করেছে জনসন্মুখে। তাদের জরিপ অনুযায়ী ভোটারদের অভিমত নিউইয়র্ক স্টেট ভুল দিকে পরিচালিত হচ্ছে। তারা মনে করছেন, মাইগ্র্যান্ট ইস্যুতে নিউইয়র্ক সিটি ও স্টেট ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সংগতি ও লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট না থাকার পরও লক্ষাধিক মাইগ্র্যান্ট সিটিতে বসবাস করছে। মেয়র এরিক এডামস তা সামাল দিতে পারছেন না। ফেডারেল গভর্নমেন্ট এর কাছে ধর্না দিয়ে সাড়াও পাচ্ছেন না। নিউইয়র্ক সিটির প্রাণকেন্দ্র ম্যানহাটন বসবাস ও চলাফেরার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আর আইনশৃংখলার অবনতি মারাত্মক আকার ধারন করেছে। স্টেটের জনপ্রতিনিধিরা একই পদে যুগের পর যুগ নির্বাচন করছেন। পাবলিক অফিসের জন্য অবশ্যই মেয়াদ নির্ধারিত থাকা উচিত বলে তারা মনে করেন। যেমনটি রয়েছে প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে। গভর্নর, স্টেট এসেমব্লিম্যান ও সিনেটর পদের নির্বাচনে টার্ম লিমিট করার পক্ষে তারা অভিমত দিয়েছেন। 'ইউনাইট নিউইয়র্ক ভোটার এমপাওয়ারমেন্ট ইনডেক্স' এর পরিচালক পরিচালক টম ডান বলেছেন, ভোটারদের বড় একটি অংশ দল নিরপেক্ষ। তারা নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে হতাশ। আমি উভয় দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহবান জানাবো, নিউইয়র্ক সঠিক পথে পরিচালনায় বাইপার্টিজান উদ্যোগ নিন। নইলে ক্ষুব্ধ নিউইয়র্কাররা অন্য স্টেটে মাইগ্রেট করবে। তিনি বলেন, জরিপে গভর্নর হোকুলের জনপ্রিয়তা তলানিতে ঠেকেছে। শতকরা ৪৬ ভাগ ভোটার তার ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেছে। ৪০ ভাগ তার পক্ষে। বাকীরা কোন মতামত দেননি।

বিরাট মূল্যহ্রাস
BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ২টি কালার চিকেন ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
৩টি রেড হার্ড চিকেন $14.99
৬টি রেড/ব্লাক চিকেন কিনলে ১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
আরো রয়েছে কোয়েল, কবুতর, তিতি মুরগী, বালিহাঁস, রেগুলার হাঁস, চাকার পাখি, রাতা মোরগ, কোয়েল ডিম, হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম, অর্গানিক ডিম
স্পেশাল সেল
৩টি
রেড হার্ড চিকেন
$14.99
SBNY
Shariah Board New York
HALAL MONITORING SERVICES
HMS
CERTIFIED HAND ZABIHA
শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক একমাত্র
অনুমোদিত হালাল পোলট্রি মার্কেট
আমাদের রয়েছে শরীয়াবোর্ড অনুমোদিত
প্রতিদিন জবেহকৃত গোট ও বিফ
এছাড়াও এখানে পাবেন সকল ধরণের বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত মাছ
ইলিশ, রুই, কাতল, মৃঘেল, কোরাল, গলদা চিংড়ী, কই, বাইলা,
মলা, কাচঁকিসহ বিভিন্ন ধরণের মাছ
শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য
প্রতিদিন স্পেশাল : বিফ উইথ বোর্ন $2.99
EBT & Foodstamp
MasterCard VISA AMERICAN EXPRESS DISCOVER
BENEFIT
Open 7 Days: 8:00am to 7:00pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205-7200 | 718.205.8262

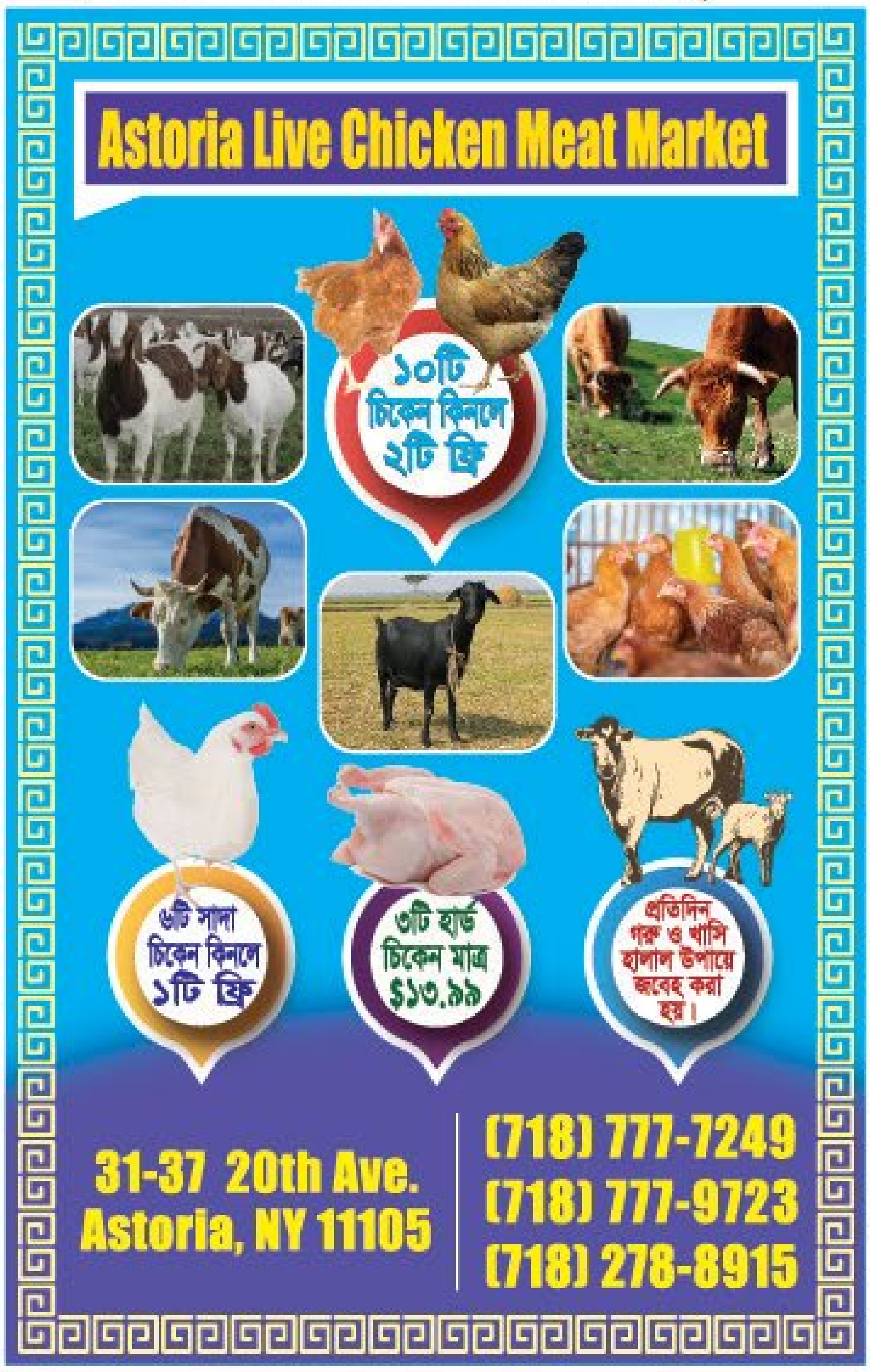

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের বার্ষিক বনভোজন

৬২ পৃষ্ঠার পর

রফি, মীর্জা রাজীব আহমদ, ফাহমিদা বেগম শাম্মা, ফাতেমা চৌধুরী, মওদুদ পাশা,হারুন রশীদ মামুন। বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন ও আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পিকনিকে সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের সাবেক নেতা সারওয়ার জাহান শাহিন, শাহাব উদ্দিন,মোঃ মেহবুব, মামুন আহমেদ প্রয়াত কমুনিটি ব্যক্তিত্ব মিশফাক আহমদ মিশুকে মরণোত্তর সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সম্মাননা স্মারক পড়ে শোনান সংগঠনের সাধারন সম্পাদক আর.সি টিটো। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালি,সাধারন সম্পাদক

মইনুল ইসলাম, এম. সি. কামাল,সারওয়ার জাহান শাহিন,মোজাফফর আহমেদ মন্জু, মোঃমেহবুব, শাহাব উদ্দিন, মামুন আহমেদ, মোঃ মহিউদ্দীন,মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস,মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী, আতাউর রহমান সেলিম, ফজলুর রহমান,এবাদ চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, শেখ আতিক, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, মনজুর চৌধুরী, মামুনুর রশীদ শিপু, জুলকার নাইন জায়গীরদার, তোফায়েল চৌধুরী, বশির আহমেদ,মুশাহিদ রাশিদ প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য প্রদর্শনী, অতিথিদের মধ্যে উপহার সামগ্রী (টি-শার্ট,হাতপাখা ,যায়নামাজ) বিতরণ, র‍্যাফাল ড্র,মহিলাদের জন্য মিউজিক্যাল চেয়ার, ও ছেলে মেয়েদের দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহমাহবুব।

জাবি এলামনাইয়ের আনন্দমুখর চড়ুইভাতি

৬২ পৃষ্ঠার পর

পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাপতি শমিত মন্ডল,সাধারণ সম্পাদক সম্পাদক নুরুরে মাকসুদ নবনী সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সমিত, পলিন , পিটু, শামীম, অয়ন, ফয়সাল, পান্থ, সুব্রত প্রমুখ।

শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার আহবান জানিয়ে গাইবান্ধা সোসাইটির গণস্বাক্ষর

৩ পৃষ্ঠার পর

শুদ্ধভাবে বাংলা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, শেষ দিন গণস্বাক্ষরের প্রতীকী চিঠি আনুষ্ঠানিক ভাবে নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসের ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান এবং নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামসের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মানের হাতে তুলে দেয়া হয়।

গাইবান্ধা সোসাইটি আয়োজিত এবং শাহ্ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় গণস্বাক্ষর কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কন্ঠযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত রথীন্দ্রনাথ রায় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুল আউয়াল দুলালের সভাপতিত্বে দুইদিন আলোচনায় অংশ নেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, প্রবাসের রাজনৈতিক মোর্শেদ আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার, হলেন আরা বেগম (?), সাংস্কৃতিক কর্মী মুজাহিদ আনসারী ও ওবায়দুল্লাহ মামুন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মিথুন আহমেদ, শাহ ফাউন্ডেশনের সিইও শাহ্ জে.চৌধুরী, প্রগ্রেসিভ ফোরামের জাকির হোসেন বাচ্চু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবেদ বারী টুটুল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রাব্বী সৈয়দ, সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান, ছাত্র নেতা জহুরুল হোসেন (?), সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল আজম প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন গাইবান্ধা সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান। শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য গাইবান্ধা সোসাইটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তরা বলেন, নিউইয়র্কে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নির্বাচন কমিশন, পরিবহন বিভাগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর ধরে বাংলা ভাষা ভুলভাবে লেখা হচ্ছে। এসব প্রতিটি বিভাগে তাদের ভুলগুলো শুধরে নেয়ার জন্য, তাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনদিনের গণসংযোগ কর্মসূচিতে ছিলেন নাজমা শওকত, প্রতীমা সরকার, আনি রহমান, তুহিন মাহফুজ, প্রশান্ত সরকার, মুক্তি সরকার, বিপুল সাহা, পাপি ঘোষ, মনিরুজ্জামান মনির, লিপন প্রমুখ। গণস্বাক্ষর কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক দীলিপ মোদক বলেন, ৫২ সালে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে পেরেছি। সেই ভাষা বিদেশের মাটিতে বিকৃতভাবে ব্যবহৃত হলে আমরা আহত হই। যার জন্য আমরা ভাষা শুদ্ধ করে লেখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সদস্য সচিব ফাহমিদা চৌধুরী শুভ্রা (?) বলেন, নিউইয়র্ক স্টেটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাংলা অশুদ্ধভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা রাতারাতি ঠিক করা সম্ভব না। তাই আমরা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তিনদিনের গণস্বাক্ষর কর্মসূচীতে দেড়সহস্রাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী স্বাক্ষর করেছেন বলে জানান আয়োজক সংগঠন। তারা আরও জানান, সিটির মেয়রকে নিউইয়র্ক স্টেটের সর্বস্তরে বাংলা শুদ্ধভাবে লেখার আহবান জানানোর জন্য নিউইয়র্ক সিটির মেয়রসহ যে যে প্রতিষ্ঠানে বাংলা ব্যবহার ভুলভাবে করা হচ্ছে সেখানে গণস্বাক্ষর কর্মসূচীর চিঠি প্রদান করা হবে।

ইউনূস খালেদা ফখরুলের চরিত্র হনন কেন?

৬ পৃষ্ঠার পর

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী। তিনি দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। দেশের নারীদের ক্ষমতায়ন, মেয়েদের শিক্ষার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের উন্নয়নে তার রয়েছে অসামান্য অবদান। তিনি স্বাধীনতার ঘোষক ও দেশের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী। মুক্তিযুদ্ধে তারও রয়েছে অবদান। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার তার ইমেজকেও ক্ষুণ্ন করে দেয়ার সব অপপ্রচার চালিয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে। ২০১৮ সালে ফরমায়েশি রায়ে তাঁকে অন্যায় সাজা দিয়ে 'রাতের ভোট' সম্পন্ন করে ক্ষমতা কব্জা করে রাখে সরকার। খালেদা জিয়া একজন প্রবৃদ্ধ মহিলা। বয়স ৭৮ বছর পার হয়েছে। দেশের এই বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে উন্নত চিকিৎসার সুযোগটুকুও দেয়া হচ্ছে না। বর্তমানে তিনি ঢাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসকরা তাকে বিদেশের অ্যাডভান্স সেন্টারে নিয়ে চিকিৎসার সুপারিশ করলেও সেই সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। এ অবস্থাতেও তার মানহানির উদ্দেশ্যে 'এতিমের টাকা আত্মসাৎ'র কথিত ও মিথ্যা অভিযোগ ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তারা। বাংলাদেশের একজন পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক হিসেবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পরিচিত। বর্তমানে দখলদার সরকারের পতনের দাবিতে দেশব্যাপী এক দফার আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলনে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন মির্জা ফখরুল। লাখ লাখ লোকের মহাসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করছেন। তার বক্তৃতায় মানুষ অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত হচ্ছে। এটা সহ্য হচ্ছে না সরকারের। তাই তার ভাবমূর্তি ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছে সরকার। মির্জা ফখরুল ও তার স্ত্রী অসুস্থ। সিঙ্গাপুর তারা থেকেছেন চিকিৎসা করতে। হঠাৎ দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণতহবিলের সহায়তার নামে একটি ৫০ লাখ টাকার চেক তাদের হাতে তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তারা নাকি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এই টাকা নিয়েছেন। এর দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন মির্জা ফখরুল। ফেইসবুক স্ট্যাটাসে বিভিন্ন পত্রিকায় সিঙ্গাপুর থেকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মির্জা ফখরুল বলেছেন, 'মির্জা ফখরুলদের কখনো কেনা যায় না। মির্জা ফখরুল বিক্রি হয় না। বাপের জমি বিক্রি করে আমি রাজনীতি করি এবং চিকিৎসার খরচ চালাই।' তিনি বলেন, দেশের মানুষ জানে, আওয়ামী লীগ প্রোপাগান্ডা চালানোর মেশিন। এরা প্রোপাগান্ডা চালাবে এবং তাদের কোনো প্রোপাগান্ডাই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে না। তিনি আরো বলেন, 'আওয়ামী লীগ সবাইকে নিজেদের মতো বিক্রয়যোগ্য পণ্য মনে করে। মির্জা ফখরুলরা টাকার জন্য রাজনীতি করে না, তাদের কেনা যায় না।' তিনি এটিকে আওয়ামী লীগের একটি পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা উল্লেখ করে বলেন, আন্দোলনকে বিপথগামী করা এবং নেতাকর্মীদের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্যই তারা এমন চরিত্র হননের পথ বেছে নিয়েছে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব।

একজন পুতিন ও রাশিয়ার জনগণ

১২ পৃষ্ঠার পর

১৯৯৯ সালে বরিস ইয়েলৎসিনের পর রাশিয়ার হাল ধরেন ভ্লাদিমির পুতিন। তারপর থেকেই পুতিন রাশিয়ার গৌরব ফেরাতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রের পথ বেছে নেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলেও অক্ষুণ্ন ছিল নিরাপত্তা সংস্থা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের শক্তি। ক্ষমতায় আসার পর পুতিন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসান নিজ অনুগতদের। তারাই আজ আবধি পুতিনকে তার স্বৈরতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। পুতিন নির্বাদ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বললেও ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য সংবিধান সংশোধন করে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক ধারা যুক্ত করেছেন। পুতিন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাশিয়ার নির্বাচন ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রতিবার সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হলেও পুলিশ দমন-নিপীড়ন করে মিছিল সমাবেশ বন্ধ করে। পুতিনের কট্টর সমালোচক বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ রয়েছে পুতিনের বিরুদ্ধে। একটি তদন্তেও ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের (এফএসবি) এজেন্টরা এর সাথে জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর তথ্য অনুযায়ী নাভালনিকে 'ভ্লাদিমির পুতিন সবচেয়ে বেশি ভয় পান'।

রুশ সংবিধানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকলেও বিভিন্ন আইন, আমলাতান্ত্রিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। পুতিনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সমালোচকদের মতে, রাশিয়ায় তথ্যের সংস্কৃতি তৈরি করেছেন পুতিন। ২০২১ সালে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স এর প্রেস ফ্রিডম এর সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে রাশিয়ার অবস্থান ১৫০তম। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের ক্রিমিয়া দখলের পর থেকে গণমাধ্যমের ওপর বিধি-নিষেধ আরও কঠোর করেছে রুশ সরকার। সামাজিক মাধ্যমসহ ইন্টারনেটের উপরও কড়া বিধি-নিষেধ রয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, রুশ কর্তৃপক্ষ সামাজিক মাধ্যম কোম্পানির উপর চাপ বৃদ্ধি করছে। বিশেষভাবে সরকার বিরোধী খবর ওয়েবসাইট থেকে বাদ দিতে চাপ দিচ্ছে। ২০২১ সালের ১০ জানুয়ারি সামাজিক মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে একটি আইন পাস করে। সরকার ঘোষিত অবৈধ কনটেন্ট বন্ধে ব্যর্থ হলে ওই কোম্পানিকে বার্ষিক আয়ের দশ ভাগ জরিমানা দিতে হবে। অবৈধ কন্টেন্টের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে-অপ্রাপ্তবয়স্কদের সরকার-বিরোধী সমাবেশে যোগদানের আহ্বান, আন্দোলনকারীদের প্ররোচনা এবং ওই সব বিক্ষোভ দমনে পুলিশি হামলার কথা প্রচার করা। পুতিনের শাসনামলে সামাজিক দমন-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বহু নাগরিক দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ২০১৩ সালে এক লাখ ৮৬ হাজারের বেশি রুশ নাগরিক দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। সেখানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুবিধামতো প্রয়োগ হয়। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকারের বিষয়ে কথা বলা প্রতিষ্ঠান, আইন ও রীতিনীতি আছে। চীন ও রুশ রাষ্ট্রে আজঅবধি মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রায় অনুপস্থিত। এই রাষ্ট্র দুটিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় না। সামরিক সম্ভার, জ্বালানি এবং সামরিক সক্ষমতা ছাড়া রাশিয়া বৈশ্বিক রাজনীতিতে অপাংক্তেয় হয়ে আছে। চীন পৃথিবীকে দিচ্ছে অপ্রয়োজনীয় একবার ব্যবহার্য সস্তা বস্তু। এরা আগামী দুনিয়ার জন্য পরিবেশ দূষণ, পেটেন্ট চুরি আর সাম্রাজ্যিক নীতির নাথে কর্তিকাদিদের বিপুল গণহত্যার ক্রেডিট সৃষ্টি করছে। পুতিনের দানবীয় ভাবমূর্তির কারণে কোনো দেশই তাঁর উপস্থিতিকে স্বাগত জানাতে পারছে না। এ ধরনের পরিস্থিতির মুখে আগামী অক্টোবরে তাঁর মেইক্সিং সফরে যাওয়ার কথা। লক্ষ্য করার বিষয় সেখানে পুতিন কিভাবে সমাদৃত হন।

লেখক: কবি, কলামিস্ট, নিউইয়র্ক।

বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত-চীন টানাটানি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ক সিনিয়র বিশ্লেষক ও প্রফেসর ডেরেক গ্রোসম্যানের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে থিংক ট্যাংক র‍্যান্ড কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে। তার ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদন। এতে বাংলাদেশ অংশে ডেরেক গ্রোসম্যান বলেছেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশকে (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) সামরিক সমর্থন দিয়েছিল ভারত। এজন্য তারা ঋণী। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎগতিতে হঠাৎ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে চীন।

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ঢাকা সফর করেন। তখন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) চুক্তি স্বাক্ষর হয় প্রায় ২৪০০ কোটি ডলারের। তবে মাত্র দিয়ে বাংলাদেশকে দেয়া সবচেয়ে বড় বিদেশি ঋণদাতা হয়ে ওঠে চীন। অন্যদিকে ২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ২০০ কোটি ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে বেইজিং এবং নয়া দিল্লি উভয়েই। চট্টগ্রাম এবং ঢাকার মধ্যে ট্রানজিট সময় কমিয়ে আনার জন্য গত বছর পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্মাণকাজ শেষ করে চীন। উপরন্তু উভয় দেশই বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পায়রা বন্দর উন্নয়নে লেগে আছে। বিআরআইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সড়ক, রেল অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ গ্রিড উন্নয়নে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীন। র‍্যান্ড কর্পোরেশন বলছে, এখন এখানে শীর্ষ বাণিজ্যিক অংশীদার চীন। সব প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হয়ে উঠেছে ভারত। মনে হয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই দুই প্রতিবেশী যে অর্জন করেছে, তা অন্য যেকোনো অর্জনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তিনি আরও বলেছেন, চীন হলো বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কে বন্ধু, বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে। অন্যদিকে ঐতিহাসিক কারণে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভিন্ন এক পর্যায়ের। ফিঃ২৩ সামিটে আগামী মাসে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। বাংলাদেশে প্রায় ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। তাদের সঙ্গে নয়া দিল্লির ঐতিহ্যগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ফলে এসব দেশিভেদের বিষয় সন্দেহাতীত। একইভাবে চীনের জুলভাবেও ভূমিকা রেখেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ২০১৬ সালে শি জিনপিং যখন ঢাকা সফর করেন তখন বিআরআইভুক্ত প্রকল্পগুলো স্বাক্ষর হয় ছিল। তবে আগ্রাসী ঋণগ্রহণকে কতগুলো উন্নয়নের মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু একটি। উপরন্তু অন্যান্য ইস্যুতে দৃশ্যত হতাশ ঢাকা। এর মধ্যে আছে বেইজিংয়ের সঙ্গে বিপক্ষীয় বাণিজ্য ঘাটতি বিপুল। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে মিয়ানমারের সামরিক জান্তাকে চাপ দিতে চীনের কূটনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা। জানুয়ারিতে ঢাকা সফর করেন চীনের তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং। এই সময় তার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন। র‍্যান্ড কর্পোরেশন বলছে, তাতে দৃশ্যত অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই।

১৭ সেপ্টেম্বর আসছেন শেখ হাসিনা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

হাসিনা। সাধারণ পরিষদে ভাষণ এবং নাগরিক সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি। বেসরকারি একাধিক সূত্রে এ খবর জানা গেছে। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু আজকালকে জানান, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকাল ৫টায় নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে। আমরা জেনেছি, এর আগে একই দিন দুপুরে জাতিসংঘে বাংলা ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের একটি সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে আসবেন তা চূড়ান্ত হয়েছে। তবে সফরসূচি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এটা নির্ভর করে জাতিসংঘের ওপর। কারণ জাতিসংঘই অবশ্যই অন্যান্য সফরসূচি নির্ধারণ করে থাকে।

বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

জিয়াউর রহমানের হাত ধরে দলটির যাত্রা শুরু হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বিএনপি এখন দেশের অন্যতম শীর্ষ রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠার পর উন্নয়ন-উৎপাদনের আধুনিক রাজনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ১৯ দফা কর্মসূচির আলোকে যাত্রা শুরু করে দলটি। দলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০শে মে নিহত হন। এরপর সময়ের পরিক্রমায় দলটির হাল ধরেন জিয়াউর রহমান পত্নী বেগম খালেদা জিয়া। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ৩ বার ক্ষমতায় আসে দলটি। ৩ বারই প্রধানমন্ত্রী হন খালেদা জিয়া। ২০১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ড দেন আদালত। পরে ২০১৮ সালে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তারেক রহমান। এবার ভিন্ন এক পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে বিএনপি। জাতীয় নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। এই সময়ে বিরোধী দলগুলোকে নিয়ে সরকার পতনের একদফা আন্দোলন করছে বিএনপি। বিরোধী জোটের এই আন্দোলন সফল করা এবং একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আদায়ের পাশাপাশি নির্বাচনে জনসমর্থন প্রমাণের এক বড় চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে এবার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে বিএনপি। নেতারা বলছেন, এসব দাবি আদায়ের শপথ নেয়া হবে এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে। দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। এ উপলক্ষে রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়ে ভোর ৬টায় দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে, সকাল সাড়ে ১০টায় প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ দলটির অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করবেন এবং বিকাল ৩টায় নয়াপল্টন বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হবে। র‍্যালিটি বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কাকরাইল মোড়, নটর ডেম কলেজ, শাপলা চত্বর, ইত্তেফাক মোড় হয়ে রাজধানী মার্কেটে গিয়ে শেষ হবে। এদিকে ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলিস্তানস্থ মহানগর নাট্যমঞ্চে আলোচনা সভা করে দলটি। এতে কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সারা দেশের ইউনিটগুলো পৃথক কর্মসূচি পালন করবে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া এক বাণীতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আজ থেকে ৪৫ বছর আগে দেশের এক চরম ক্রান্তিকালে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এদেশের মানুষকে একদলীয় দুঃশাসনের যাঁতাকল থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। এই শুভদিনে আমি দলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী এবং দেশের জনগণকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এদিকে দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

ভারতের চন্দ্র জয় বনাম ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস

১১ পৃষ্ঠার পর

অবতরণস্থলের নাম হলো এখন থেকে 'শিবশক্তি পয়েন্ট'। ব্যাখ্যা করে বললেন, শিব হল শুভম আর শক্তির অর্থ নারীশক্তি। আর ২০১৯ সালে চন্দ্রযান-২ চাঁদের যে জায়গায় ভেঙে পড়েছিল, ব্যর্থতার সাক্ষী সেই জায়গার নামকরণ দেন 'তেরঙ্গা পয়েন্ট'। যে ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সংসদ ভবনের শিলান্যাস উদ্বোধন হয় বান্দনায় একটি মাত্র ধর্মের রীতি-আচার মেনে সম্পন্ন হয়, সেখানে বিজ্ঞানের এক সাফল্য স্থল কোনও বৈজ্ঞানিক নামে হবে কেন, সেই ধর্মের কোনও দেবদেবীর নামে হবে তা দেখে বিতর্ক তৈরি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। পরিশেষে ল্যান্ডার বিক্রমের সফল অবতরণের জন্য ভারতবাসীর সাথে আমরাও গর্বিত ও আনন্দিত। অভিনন্দন জানাই বিজ্ঞানী ও কলাকুশলীদের। এটা অবশ্যই বিজ্ঞানের অভাবনীয় জয়। ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধদের গালে চপেটাঘাত। যদিও তারপরও ধর্মকে ভর করে অন্ধত্বের, কুসংস্কারের গানকীর্তন কম হয়নি। অন্ধ, মূর্খ ও কাল্পনিক ধর্ম ব্যবসায়ী সুযোগ সন্ধানীদের স্বার্থবাদিতা ছাপিয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জয় বিজ্ঞানের জয়, জয় হোক বিজ্ঞানের।

লেখক: কলামিস্ট, সাংস্কৃতিক সংগঠক, নিউইয়র্ক।

ব্রিকসে বাংলাদেশের যোগ দেয়া, না দেয়া

১২ পৃষ্ঠার পর

অবস্থানে আছে। সুতরাং বাংলাদেশের এ জটিল পরিস্থিতিতে ব্রিকসে যাওয়ার প্রেরণা আসছে, মূলত এ চাপ মোকাবেলায় সরকার যে একা নয় সেটা দেখানোর জন্যই। এক কথায়, সরকার পশ্চিমাদের চাপ মোকাবেলার আশায় ব্রিকসের সংহতি পাওয়ার জন্য ওই দিকে ঝুঁকছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

ব্রিকস কিভাবে সম্প্রসারিত হবে, তার নীতিমালা বা পদ্ধতি এখনো ঠিক হয়নি। তবে ব্রিকসের সদস্যদের অভিলাষ অনেক বড়। তাই বাংলাদেশকে সদস্য করতে চাওয়াটা পুল ফ্যাক্টর হতে পারে, আবার পুশ ফ্যাক্টরও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ভাবতে পারেন না যে ডলার ছাড়া আর কোনো মুদ্রা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করা যাবে না। ডি-ডলারাইজেশনের কথাবার্তা এখন জোরেশোরে হচ্ছে। সংগত কারণে ধরে নেয়া যায় যে, ব্রিকস ঘিরে বিশ্ববাণিজ্যে একটা মার্কিনবিরোধী বলয় হতে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ব্রিকসে যোগ দেয়ায় একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। বাংলাদেশকে মনে রাখতে হবে যে দক্ষিণের ভেতরেও যেমন দক্ষিণ রয়েছে তেমনি দক্ষিণের ভেতরে ভারত আছে, চীন আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের বাণিজ্য পরস্পর নির্ভরশীল। অথচ বাংলাদেশের বাণিজ্য পশ্চিমের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, সুতরাং এখানে ঝুঁকি রয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অংশগ্রহণের যে চাপ আমাদের ওপরে আছে, সেটা প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিকসে যোগ দেয়ার অভিলাষের কথা বলা হলেও আমাদের দেখতে হবে, বড়দের খেলায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ যেন বিপদে পড়ে না যায়। বাংলাদেশ যেন পূর্ব-পশ্চিমের জাঁতাকলে পড়ে পিষ্ট না হয়।

এ কথা সত্যি যে, ব্রিকসের একটি ভবিষ্যৎ রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জিডিপির অর্ধেকের বেশি ব্রিকসের দেশগুলো থেকে আসতে পারে। সুতরাং ব্রিকসের মতো জোটে যোগ দিলে ভবিষ্যতে পণ্য বিক্রির সুযোগ তৈরি হতে পারে। প্রশ্ন হলো বাংলাদেশ সে সুযোগ কতটা নিতে পারবে, কারণ বাংলাদেশ যে পণ্য তৈরি করে, ভারতও এমনকি চীনও সেই পণ্য তৈরি করে। যদিও সস্তা মজুরির ফলে সস্তা কাপড় বিক্রি করতে পারায় বাংলাদেশ সেসব দেশে ঢুকতে পারছে। তবে আমাদের মূল বাজার উন্নত বিশ্বে এবং আগামী দু-এক দশকে এটা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরোনোর পরও আমরা এসব বাজারে সুবিধা পাব। অথচ দক্ষিণের দেশ চীন ও ভারত যে শূন্য শুল্কের সুবিধা অব্যাহত রাখবে, এ নিশ্চয়তা এখনো পাওয়া যায়নি। ব্রিকসের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য বাংলাদেশ। এ জোটের সদস্য ভারতকে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে তিনটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল খুলেছে অথচ এখনো কোনো বিনিয়োগ আসেনি। চীনের বিনিয়োগ আগের চেয়ে একটু বেশি এসেছে। তবে সাহায্য বা সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট নয় বরং প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বিবেচনায় ভারত এবং চীনের অবদান কী সে কথা ভাবতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিওর বাইরে যেসব মেগা রিজিওনাল ব্যবস্থা, যেমন আরসেপের (রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ) মতো বহুপক্ষীয় ব্যবস্থায় বাংলাদেশের উৎপাদন সক্ষমতা তেমন দেখা যাচ্ছে না। বরং বাংলাদেশের জন্য বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার চেয়ে সর্বজনীন ব্যবস্থা উন্নততর। তুলনামূলক দুর্বল দেশগুলোকে ডব্লিউটিওর মতো ব্যবস্থা ভালো সুরক্ষা দেয়। সুতরাং বাংলাদেশকে ভাবতে হবে ব্রিকসের সদস্য হলে দেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে কী প্রভাব পড়তে পারে। এ ছাড়া ব্রিকসের অন্যতম দেশ রাশিয়ার সাথে অনেক দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ চলছে। যদিও অনেক দেশ আবার রাশিয়ার সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে চাচ্ছে। সুতরাং এখানে বহুবিধ আচরণ থাকবে।

সার্বিক বিবেচনায় এ মুহূর্তে ব্রিকসে যোগ দেয়ার অনেক ঝুঁকি রয়েছে ভূরাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য। এই যোগদানে আপাতত অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগ নেই। বর্তমান সরকার পশ্চিমাদের চাপ মোকাবেলায় ব্রিকসে যোগ দেয়ার চিন্তা করলে তাতে চাপ সামলাতে পারবে কি না সেই বিষয়ে খুব বিচক্ষণতা, দক্ষতা এবং দূরদর্শিতা নিয়ে এগোতে হবে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে চীনবিরোধী পশ্চিমাদের জোটে যোগ না দিয়ে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' করে এড়িয়ে গেছে, সামলিয়েছে। ব্রিকসে যোগ দেয়ার ক্ষেত্রেও বোধ করি তেমনিভাবে সময় নিয়ে 'অপেক্ষা করি এবং দেখি' নীতিতে আগানো প্রয়োজন। ভালো সিদ্ধান্ত হবে, কৌশলগত অংশগ্রহণ এবং একই সাথে কৌশলগত দূরত্বও বজায় রাখা। অর্থাৎ সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়। বিশেষ করে, দেশ যখন একটা অনিশ্চিত নির্বাচনী পরিবেশে ঢুকছে, একটা রাজনৈতিক উত্তরণের দিকে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের কুশলী আচরণ আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। তার জন্য সময় ও মেধা খরচ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনোক্রমে ভুল করা যাবে না। কারণ এর ওপর নির্ভর করবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক এবং কলামিস্ট।

সব দোকানই বাংলাদেশি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

থাকতেও দেখা যেত। সে রাস্তা এখন আর নেই। বছর কয়েক আগে নগর কর্তৃপক্ষ ৭৪ রোডের এই স্বল্প পরিসর অংশটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন স্থানটিকে একটি বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত করার।

রাস্তা বিলুপ্ত করে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে একটি চত্বর। বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছে চত্বরটি তৈরি করতে। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ব্রডওয়ে'র ওপাশ থেকে রুজভেল্ট এভিনিউ পর্যন্ত অংশটুকুও। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এইটুকু অংশের ৭৩ স্ট্রিটকে। তবে চালু রাখা হয়েছে মাঝের ব্রডওয়ে সড়কটিকে। এই পুরোটা নিয়ে এখন এই চত্বরের নাম 'ডাইভারসিটি প্লাজা'। এটি জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর বিনোদনের স্থান, বিশ্রামালাপের স্থান। নানা মানুষের নানান তৎপরতায় এখন মুখর এই ডাইভারসিটি প্লাজা।

চত্বরটি বিশেষভাবে কাজে লাগছে সভা-সমাবেশ আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে। আর নিঃসন্দেহে বলা যায়, এসব কাজে স্থানটি বেশি ব্যবহার করছে বাংলাদেশিরা। তারা এখন ডাইভারসিটি প্লাজাকে স্থায়ীভাবে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠানে। দেশের রাজনীতি নিয়ে নানাভাবে বিভক্ত বাংলাদেশিরা এখানে এসে নিজ নিজ দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন সামাজিক ও পণ সংগঠনগুলির অনুষ্ঠানও এখানে হচ্ছে। হচ্ছে নানা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। আর হচ্ছে ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ।

এবার বেশ ঘটা করে মঞ্চ বানিয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হলো ডাইভারসিটি প্লাজায়। বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি অংশ নিয়েছিল এই উৎসবে। এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে নেপালী অধিবাসীরাও। নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে এখানে মাঝে মাঝে সম্মিলিত হন তিব্বতীরাও। বাংলাদেশিদের স্লোগানে প্রায়শই মুখর হয়ে ওঠে এই এলাকা। বাংলাদেশিদের যে সব নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থান একদা ছিল ৭৩ স্ট্রিটের রেস্টুরেন্টগুলির সামনে সে সব অনুষ্ঠান এখন স্থান বদল করে চলে এসেছে ডাইভারসিটি প্লাজায়। আর আছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ডাইভারসিটি প্লাজায় কয়েক বছর ধরেই প্রতি ঈদে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঈদের জামাত। একটিতেই শেষ নয়, জামাত হচ্ছে একাধিক। এবার এখানে আয়োজিত হয়েছিল দুর্গা পূজাও।

আর যখন কোন অনুষ্ঠান-উৎসব থাকে না; তখন পুরো ডাইভারসিটি প্লাজা জমজমাট থাকে বিশ্রামপ্রার্থী মানুষের ভীড়ে। এখানে-ওখানে চেয়ার পেতে জটলা। চায়ের কাপ হাতে জম্পেশ আড্ডা। সময়ের হিসাব থাকে না। সন্ধ্যে পেরিয়ে যায় অনেক আসর ভাঙতে। আর এ সবের মধ্যেই সারা চত্বর জুড়ে পশরা সাজিয়ে বসে যান ছোট ব্যবসায়ীরা। ঠেলাগাড়িতে করে বয়ে আনেন পণ্য সামগ্রী। সেগুলি থরে থরে সাজিয়ে দেন টেবিলে। খেলনাপাতি, মেয়েদের পোশাক, ইমিটেশন গহনা, হাতঘড়ি ইত্যাদি নানা সৌখীন সামগ্রীর অস্থায়ী বাজার বসে যায় এখানে প্রতি দিন। আবার পাশের স্থায়ী দোকানিরা তাদের দোকানের সামনের জায়গা দখল করে সেখানে সাজিয়ে নিচ্ছেন তাদের পণ্য। সব মিলিয়ে চত্বরটি পরিণত হয় বেশ বড় এক বিকিকিনি কেন্দ্রে।

এই বাজার প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উল্লেখ করার মতো, তাহলো এখানে সাজিয়ে বসা সব দোকানই বাংলাদেশিদের। এ মাথা থেকে ও মাথা, দেখানেই দৃষ্টি যায় বাংলাদেশি ছাড়া আর কারো দোকান চোখে পড়ে না। বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি মহিলাও রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এখানে দোকান নিয়ে ব্যবসা করছেন। টেবিলের ওপর সাজানো সামগ্রী, দামও কোনটার খুব বেশি একটা নয়। এগুলি মনে করিয়ে দেয় বাংলা ছায়াছবির সেই নিলামওয়ালার কথা। তখনকার দিনে সর্বনিম্ন হয় আনাতে তাদের পণ্য পাওয়া যেত। অনেকটা যেন তেমনই এই ডাইভারসিটি প্লাজার এই সব দোকানে দুই ডলারেও পাওয়া যায় বাচ্চাদের ছোটখাট খেলনা। দুই ডলার থেকে সর্বোচ্চ ১২ ডলারে বিকোচ্ছে সব জিনিস।

সব মিলিয়ে ডাইভারসিটি প্লাজা বাংলাদেশি দোকানপাটে জমজমাট।

বিদেশে সরকার হটানোর চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র

৬৪ পৃষ্ঠার পর

জন বোল্টন গত বছর সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, বিদেশে অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় তিনি সহযোগিতা করেছেন। এবারের সাক্ষাৎকারে তিনি অভ্যুত্থান বা সরকার বদলের পরিকল্পনাগুলোর নেপথ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও অন্য দেশের প্রভাব কমানোই উদ্দেশ্য বলে জানান। জন বোল্টনগত প্রায় ৪০ বছর নিক্সন প্রশাসন থেকে শুরু করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন বোল্টন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব দেন জন বোল্টনকে। কিন্তু মতপার্থক্যের কারণে এক বছর পর তাঁকে বরখাস্তও করেন। সে সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, বোল্টন বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বাধাতে ও বোমা ফেলতে চান। হোয়াইট হাউসের দিনগুলো নিয়ে জন বোল্টনের লেখা 'দ্য রুম হোয়ার ইট হ্যাপেন্ড: আ হোয়াইট হাউস মেমোয়ার' (যে কক্ষে এটি ঘটেছে : হোয়াইট হাউস স্মৃতিকথা) নামের বই প্রকাশিত হয়েছে ২০২০ সালের জুনে। বইটি প্রকাশের আগে এর প্রকাশককে চিঠি দিয়ে হোয়াইট হাউস সতর্ক করে বলেছিল, বইয়ে রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য আছে। প্রকাশিত বইয়ে বোল্টন ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সরকারের ব্যাপারে ট্রাম্প প্রশাসনের বিভ্রান্তিকর ও অস্থির নীতির সমালোচনা করেন। বইটিতে তিনি দাবি করেছেন, ভেনিজুয়েলা আক্রমণ করা 'আইনসম্মত' হবে এবং দক্ষিণ আমেরিকার ওই দেশটি 'যুক্তরাষ্ট্রের অংশ'—এমন কথাও বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ এপ্রিল জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র চাইলে যেকোনো দেশের ক্ষমতা উল্টাতে পাল্টাতে পারে।' ফলে জন বোল্টনের সোমবারের বক্তব্যটি প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে। টিআরটি ওয়ার্ল্ডের ইনারভিউ প্রগ্রামে প্রচারিত সাক্ষাৎকারে বোল্টনের কাছে সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের কাজ কি বিদেশে সরকারের পতন ঘটানো? জবাবে জন বোল্টন বলেন, এটি নির্ভর করে যখন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের ওপর গুরুতর প্রভাব পড়ে। ভেনিজুয়েলার ক্ষেত্রে মাদুরোর শাসনকে সমর্থন করেছিল কিউবানরা। আর আগে রাশিয়াও সমর্থন দিয়েছিল।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
বাংলাদেশ
জিন্দাবাদ
গৌরব, ঐতিহ্য সংগ্রাম ও সাফল্যের ৪৫ বছর
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র
৪৫ তম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী
সফল ও সার্থক হউক
মো: রুহুল আমিন নাসির
সভাপতি
মো: অহিদুজ্জামান (নিলু)
সাংগঠনিক সম্পাদক
জিয়াউল হক মিশন
সাধারণ সম্পাদক
বরিশাল বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরাম, যুক্তরাষ্ট্র

পিএইচডি কি বিক্রয়যোগ্য কোনো পণ্য?

৭ পৃষ্ঠার পর

তিনি, অনেককে দূর থেকে জানি। সংগত কারণেই (আনার্জনের তুলনায় মূল্য হারানোর কারণেই) তাদের চলতি বাজারে কদর কম। কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না বলে বা আধুনিক (?) মূল্যবোধের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেন না বলে, তাদের নামে কৃত্রিম দুর্নামও বাজারে আছে। এ দেশে এদের সংখ্যা ক্ষীয়মাণ। মোট কথা হচ্ছে, সরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই পিএইচডি গবেষণা হচ্ছে; কিন্তু অধিকাংশেরই মান আশানুরূপ নয়। আবার একথা খোলামেলা বলতে গেলেই 'উচিত কথায় বন্ধু বেজার হয়'। উচিত কথা শুনতে আমরা তো কেউ প্রস্তুত নই। এ দেশে বাস করে কতরকমের পিএইচডির ব্যবহারই যে দেখলাম, সব কথা লিখিত আকারে বলতে গেলে অনেকেই আমাকে ছিদ্রানুসন্ধানী বলতে দ্বিধাবোধ করবেন না। অর্থাৎ পিএইচডি ডিগ্রি সার্টিফিকেটের উদ্দেশ্য এবং এর অপব্যবহার ও ফাঁকিবাজি চলমান বাজারে অনেক দেখছি। ইউজিসি-ই একমাত্র পারেন সত্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব নিতে। মান যাচাই করতে হয় ওই গবেষণার থিসিস কোন মানের ও কোন গ্রেডের গবেষণা জার্নালে গবেষক প্রকাশ করেছেন, তা নিয়ে। মনের এ খেদে পড়ে অনেক বছর নামের আগে 'ড.' ডিগ্রি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিচ্ছিন্ন না বলা কারণে শেষ রক্ষা করতে পারিনি। বিষয়টি হচ্ছে পিএইচডি ডিগ্রি থাকলেই তিনি মহাজ্ঞানী, বর্তমান যুগে একথা ভাবার আর কোনো অবকাশ নেই। পিএইচডি ডিগ্রি থাক আর না থাক, অন্তত স্কোপাস ইনডেক্সড কিউ-১ ও কিউ-২ জার্নালে এদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়া ব্যক্তিরা যদি দেশের জন্য বর্তমান প্রয়োজনীয় টপিকের ওপর গবেষণা প্রকাশ করতে পারেন, এটা কিন্তু কম অর্জন নয়। তাদের মূল্যায়ন করা উচিত। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক এবং এ দেশের অনেক গবেষক এভাবে গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজটা কিন্তু রাজনৈতিক জোগসাজশে সস্তা সার্টিফিকেট অর্জন করার তুলনায় অনেক ভালো। মানসম্মত গবেষণা আর্টিক্যাল ছাড়া ভালো র‍্যাংকড জার্নালে প্রকাশ করা কঠিন। আমরা এ ধরনের গবেষণা প্রকাশনার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি না কেন! এদের গবেষণা কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করি না কেন! আমরা ব্যক্তিস্বার্থে, কখনো জীবন বাঁচাতে, কখনো ঝামেলা এড়াতে 'ভাত মিথ্যা, মতলববাজ কথাবার্তা' মুখেও চেপে যাই। 'ঠেলার নাম বাবাজি', তাই। আজ পিএইচডি প্রসঙ্গে লেখার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। ইদানীং পত্রিকায় দেখছি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে লেখালেখি চলছে। 'একেতো নাচুনে বুড়ি, তাতে পড়েছে ঢোলের বাড়ি'-তাই এত বেমানান কথার অবতারণা। ২৩ জুলাই ২০২৩ 'প্রথম আলো' পত্রিকায় খবরের শিরোনাম দেখলাম, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার বন্ধ দুয়ার খুলে দেওয়া দরকার'। সে আলোচনা সভায় অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিরাই কোনো কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অনেকে আলোচনায় এমন আশা দেখিয়েছেন যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ দিলে এদেশ গবেষণা ও জ্ঞান-গরিমায় ভরে যাবে। অথচ মানসম্মত শিক্ষা ও এদেশে শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে কথা পত্রিকায় আসেনি। আমরা সার্টিফিকেটধারী হতে চাই, না শিক্ষামানের উন্নতি চাই? কোনটা আগে দরকার? 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিএইচডি ডিগ্রির অনুমতি দিতে বিধিমালা হচ্ছে' শিরোনামে খবরটি 'বাংলা ট্রিবিউনে' প্রকাশিত হয় গত ২৬ জুলাই। এ থেকে জানা যায়, 'দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ার সুযোগ দিতে বিধিমালা তৈরির প্রস্তুতি নিয়েছে ইউজিসি।' আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এতে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ চলে আসবে, অনেক ক্ষেত্রেই অপাত্রে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, সার্টিফিকেট নিয়ে ব্যবসা শুরু হবে এবং আবেদনের সঙ্গে নামমাত্র ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট দেখিয়েই সার্টিফিকেট প্রাপ্তি হবে। আবার অনেক ভালো মানের পিএইচডি সুপারভাইজার মধ্যম মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়ে গেছেন, তারা সুযোগবঞ্চিত হবেন। আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিএইচডির মানের যে অবনতি রাজনৈতিক ও অনৈতিক যোগসাজশে হচ্ছে, তারও কোনো উন্নতি আর হবে না। আমি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি দেওয়ার সুযোগের বিরোধিতা করি না। তবে সরকারি-বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার মধ্যে আনার পরামর্শ দিই। এটাকে অতি সংক্ষিপ্ত নীতিমালা বলা যায়। দেশে পিএইচডির জন্য ইউজিসি নিজের নিয়ন্ত্রণে একটা কনসোর্টিয়াম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সেখানে আগ্রহী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত (সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেও আপত্তি নেই) সুপারভাইজারদের লিস্ট নিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করতে পারে। সুপারভাইজারদের যোগ্যতা দেখা যেতে পারে। পিএইচডির জন্য গবেষণায় আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করতে পারে। মনোনীত গবেষকদের তালিকা সেখানে প্রকাশ করবে। একটা গবেষণায় প্রথম ও দ্বিতীয় সুপারভাইজারের ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। গবেষকদের মাসিক বৃত্তি দিতে হবে। সুপারভাইজারদেরও মাসিক সম্মানি প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন। তারা প্রথমেই কমপক্ষে চারটি বিষয়ে নিয়মিত ক্লাসে কোর্স-ওয়ার্ক করবেন। পরীক্ষায় মানসম্মত গ্রেড পেয়ে পাশ করবেন। এরপর সুপারভাইজারের সঙ্গে নিয়ে গবেষণা টপিক ও গবেষণা প্রপোজাল তৈরি করবেন। ইউজিসি নিয়ন্ত্রিত কনসোর্টিয়াম অফিসে এক্সটারনালদের উপস্থিতিতে গবেষক প্রপোজাল ডিফেন্সে অংশ নেবেন এবং প্রয়োজনে পরিবর্তনসাপেক্ষে গবেষণা প্রপোজাল চূড়ান্ত করবেন। গবেষণার কাজও শুরু হবে। মাঝপথে প্রতিজন গবেষক কনসোর্টিয়াম কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে নিজের গবেষণা কাজের অগ্রগতি তুলে ধরবেন; প্রয়োজনীয় সাজেশন নেবেন। নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হলে চূড়ান্ত গবেষণা রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে গবেষক ও তার সুপারভাইজারের যৌথ নামে কিউ-১ বা কিউ-২ স্কোপাস ইনডেক্সড গবেষণা জার্নালে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুটি গবেষণা আর্টিক্যাল প্রকাশিত হতে হবে। সে দুটো প্রকাশিত আর্টিক্যাল থিসিসের সঙ্গে জমা দিতে হবে। থিসিস ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল পরীক্ষকের কাছে পাঠানো হবে। অতঃপর মূল্যায়ন শেষে গবেষককে থিসিস ডিফেন্সের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল থিসিস ডিফেন্সে উপস্থিত থাকবেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এবং চূড়ান্ত থিসিস গ্রহণ করে কনসোর্টিয়াম অফিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ইউজিসি এসব নিয়মের অনেকটাই প্রয়োগ করতে পারে। এতে দেশে শিক্ষা ও গবেষণার মান বাড়বে, দেশ উপকৃত হবে। আবার অনেক টাকা ব্যয়ে কেনা বা দলবাজির মাধ্যমে সংগৃহীত পিএইচডি প্রাপ্তির বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বহুলাংশে কমে যাবে।

লেখক: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

রাজউক পূর্বাচলে প্লট বিক্রয়

1) Sector # 04, Road # 304, Plot # 13
5 Khata

2) Sector # 21, Road # 305, Plot # 08
3 Khata

3) Sector # 05, Road # 222, Plot # 27
5 Khata

4) Sector # 09, Road # 301, Plot # 29
5 Khata

5) Sector # 05, Road # 305B, Plot # 06
5 Khata

Please Contact

US Number: +1347-653-3438
+1917-519-1151
BD Number: +88 01926634004

বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় এবং ভাড়া

BERKSHIRE HATHAWAY Home Services

Mohammad Nurul Islam
Sales Associate, REALTORS

530 Walnut Street, Suite 480
Philadelphia, PA 19106
Tel: 215-627-6005, Cell: 347-553-4453, 267-854-9139
Mnurul2003@gmail.com
Mohammad.islam@foxroach.com

BERKSHIRE HATHAWAY Home Services | Laffey Internatinal Realty

THINKING ABOUT SELLING?

NOW IS THE PERFECT TIME!

Relax and let me take care of your real estate needs.

- ✔ Weekly Seller Report
- ✔ Professional Photos
- ✔ Open Houses
- ✔ Digital Marketing

MLS

Mutalib Raza
Licensed RE Salesperson
Cell: 347-238-5461
Office: 718-650-5233
mraza@bhhslaffey.com

206-02 Hillside Avenue, Queens Village, NY 11427

আমরাই সবচেয়ে কম দামে এয়ার টিকিট দিয়ে থাকি

আমরা সৌদির ভিসা এবং ওমরাহ প্যাকেজ করে থাকি

Samia
One Stop Service
সামিয়া ওয়ান স্টপ সার্ভিস

Our Services:

- Money Transfer
- Air Tickting
- Tax Filling
- Immigration
- Notary Service
- All Kinds of Online Forms

আমাদের সার্ভিস সমূহ:

- মানি ট্রান্সফার
- এয়ার টিকেটিং
- ট্যাক্স ফাইলিং
- ইমিগ্রেশন
- নোটারি সার্ভিস
- সকল প্রকার অন-লাইন ফরম পুরণ করা হয়।

We process Student Visa (F1) Application in diffrent Universities across the State

WE PROCESS ALL COUNTRY'S TOURIST VISA APPLICATIONS

আমরা সব দেশে টুরিস্ট ভিসার আবেদনে সহযোগিতা করে থাকি

President & CEO

Phone : 718-255-6151
708-255-6381
Cell : 929-507-7764
E-mail: Samiatravels1@gmail.com
73-19, 37th Road
Jackson Heights
(Diversity Plaza), NY11371

Visa Immigration Tax+1STOP Services

বিদেশে-বসবাসকারী/বিদেশগামী প্রবাসীর প্রয়োজনীয় সবসেবা একইস্থানে

ভিসা ইমিগ্রেশন : সব দেশের সবধরনের ভিসা ইমিগ্রেশন নাগরিকত্ব পাসপোর্ট এক্সপেডাইট/তুরাপ্রাপ্তিতে ফুলপ্রসেসিং ১০০% নন-এটর্নী সার্ভিস। সবধরনের ফরম, প্রথম ফিলাপ থেকে ইন্টারভিউ ভিসা ইস্যু, সেটেল হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধান। বিশেষত: ইউএসসিআইএস (সাবেক আইএনএস) এডজাস্টমেন্ট, ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার (এনভিসি), ঢাকা বা অন্যান্য কন্সুলারের মাধ্যমে ফুলপ্রসেসিং ও প্রয়োজনীয় ফরম ফিলাপ কাগজপত্র সংগ্রহ/জমা ভিসা/সিটিজেন ইন্টারভিউ এডিশনাল/এডমিন-প্রসেস, বাচ্চাদের ডাইরেক্ট পাসপোর্ট, ডিএনএ/বয়সের বোন টেস্ট, বাচ্চা এজুশ হচ্ছে এমন সমস্যা, স্পন্সরের নিস্পত্তি, নিউজরেন্ট স্পন্সর, জন্মতারিখ/নামের গরমিল, ক্রুটি, দীর্ঘদিন কন্সুলারে প্যাকেজ, দীর্ঘদিন খবর নাই, ফাইল কেন্সেল নোটিশ, সস্তা হাতুড়ে উকিল, নামীদামী এটর্নীর আকাশচুম্বী ফী আর অন্যান্য সমস্যা--সব সমস্যার সঠিক সমাধান একইস্থানে। সিটিজেন পরীক্ষার ক্লাশ-ট্রেনিং, গ্রীনকার্ড রিনিউ মেইলমিসিং, নামের গন্ডগোল, ডিভি লটারীতে বিবাহিত-অবিবাহিত-তালাক স্বামী-স্ত্রী সন্তানের নাম নাথাকা, ইউ এস ও বাংলাদেশী পাসপোর্টের জরুরী আবেদন/রিনিউ, নো-ভিসা সীল, দ্বৈতনাগরিকত্ব, দেশের পাওয়ার অব এটর্নী, NY কন্সুলেটের সকল সমস্যা।

বি:দ্র: অত্র পরিষেবাদাতা ব্যক্তি একজন আইন প্র্যাকটিসের লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নী নন, বা তিনি ইউ এস সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশান সার্ভিসেস, দি ডিপার্টমেন্ট অব লেবার, দি ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট বা কোনো অভিবাসন কর্তৃপক্ষের নিকট আপনার প্রতিনিধিত্ব করতে ইমিগ্রেশান আপীল বোর্ডের অনুমতিপ্রাপ্ত নন: এবং তিনি আইনের পরামর্শ দিতে বা আইনপরামর্শের ফী নিতে পারেন না। *The individual providing assistance to you is not an attorney licensed to practice law or accredited by the Board of Immigration Appeals to provide representation to you before U.S Citizenship and Immigration Services, the Department of Labor, the Department of State or any immigration authorities and may not give legal advice or accept fees for legal advice.*

ইনকাম ট্যাক্স : সারা বছরব্যাপী IRS ও সকল State ট্যাক্স ই-ফাইল। রিয়েল এস্টেট এজেন্ট: বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়, লোন ক্রেডিট। কম্পুটার-ল্যাপটপ: হাতেখড়ি, কম্পালিং ক্রয়বিক্রয় ইনস্টল ভাইরাস-সমস্যা ডিএসএল ইন্টারনেট আইপি-ফোন নেটওয়ার্ক-কানেকশান।

অন্যান্য : নোটারী পাত্র-পাত্রী-লিস্টিং অনুবাদ ফ্যাক্স স্ক্যানিং ইমেইল, ফটোকপি পাসপোর্ট-ইমিগ্রেশান-ফটো বায়োডাটা রিজুমে টাইপিং চাকুরী ভর্তি বিল, আইডি, এসএসএন মেডিকেইড, লাইসেন্স কোর্টপুলিশ টিকেট, ভাষা, ব্রান্ডনিউ/পুরাতন সকল প্রবাসীর যাবতীয় দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান।

Visa Tax Travels Worldwide

AUTHORIZED e-file PROVIDER

Md. Shah Jamal Notary Public State of New York
রিটায়ার্ড সিগাল এডভাইজার, এআইডি, আমেরিকান দুতাবাস, বারিধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ভিসা ইমিগ্রেশান ও ট্যাক্সে ৩৫ বছর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞ IRS E-File প্রবাইডার রিয়েলএস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক 87-54 168 St, Jamaica, NY 11432; সবার-সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা সোম-রবি, ছুটিরদিন, ৩৬৫ দিন হিলসাইড ও ১৬৮ স্ট্রীট কর্নার সাবওয়ে ঢুকার উপরেই দোতালায়, অফিস সিড়ি ১৬৮ স্ট্রীট সাইডে।
Toll Free 1-800 DVLOTTERY (385-6883) Regular Tel: 1-347 – LOTTERY (568-8379)
হটলাইট :1-718-297-2792, Fax : 1(718)297-5041 ঢাকা: (02) 8900489
ইন্টারনেট ওয়েবসাইট : www.visatax1stop.com Email: info@shahjamal.com
F ট্রেনে 169 St. সাবওয়ে Exit 168 St NW এ দোতালা, নীচে 167-19 Hillside Aveবাস টার্মিনাল মসজিদ ১ ব্লক দুরে।

Broad Link Security Carrier School

Get Your Security Guard License From US

37-47, 73 St. Suite#3 (2nd Fl), Jackson Heights, NY 11372. (Kabab King Building)
Tel: 718-457-5700

- রানার ড্রাইভিং স্কুল
- আমরা সিকিউরিটি গার্ড লাইসেন্স প্রদান করি
- অটো ইন্সুরেন্স
- ইনকাম ট্যাক্স ফাইলিংসহ সমস্ত কাজ স্বল্প ব্যায়ে ও দ্রুত সমাধা করে থাকি

IMMIGRATION & NATIONALITY LAW

ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি
খায়রুল বাশার
KHAIRUL BASHAR

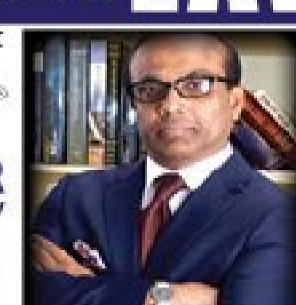

Attorney & Counselor at Law
BBA., MBA., LL.M.
(Baruch College, Pace University, Touro College Jacob D. Fuchsberg Law Center, NY, USA)
MSS., LL.B.
(Chittagong University, Bangladesh)

যেসব বিষয়ে আইনি পরামর্শ ও সহায়তা করি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন পিটিশন
- সিটিজেনশিপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- রিএন্ট্রি পারমিট
- B1 & B2 ভিসা এক্সটেনশন
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট গ্রীণকার্ড
- এসাইলাম, ক্যানসেলেশন অব রিমুভাল (ডিপোর্টেশন)
- স্পেশাল জুভেনাইল ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস (অপেন টু রিকভেন, অব ডিভিভি অপেন)
- ইমিগ্রেশন আপিল
- VAWA পিটিশন & U Visa
- EB-5 ইনভেস্টমেন্ট গ্রীণকার্ড
- E-2 বিজনেস ওয়ার্কপারমিট
- EB-1 এক্সট্রাঅর্ডিনারি এবিলিটি গ্রীণকার্ড [Professor, Researcher, Scientist & Artist]
- এমপ্লয়মেন্ট গ্রীণকার্ড EB-3, O-1, H-1B, L1-A & B
- BUSINESS PLAN EB-5, E-2 & L-1 Visas

আপনার যেকোন ইমিগ্রেশন সমস্যার আইনি পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
1 (888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICE
7232 Broadway, Suite 305
Jackson Heights, NY 11372
Tel: (212) 464-8620
Fax : (877) 922-4352, Email : khairul@basharlaw.com

Meeting Location In Manhattan: 40 West 45th Street, New York, NY 10036 (By Appoinment Only)

Admitted in Alabama State Only; U.S. Tax Court & U. S. Court of International Trade.
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all Fifty States

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম ছবি কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগঃ আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা ব্যবস্থা

হোমিওপ্যাথিতে রোগের নামে চিকিৎসা হয় না, রোগীর চিকিৎসা হয়।

৩০ বৎসরের অভিজ্ঞ পেশাগত চিকিৎসক

কাজী সাদিকুর রহমান

এম.এ: ডি এইচ এম এস(ঢাকা) এন এইচ সি (ইউ এস এ)।
সহ অধ্যাপক (অবঃ), যশোর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
সাবেক প্রভাষক রাজবাড়ী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
প্রধান পরীক্ষক- বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড, ঢাকা।

এখন জ্যাকসন হাইটস -এ হোমিওপ্যাথির প্রকৃত ইথিক্স অনুযায়ী পরামর্শ দিচ্ছেন।

প্রতি শুক্র, রবি ও সোমবার বিকাল ৫টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত।

৩৭-২৮, ৭৫ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক- ১১৩৭২।
মুঠোফোন-৭১৮২১৩ ২০৪২

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appointment

FUTURE DataServices

MAKE $95K TO $170K YEAR WITH AS LITTLE AS 5 MONTHS OF TRAINING
YOUR TECHNOLOGY CAREER BEGINS HERE!

WEEKEND AND LIVE ONLINE CLASSES AVAILABLE

Why Choose Us?

- Industry Experts with over 10 years of experience
- hands On Training
- In-Demand Next Generation Tehnologies
  - Hadoop Administration / Development
  - Data Science
  - Cloud Technologies
  - Business Intelligence (BI)
- Professional Development
  - Resume Prep
  - Mock-Interview Session
  - Corporate Technology Overview
- 100% Job Placement Assistance
- Technical Assistance after Job placement
- Get a stable career for your future

MAKE $95K TO $170K YEAR

TECHNICAL DEVELOPMENT

- HADOOP ADMIN/ DEVELOPER-BI
- DATABASE ADMIN/DEVELOPER-BI
- SYSTEM ENGINEER
- LINUX ADMINISTRATOR
- SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

Linux · Hadoop/Big Data · SQL/DBA · Data Science · Python

WHY WORK HARD WHEN YOU CAN WORK SMART?
CONTACT US FOR FREE ORIENTATION CLASS
ফ্রি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।
প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়

CALL US 347-345-8512 929-393-5200 929-393-5443

169-24, Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY, 11432
15 Gregory Street, Valley Stream, NY, 11580
www.futuredataservices.com mdali@futuredataservices.com

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

tax refund

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

স্টেরয়েড : বন্ধু তুমি, শত্রু তুমি

১৬ পৃষ্ঠার পর

হবে। শরীরে জমবে চর্বি। বাড়বে গায়ের লোম। পেপটিক আলসারও হতে পারে। বাড়বে ব্লাড সুগার ও ব্লাড প্রেসার। ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেবে। এতে হাড় হবে ভঙ্গুর। এ ছাড়া অন্যান্য রোগের সংক্রমণ বেশি পরিমাণে দেখা দিতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শে অল্পদিন খেলে তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না, তবে কিছু না জেনে ওষুধের দোকান থেকে কিনে এনে গ্রহণ করা বিপজ্জনক। যত্রতত্র ডাক্তাররা জ্বর হলেই অনেক সময় স্টেরয়েড দেন। এতে জ্বর তাড়াতাড়ি নামলেও দীর্ঘ মেয়াদে শরীরের ক্ষতি হয়। মফস্বল শহরে এখনো ওজন বাড়ানোর জন্য বা ব্যথা কমানোর জন্য এই ওষুধ দেদার বিক্রি হয়। স্টেরয়েডের অপব্যবহার ঠেকাতে তাই সচেতনতার বিকল্প নেই।

তারুণ্য ধরে রাখবে যেসব খাবার

১৬ পৃষ্ঠার পর

দুধের প্রোটিন, ভিটামিন-ডি ও ক্যালসিয়াম হাড়কে মজবুত রেখে সুঠাম দেহ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় ও ত্বক পরিষ্কার করে।

পানি: ত্বককে সজীব, সতেজ ও টান টান রাখতে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল করে তোলে। পানি ত্বকের অকালবার্ধক্য ও টান পড়া রোধ করে। স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বল ত্বকের জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা প্রয়োজন। আমরা খাবারের মধ্যেই দেহের প্রয়োজনীয় ও সব ধরনের পুষ্টি উপাদান পেয়ে থাকি। নিজেকে সুস্থ ও সুন্দর রেখে যৌবন ও তারুণ্য ধরে রাখতে পুষ্টিকর খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। সব সময় বিশ্রামযুক্ত ও হাসিখুশি থাকুন এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে তারুণ্যকে জয় করুন।

লেখক : নিউট্রিশনিস্ট অ্যান্ড ডায়েট কনসালট্যান্ট, ডলফিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, কুষ্টিয়া।

লঙ্কানদের কাছে হেরে শুরু বাংলাদেশের

৫৬ পৃষ্ঠার পর

অনেকটা সময়। শান্ত তুলে নেন তার ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি।

কিন্তু এরপরই আঘাত। শান্ত-হৃদয়ের জুটিটি ৫৯ রানেই থামিয়ে দেন দাসুন শানাকা। তাওহিদ হৃদয়ের এলবিডব্লিউয়ের আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। কিন্তু রিভিউ নিয়ে ঠিকই জিতে যায় শ্রীলঙ্কা। হৃদয় ৪১ বলে করেন ২০ রান, তার ইনিংসে ছিল না কোনো বাউন্ডারির মার।

দল বিপদে। মনে হচ্ছিল, মুশফিকুর রহিম এই পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় এগোবেন। শুরুটা ভালোই ছিল। কিন্তু মুশফিক ভুলটা করে বসলেন ব্যক্তিগত ১৩ রানে (২২ বলে) উচ্চাভিলাষী এক শট খেলে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসলেন। লঙ্কান স্পিনার পেসার পাথিরানার বাউন্সারে আপার কাট খেলতে গিয়েছিলেন মুশফিক। ওই পরিস্থিতিতে এমন শট না খেললেও চলতো। বল সরাসরি চলে যায় থার্ডম্যানে করুনারত্নের হাতে। ১২৭ রানে ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ।

এরপর মেহেদি হাসান মিরাজ (৫) রানআউট হন শান্তর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে। শান্তকে কল দিলে এক রান নিতে তিনি চলে গিয়েছিলেন স্ট্রাইকিং প্রান্তে। কিন্তু মিরাজ কিছুটা এগিয়ে এসে আবার উল্টো পথ ধরেন। রিপ্লেতে দেখা যায়, শান্তই তার আগে পৌঁছে গেছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে। ফলে রানআউট হন মিরাজ।

সুবিধা করতে পারেননি শেখ মেহেদিও। ৬ রান করে ওয়াল্লালেগের বলে এলবিডব্লিউ হন এই লোয়ার অর্ডার ব্যাটার। একটা প্রান্ত ধরে শান্ত খেলছিলেন। কিন্তু সেঞ্চুরির কাছে এসে হতাশ বদনে ফিরতে হয়েছে তাকেও।

ব্যক্তিগত ৮৯ রানে মাহিশ থিকসানার ঘূর্ণি বল মিস করে বোল্ড হন শান্ত। তার ১২২ বলের ইনিংসটিতে ছিল ৭টি বাউন্ডারির মার। অষ্টম ব্যাটার হিসেবে শান্ত ফেরার পর আর সময় লাগেনি লঙ্কানদের। ২ রান যোগ করতেই অলআউট হয়েছে বাংলাদেশ। লঙ্কান বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল মাথিসা পাথিরানা। ৩২ রানে তিনি নিয়েছেন ৪ উইকেট। ২ উইকেট শিকার মাহিশ থিকসানার।

BECOME A REALTOR
রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন
Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !
মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব
বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন
YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:
Pass Real Estate Exam
[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়
Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%
Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

•Residential •Commercial • Investment
•Foreclosures •Auctions • Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud • Rentals
•Bank Owned/ REO Properties

▪ List Your Property Faster with TOP $$$
▪ Free Market Analysis
▪ Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor
realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com
347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201
75-35 31st Avenue Suite. 202
Jackson Heights, NY-11370
realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880084245

হুমায়ুন সম্মেলন ও বাংলা বইমেলা ৭ ও ৮ অক্টোবর নিউইয়র্কে

৬২ পৃষ্ঠার পর

অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি। গত ২৮ আগস্ট লং আইল্যান্ড সিটিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান শো টাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম জানান।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়,আগামী ৭ ও ৮ অক্টোবর শনিবার ওর রোববার দুইদিনব্যাপী নিউ ইয়র্কে হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন ও বইমেলার আয়োজন করছে শো টাইম মিউজিক এবং ব্যবস্থাপনায় রয়েছে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র। হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও বাংলা বইমেলায় থাকছে একঝাঁক শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ। এছাড়াও এবারের মেলায় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশকদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। এই সম্মেলন ও বইমেলার আয়োজন করছে শো টাইম মিউজিক এবং ব্যবস্থাপনায় রয়েছে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শো টাইম মিউজিকের কর্ণধর আলমগীর খান আলম, হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহবায়ক কবি মিশুক সেলিম, সাহিত্য একাডেমি নিউ ইয়র্ক প্রেসিডেন্ট মোশারফ হোসাইন, নিউ ইয়র্ক বাংলা ডট কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ এবং লেখক সাংবাদিক শিব্বীর আহমেদ।

দাঁতের ক্ষয় যেভাবে প্রতিরোধ করবেন

১৬ পৃষ্ঠার পর

* দাঁতের আগায় দুই জাতীয় জিনিস নিয়মিত ব্যবহার করা। * বড়কের টুকরা কামড়ে খাওয়া। * ঘুমের মধ্যে দাঁত চলানো। * অতিরিক্ত টকজাতীয় খাবার খাওয়া। * অতিরিক্ত কোমল পানীয় খাওয়া। * কোমল পানীয় কুলি করে খাওয়া।

লক্ষণ

* যে কোনো বয়সেই হতে পারে, তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে পারে। * মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের বেশি হয়।

* যে হাত দিয়ে ব্রাশ করা হয় তার বিপরীত দিকে এ ক্ষয় দেখা যায়, যেমন-যে ডান হাতে ব্রাশ করে তার ক্ষয় বামে বেশি হয়। * গালের দিকের দাঁতের অংশ ক্ষয় হলে সে জায়গাটা পিরিচ, ইংরেজি অক্ষর ভি-এর মতো, বা কুঠারের মতো খাঁজ কাটা থাকে। * ক্ষয়ে যাওয়া জায়গাটা চকচক করে বা খসখসে থাকতে পারে। * দাঁতে কামড় দেওয়ার জায়গায় ক্ষয় হলে দাঁতের স্বাভাবিক খাঁজকাটা ভাবগুলো মিশে গিয়ে সমতল হয়ে যায়, যেন করাত দিয়ে কেটে সমান করা হয়েছে। * পুরোনো ফিলিং যদি রুপার হয় সেগুলো অনেক সময় দাঁতের চেয়ে উঁচু হয়ে বের হয়ে থাকে। * প্রথম অবস্থায় মিষ্টি, টক, ঠান্ডা পানিতে দাঁতের সংবেদনশীলতা বেড়ে যায়। * সময়মতো চিকিৎসা না হলে দাঁতের ভেতরের মজ্জা নষ্ট হয়ে যায় বা দাঁতের ওপরে মুকুট ভেঙে যেতে পারে। * অনেক সময় মাড়ির কামড় বদলে যায়, ফলে কানে ব্যথার মতো অন্যান্যশারীরিক সমস্যা হতে পারে।

প্রতিকার

* স্বাস্থ্যসম্মত মৌখিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা
* নিয়মিত ২ মিনিট সময় নিয়ে দিনে ২ বার মুখের পরিচর্যা করা।
* ব্রাশ ব্যবহারে সচেতন হওয়া।
* নরম ব্রাশ ব্যবহার করা।
* প্রতি ৩ মাস পর ব্রাশ পরিবর্তন করা।
* দাঁত সাদা করে এমন টুথপেস্ট ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার না করা।
* মাজনের ব্যবহার পরিহার করা।
* খিলালের ব্যবহার পরিহার করা, ডেন্টাল ফ্লস বা ইন্টারডেন্টাল ব্রাশ ডাক্তারের পরামর্শে ব্যবহার করা।
* খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন
* প্রতিদিন অন্তত পক্ষে ২-৫ লিটার পানি পান করা।
* দুধ, দই, পনির ইত্যাদি ক্যালসিয়াম সংবলিত খাবার খাওয়া যা দাঁতের ক্ষয় রোধ করে।
* কোমল পানীয়, অ্যালকোহল ইত্যাদি পরিহার করা।

প্রতিরোধ-

* বিএমডিসি কর্তৃক রেজিস্ট্রার্ড ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে
* শিরশির করা প্রাথমিক সমস্যা, এ অবস্থায় যদি গর্ত না থাকে শুধু ফ্লোরাইডযুক্ত বা শিরশির রোধক টুথপেস্ট ব্যবহার করা।
* গভীরতা অনুযায়ী ফিলিং করা হবে যা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি দিয়ে দাঁতের সঙ্গে রং মিলিয়ে ফিলিং করা।
* লেজার দিয়েও এ চিকিৎসা করা যায়।
* যদি মজ্জা আক্রান্ত হয় তখন মজ্জার চিকিৎসা করতে হবে।
* মাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর চিকিৎসা করতে হবে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৭১৮-৬৯৭-৭৭১৭

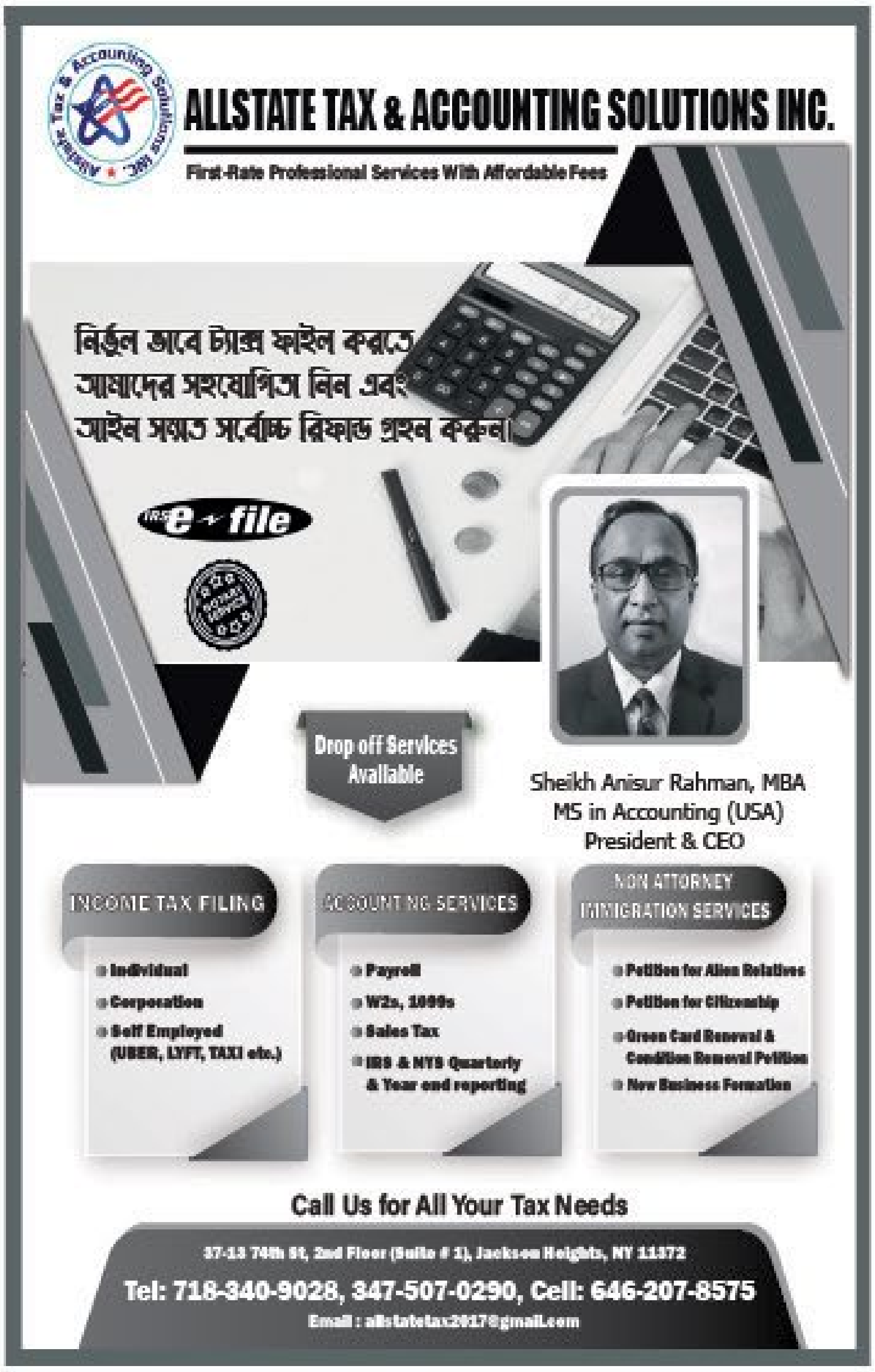
ALLSTATE TAX & ACCOUNTING SOLUTIONS INC.
First-Rate Professional Services With Affordable Fees
নির্ভুল ভাবে ট্যাক্স ফাইল করতে আমাদের সহযোগিতা নিন এবং আইন সম্মত সর্বোচ্চ রিফান্ড গ্রহন করুন।
e-file
Drop off Services Available
Sheikh Anisur Rahman, MBA
MS in Accounting (USA)
President & CEO
INCOME TAX FILING
Individual
Corporation
Self Employed (UBER, LYFT, TAXI etc.)
ACCOUNTING SERVICES
Payroll
W2s, 1099s
Sales Tax
IRS & NYS Quarterly & Year end reporting
NON ATTORNEY IMMIGRATION SERVICES
Petition for Alien Relatives
Petition for Citizenship
Green Card Renewal & Condition Removal Petition
New Business Formation
Call Us for All Your Tax Needs
37-13 74th St, 2nd Floor (Suite # 1), Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-340-9028, 347-507-0290, Cell: 646-207-8575
Email : allstatetax2017@gmail.com

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS
বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন
STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার
হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান
Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling
NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

আপনার কি লোন বা Investment প্রয়োজন? আমরা নিম্ন লিখিত সব ধরনের লোন বা Investment করে থাকি।
LOAN ! HARD MONEY LOAN !
Our Loan Programs:
1. NO DOCS / NO TAX RETURN / NO INCOME COMMERCIAL REAL ESTATE AND FIX & FLIP LOANS (UP TO 90% PURCHASE, 100% REHAB, CLOSING IN 15 DAYS)
2. LITE DOC COMMERCIAL MORTGAGE (TERMS AND AMORTIZATION UP TO 30 YEARS)
3. CONSTRUCTION LOAN (UP TO 100% LTV)
4. HOME EQUITY INVESTMENT (NO INTEREST, NO MONTHLY PAYMENT)
5. SBA LOANS (UP TO 90% LOAN)
6. BUSINESS WORKING CAPITAL AND BUSINESS ACQUISATION LOANS
7. HOTEL ACQUISATION AND REHAB LOAN
8. DOMESTIC AND INTERNATIONAL PROJECT FINANCING (UP TO $1 BILLION USD)
IFDC
We are authorized broker of
IFDC Capital Group
(www.ifdcusa.com)
For more information pls contact
MD. A SIDDIQUE, CEO
Amader Service Global, Inc
37-07 74th Street, Suite # 5
Jackson Height, NY
Tel : 929 569 9350
Mob.: 917-519-1151

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!

Jashim U Chowdhury
NYS Licensed Realtor,
Professional/ Courteous!
347-200-0567
Email: c21jashim@gmail.com

EXIT REALTY PRIME

SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$

Residential, Commercial, Foreclosure
HUD Sale, Short Sale Specialist.

BUY- SELL - RENT

20 YEARS EXPERIENCE

আপনার বাড়ীর
Free Market Analysis
and Consultation এর জন্য
যোগাযোগ করুন:

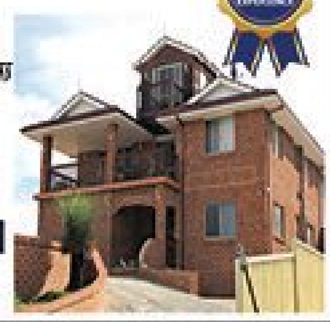

জসিম চৌধুরী
Lic. Realestate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
347-200-0567

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্লান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সাইনোসাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্যারালাইসিস *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

OPEN HOUSE

March 11,2023
Saturday 1:00 PM - 3:00 PM
March 12,2023
Sunday 1:00 PM - 3:00 PM

Address

87-18 218th Street, Jamaica, NY 11427

Single Family

4 Bedroom, 2.5 Bathroom. Lot Size: 40X100 (4000 Sqft)
More Details & Private Tour. Send me A Direct Message

Mutalib Raza
BERKSHIRE HATAWAY
HomeService
C: 347-238-5461
Mutalibraza.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব	* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* ফেডারেল জব	* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* স্টেট জব	* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* এম. টি. এ জব	* ফুড স্ট্যাম্প
* সিটি জব	* ডিজএবিলিটি (SSI)
* রেজুমী তৈরী	* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* কভার লেটার	* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 203 (A)
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

বেস্ট ল ফার্ম ইন নিউইয়র্ক সিটি ফর ল্যান্ডলর্ড অ্যান্ড টেনেন্ট কেইস

Green & Cohen P.C.

৩১৯ ইস্ট ৯১ স্ট্রিট, ম্যানহাটান, নিউইয়র্ক ১০১২৮

যোগাযোগ

অফিস: ২১২-৮৩১-৪৪০০
মোবাইল: ৬৪৬-৫২৯-৫৮৪৪
মেইল: michael@greenandcohenlaw.com

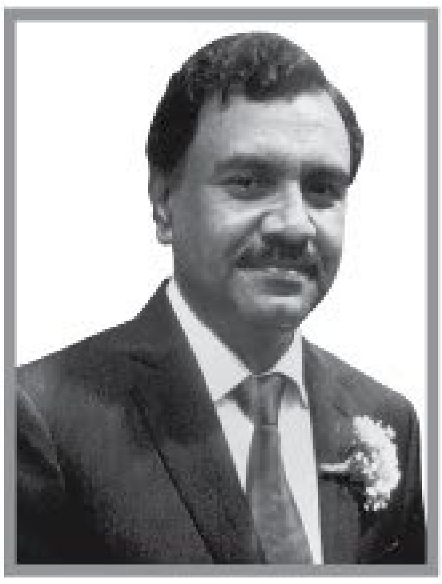

ডাঃ গোবিন্দ পাল

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician Wyckoff Heights Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.

Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.

An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

ফেমাস ডেন্টাল কেয়ার, পি.সি.

অত্যান্ত কম খরচে এবং সল্প আয়ের রোগীদের বিশেষ ডিসকাউন্ট সহকারে আপনার দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসার জন্য বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক

ডাঃ শেখ মতিউর রহমান, ডি.ডি.এস

আপনাদের সেবায় আমাদের জ্যাকসন হাইটস ক্লিনিক

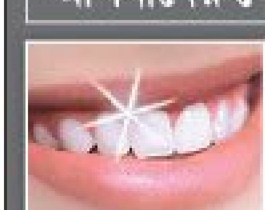

33-27 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372.
(Between 34th Ave & Northern Blvd)
Tel: 718-476-3666

আমরা মেডিকেইড, ইউনিয়ন ও ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি

MITU DISABILITY CENTER

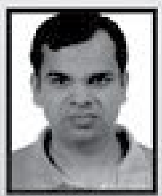

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।

ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S

নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX (ALL STATES)
- BUSINESS TAX
- OPEN NEW BUSINESS
- IMMIGRATION HELP
- SNAP/ HOME CARE SERVICES
- NOTARY AND MUCH MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (HONOURS), M.S.S (ECONOMICS)
DHAKA UNIVERSITY, BANGLADESH

IRS e-file

স্বল্প খরচে দক্ষ এবং প্রফেশনাল সার্ভিস গ্রহণ করুন। IRS ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকুন

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY11432
(সাগড় রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)
Cell: 347-567-2060
Email: rashidtax2@gmail.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal
৭ দিনই খোলা

Emirates · Biman · EGYPTAIR · QATAR · ETIHAD · KUWAIT AIRWAYS · Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express · small world · ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

Magical Natural & Homeophathy Inc

25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-
কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।
By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

হ্যান্ডস অন
ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

- TAX SERVICES (Authorized IRS e-file Provider)
- INSURANCE
  - Life Insurance (MassMutual)
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

পাত্র আবশ্যক

আমেরিকায় স্বপরিবারে অবস্থানরত আইনজীবি পাত্রীর জন্য আমেরিকায় অবস্থানরত উচ্চশিক্ষিত ৩০ বছর উর্ধ্ব ৩৫ বছর অনুর্ধ্ব মুসলিম পাত্র আবশ্যক। (চট্টগ্রামের হলে ভালো হয়)

যোগাযোগ করুন:

৩৪৭-২৯২-৮১৭৭

nstny1122@gmail.com

347-292-8177

বাসা ভাড়া

৮১ এভিনিউ এবং ২৪৯ স্ট্রীট, বেলরোজ, নিউইয়র্ক। সেমি বেজমেন্টে সম্পুর্ন নতুন ১ বেড রুম, লিভিং রুম, বাথরুম ও ডাইনিং স্পেসসহ একটি বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।

(Q43 এবং Q46) বাসে এক ব্লকের মধ্য।

যোগাযোগঃ

৩৪৭-৬৫৬-৩২৭৪ / ৯১৭-৪৯৫-৮০৭৫

UMRAH HAJJ PACKAGES

IN SEPTEMBER & OCTOBER AVAILABLE

PACKAGE INCLUDES

7 Days & 9 Days Package

- Round Trip Air Ticket
- 1 Year Multiple Entry Visa for US Passport
- Green Card Holders (Umra Visa 3 months)
- Makkah 5 star hotel near to Haram
- Madinah 5 star hotel near to Haram
- Airport Pickup / Dropoff with Full Transportation
- Guidance for Umrah
- Makkah sightseeing Tour of Historical sites
- Madinah sightseeing Tour of Historical sites

Contact Us

KARNAFULLY TRAVEL INC.

37-16 73rd St. (Suite 201) FR Jackson Heights, NY - 11372

Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721

Email: karnafullytravel@yahoo.com, Web: karnafullytravel.com

IATA arc accredited agency

ALL KIND OF CELL PHONE ACCESSORIES WHOLESALE

পাইকারী মূল্যে বিক্রয় প্রতিষ্ঠান

TRAVIS NY INC

73-21 Broadway, (Lower Level) Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কের সর্ব বৃহৎ একটি বাঙ্গালি প্রতিষ্ঠান যেখানে আপনি সেল ফোন এর যাবতীয় সামগ্রী সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পারবেন।

Tel: 929-278-9609

আপনার সময় আমাদের ভাবনা

যে কোনো ধরনের সরকারি অফিসিয়াল সাবমিশন

ওয়ান স্টপ সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক

আমাদের সার্ভিস সমূহ:

* বাংলাদেশী পাসপোর্ট সার্ভিস (রিনিউয়াল/নিউ/ডাটা চেঞ্জ)
* B1-B2 ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট, গ্রীন কার্ড রিনিউয়াল
* যে কোনো দেশে ভিসা প্রসেসিং
* EBT, Food Stamp, Rental Assistance
* যে কোন ধরনের Immigration Service
* TLC Base Transfer
* DMV Service

আমরা জানি আপনার সময় মূল্যবান। আপনাদের জন্যই তাই আমাদের উদ্যোগ।

Phone: + 1 929 257 7426

Email: nycdcs3@gmail.com

Synapse Medical Care
বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

ঃ আমাদের সার্ভিস সমূহ ঃ

* Diabetes management
* Obesity management
* Thyroid disease management
* Thyroid biopsy
* Continuous Glucose monitoring
* Headache- Stroke-Seizure
* Back/Neck/MSK pain
* Tremor-Muscle and nerve disease
* Botox and Trigger point Injection
* Immigration Form Help
* Nerve conduction-EMG
* Routine and Ambulatory EEG
* Ultrasound, TCD
* BAEP and SSEP

SABRINA HUQ, MD
Board certified in
Diabetes, Thyroid and Metabolism
Obesity and Hormonal disease

KAZI ASIF HILMI, MD
Triple board certified
(ABPN diplomate)
Neurology, Epilepsy and Neuromuscular medicine

আমরা ইমিগ্রেশনের পেপার ফিলাপ করে থাকি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

201-730-2743

6006 Broadway, Woodside, NY-11377
Phone: 201-730-2743; Fax: 239-235-4641
(Specialty Care Only)

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

* Selenium Automation Testing
* SQL Server Database Administration
* Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine
Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

* আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
* নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
* ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

লঙ্কানদের কাছে হেরে শুরু বাংলাদেশের

এশিয়া কাপ

আজকাল স্পোর্টস

বোর্ডে বেশি রান নেই। মাত্র ১৬৪। তারপরও টাইগার বোলারদের বিরাকলের অপেক্ষায় ছিলেন সমর্থকরা। সাকিব-তাসকিনরা চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু এত ছোট পুঁজি নিয়ে কতইবা আর লড়াই করা যায়! শেষ পর্যন্ত আর মিরাকল ঘটেনি। ফলে হেরেই এশিয়া কাপ শুরু করতে হলো বাংলাদেশের। পাল্লেকেলেতে 'বি' গ্রুপের ম্যাচে সাকিব আল হাসানের দলকে ৫ উইকেট আর ১১ ওভার হাতে রেখে হারিয়েছে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা।

লঙ্কানদের লক্ষ্য ছিল মোটে ১৬৫ রানের। ইনিংসের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলে দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে দিমুথ করুনারত্নেকে (১) বোল্ড করেন তাসকিন। পরের ওভারে শরিফুল পাথুম নিশাঙ্কাকে (১৪) বানান উইকেটরক্ষক মুশফিকুর রহিমের ক্যাচ। ১৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে স্বাগতিকরা। কুশল মেন্ডিস টেস্ট মেজাজে ব্যাটিং করছিলেন। তার প্রতিরোধ ভাঙেন সাকিব আল হাসান। টাইগার অধিনায়কের দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন মেন্ডিস (২১ বলে ৫)। ৪৩ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় লঙ্কানরা। তখন পর্যন্ত আশা বেঁচে ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু এরপর সাদিরা সামারাবিক্রমা আর চারিথ আসালাঙ্কা চতুর্থ উইকেটে ১১৯ বল খেলে ৭৮ রানের জুটি গড়লে ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ। শেষদিকে এসে মরণকামড় দেওয়ার চেষ্টা টাইগারদের। ফিফটির পর শেখ মেহেদিকে এগিয়ে খেলতে গিয়ে স্টাম্পিং হন সামারাবিক্রমা (৭৭ বলে ৬ বাউন্ডারিতে ৫৪)। পরের ওভারে ধনঞ্জয়া ডি সিলভাকে (২) বোল্ড করেন সাকিব। কিন্তু আসালাঙ্কা ফিফটি করে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন। ৯২ বলে ৫ বাউন্ডারিতে ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তার সঙ্গে ১৪ রান নিয়ে বিজয়ীর বেশে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক দাসুন শানাকা। সাকিব ২৯ রানে নেন ২টি উইকেট। একটি করে উইকেট শেখ মেহেদি, তাসকিন আহমেদ আর শরিফুল ইসলামের। এর আগে একাই লড়লেন নাজমুল হোসেন শান্ত। কিন্তু সতীর্থরা কেউই তাকে বলার মতো সঙ্গ দিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত শান্তও সাজঘরে ফেরেন সেঞ্চুরি করতে না পারার আক্ষেপ নিয়ে। ৪২.৪ ওভারেই বাংলাদেশ অলআউট হয় ১৬৪ রানে। এবারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ। পাল্লেকেলেতে স্বাগতিকদের বিপক্ষে টসভাগ্য সহায় ছিল টাইগারদের। অধিনায়ক সাকিব আল হাসান প্রথমে নেন ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্যাটিংয়ের শুরুটা একদমই ভালো হয়নি। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই ধাক্কা খায় টাইগাররা। অভিষেক ম্যাচটা রাঙাতে পারলেন না তরুণ তানজিদ হাসান তামিম। দ্বিতীয় ওভারে লঙ্কান বিস্ময় স্পিনার মাহিশ থিকসানার বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন তামিম (২ বলে ০)।

এরপর নাইম শেখকে তুলে নেন ধনঞ্জয়া ডি সিলভা। ধনঞ্জয়াকে এগিয়ে মারতে গিয়েছিলেন নাইম, কিন্তু গ্লোয়ার ডেলিভারিতে বল আকাশে তুলে দেন। পয়েন্টে সহজ ক্যাচ নেন নিশাঙ্কা। ২৩ বলে ৩ বাউন্ডারিতে ১৬ রানেই থামে নাইমের ইনিংস। ২৫ রানে ২ উইকেট হারায় টাইগাররা। সাকিব শুরু করেছিলেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু লঙ্কান 'জুনিয়র মালিঙ্গা' মাথিসা পাথিরানার গতিময় এক ডেলিভারি বুঝতে না পেরে ব্যাট চালিয়ে দেন সাকিব। উইকেটরক্ষক ঝাঁপিয়ে পড়ে নেন ক্যাচ। ১১ বলে ৫ রান আসে সাকিবের ব্যাট থেকে। ৩৬ রানে নেই ৩ উইকেট। একের পর এক উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল বাংলাদেশ। সেখান থেকে নাজমুল হোসেন শান্ত আর তাওহিদ হৃদয় দলকে এগিয়ে নেন ↘ এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

চ্যাম্পিয়নস লিগে কঠিন গ্রুপে পিএসজি

আজকাল স্পোর্টস

চ্যাম্পিয়নস লিগে গ্রুপ পর্বের ড্রয়ে কঠিন গ্রুপে পড়েছে ফরাসি জায়ান্ট প্যারিস সেন্ত জার্মেই (পিএসজি)। গ্রুপ 'এফ'-এ পিএসজির সঙ্গে রয়েছে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, এসি মিলান ও নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গত আসরে খেলতেই পারেনি। এবার ফিরে তারা 'এ' গ্রুপে জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গী হয়েছে। তাদের অপর গ্রুপ সঙ্গী কোপেনহেগেন ও গেলাতাসারে। দুই স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা অবশ্য তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়েছে। রিয়ালের সঙ্গী নাপোলি, ব্রাগা ও ইউনিয়ন বার্লিন। বার্সার সঙ্গী পোর্তো, শাখতার ও অ্যান্টওয়ের্প।

বৃহস্পতিবার ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে মোনাকোয়। গ্রুপ পর্বের খেলা শুরু হবে ১৯-২০ সেপ্টেম্বর। শেষ হবে ১২-১৩ ডিসেম্বর। ফেব্রুয়ারিতে শুরু নকআউট পর্ব। ১ জুন লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল।

ড্রয়ের পর কে কোন গ্রুপে

গ্রুপ 'এ' - বায়ার্ন মিউনিখ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, এফসি কোপেনহেগেন, গেলাতেসারে

গ্রুপ 'বি'- সেভিয়া, আর্সেনাল, পিএসভি আইন্দোভেন, লঁস

গ্রুপ 'সি'- নাপোলি, রিয়াল মাদ্রিদ, ব্রাগা, ইউনিয়ন বার্লিন

গ্রুপ 'ডি'- বেনফিকা, ইন্টার মিলান, সলজবুর্গ, রিয়াল সোসিয়েদাদ

গ্রুপ 'ই'- ফেইনুর্ড, অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ, লাৎসিও, সেল্টিক

গ্রুপ 'এফ'- পিএসজি, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, এসি মিলান, নিউক্যাসল ইউনাইটেড

গ্রুপ 'জি'- ম্যানচেস্টার সিটি, লাইপজিগ, রেড স্টার বেলগ্রেড, ইয়ং বয়েজ

গ্রুপ 'এইচ'- বার্সেলোনা, এফসি পোর্তো, শাখতার দোনেৎস্ক, রয়্যাল অ্যান্টওয়ের্প।

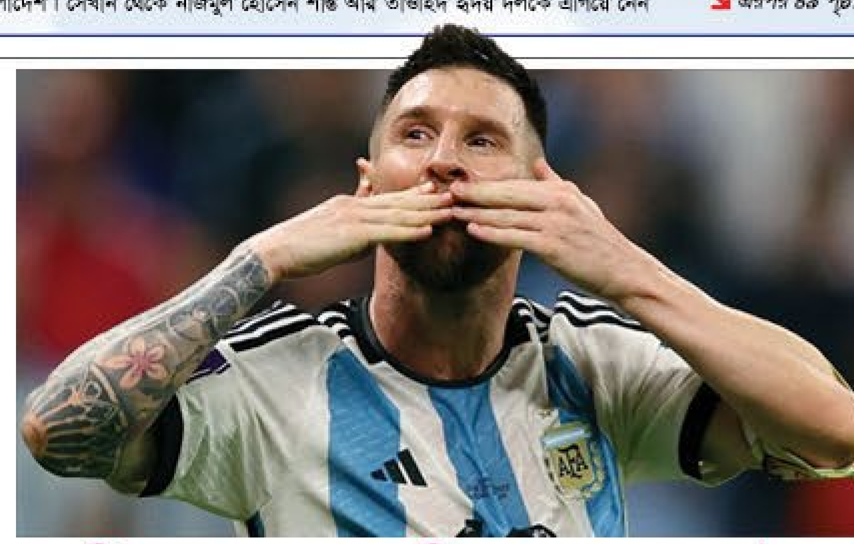

মেসির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলবে আর্জেন্টিনা

আজকাল স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম দুটি ম্যাচ খেলার জন্য লিওনেল মেসির নেতৃত্বে মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপ জয়ীদের ৩২ সদস্যের দলে স্থান হয়েছে অভিজ্ঞ আনহেল ডি মারিয়ার। রয়েছেন ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দি। প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন লুকাস বেলত্রান, অ্যালান ভেলাস্কো, ব্রুনো জাপেল্লি ও লুকাস এসকিভেল। বুয়েন্স এইরেসে ৭ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরকে আতিথ্য দেবে আর্জেন্টিনা। পাঁচদিন বাদে উড়ে যাবে বলিভিয়ায়।

আর্জেন্টিনা দল:

গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, হুয়ান মুসো, ওয়াল্টার বেনিতেজ, ফ্রাঙ্কো আরমানি

ডিফেন্ডার: নাহুয়েল মলিনা, জারমান পেজেল্লা, গনজালো মন্টিয়েল, হুয়ান ফয়েথ, মার্কোস সেনেসি, লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, নিকোলাস ওতামেন্দি, লুকাস এসকিভেল

মিডফিল্ডার: লেয়ান্দ্রো পেরেদেস, রদ্রিগো দে পল, গুইদো রদ্রিগেস, এনসো ফের্নান্দেজ, ফাকুন্দো বুনানোতে, আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এজিকুয়েল প্যালাসিওস, ব্রুনো জাপেল্লি

ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি, লুকাস বেলত্রান, নিকোলাস গনসালেজ, লাউতারো মার্টিনেজ, আনহেল কোররেয়া, আনহেল ডি মারিয়া, হুলিয়ান আলভারেস, আলেহান্দ্রো গারনাচো, অ্যালান ভেলাস্কো ও থিয়াগো আলমাদা।

উড়ছেন রোনালদো, ২ ম্যাচে ৫ গোল, জিতে চলছে আল নাসর

আজকাল স্পোর্টস

সৌদি প্রো লিগে একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। গত শুক্রবার করেছিলেন হ্যাটট্রিক। তার হ্যাটট্রিকে ওইদিন আল ফাতেহকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিলো আল নাসর। এবার মঙ্গলবার রাতে তিনি করলেন জোড়া গোল। তাতে আল শাবাবকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে রোনালদোর ক্লাব।

প্রথমার্ধেই দুটি পেনাল্টি পেয়েছিলো আল নাসর। দুটি স্পট কিকই নেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং দুটিই জড়িয়ে যায় প্রতিপক্ষের জালে।

হ্যাটট্রিক হতে পারতো রোনালদোর। দ্বিতীয়ার্ধে আবারও পেনাল্টি পেয়েছিলো আল নাসর। রোনালদো স্পট কিকটা নিতে পারেননি। তার সতীর্থ আবদুল রহমান গরিব স্পট কিক নিতে এসে মিস করেন।

হ্যাটট্রিক করতে না পারলেও ম্যানইউ এবং রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই তারকা ফুটবলারের কারণে আরও দুটি গোল করতে সক্ষম হয় আল নাসর। বিশেষ করে ম্যাচের তৃতীয় গোলটি সাদিও মানেকে তৈরি করে দিয়েছিলেন সিগার সেভেন।

ম্যাচের ১৩তম মিনিটে পেনাল্টি পায় আল নাসর। স্পট কিক নেন রোনালদো। বল জড়ায় আল শাবাবের জালে। ৩৮তম মিনিটে আবারও পেনাল্টি পায় তারা। এবারও স্পট কিক নিতে আসেন সিগার সেভেন। এর দুই মিনিট পরই রোনালদোর সহায়তায় গোল করেন সাদিও মানে। লিভারপুল এবং বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক এই তারকা শেষ দুই ম্যাচে করলেন ৩ গোল।

টানা দ্বিতীয় ম্যাচেও হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে রোনালদো। ম্যাচের ৭৯তম মিনিটে গোলটাও করেছিলেন প্রায়। তবে, শেষ মুহূর্তে আল শাবাবের জালে বল জড়ান সুলতান আল গানাম। একই সময়ে আল শাবাব পরিণত হয় ১০ জনের দলে। এভার বানেগাকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন রেফারি।

মঙ্গলবার অন্য ম্যাচে সাবেক ম্যানসিটি তারকা রিয়াদ মাহারেজের গোলে জয় পেয়েছে আল আহলি। আল তায়ের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় পায় তারা। ৩৯তম মিনিটে গোল করেন রিয়াদ মাহারেজ। মৌসুমের শুরুতে টানা চার ম্যাচে ৪ জয় পেলো তারা। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় গোল করেন সাবেক বার্সা তারকা ফ্রাঙ্ক কেসি।

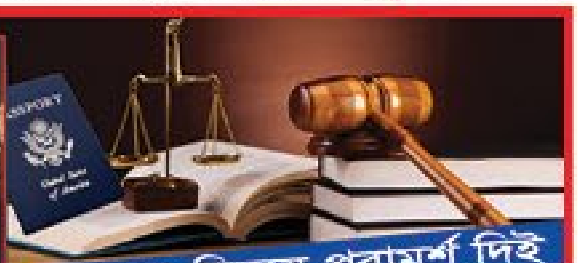

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি। এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

C&A
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়ার জন্য কল করুন

T
Thonmoy Bhattacharjee
Licensed Real Estate Salesperson
Cell: 646.510.6042
Thonmoy.B@gmail.com

Vintage American Realty, LLC
1551 Montauk Hwy, Ste E
Oakdale, NY 11769
Office: 631.816.0719
www.VintageAmericanRealty.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

নূতন রূপে বাহারি সব বাংলাদেশি খাবারের আয়োজন
Khalil's Food
খলিল'স ফুড
বিয়ে, জন্মদিন সহ সকল আয়োজন এ ৫০০-২০০০ অতিথির ক্যাটারিং করি
khalilsfood.com

Khalil Biryani House 718.409.6840
Khalil Halal Chinese 646.763.5073
Khalil Pizza & Grill 718.577.7997
Khalil Supermarket 718.521.9993

খলিলুর রহমান
CEO, Khalils Food

1457 Unionport Rd, Bronx, NY 10462

আমেরিকায় তৈরী
ফ্রেশ রুটি
ফ্রেশ পারাটা

FDA Registered Facility

ডায়াবেটিক ও কোলেস্টেরল রোগীদের জন্য উপযোগী

আটা, ময়দা, লালআটা ও চালের
রুটি/পারাটা

বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে তৈরী

সম্পূর্ন অটোমেটিক মেশিনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর, ১০০% হালাল এবং কোনরকম কেমিকেল ব্যবহার করা হয় না।

খাওয়ার পূর্বে ৪৫ সেকেন্ড মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিন

718-701-9527, 347-691-1210
freshfoodbeverage@gmail.com
214-17 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

House Rent

Three Bed rooms in Parkchester, Bronx. Three Bed room & two bed room in Jamaica. Two bed room and one bed room apartment in coney island, Brooklyn. Contact- 347 465-3220, Kamruzzaman Bachchcu, Better Homes Realty.

House Rent

Brain Wood (Jamaica Hill) Totally renovated, Big House. 4 bed room, Big living room, dining room, Kitchen, Two Full Bath. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

বাসা ভাড়া

১০৮ এভিনিউ সাটফিন ব্লুভার্ড দুই বেড রুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সকল বিল সহ ২৭০০ ডলার মাসিক ভাড়া।
ফোন- ২৬৭ ৩৩৪-৩৯৯৩
(০৯/০১/০৮/১৫/২২-১৩)

বাসা ভাড়া

ব্রুকলিন, ডিটমাস স্টেশনের এফ ট্রেনের কাছে ২য় তলায় দুই বেড রুম, লিভিং, কিচেন বাথরুম সহ বাসা ভাড়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারির কাছে।
ফোন- ৩৪৭ ৬১৩-৫১৭৫
(০৮/২৫/০১-০৩)

বাসা ভাড়া

ব্রুকলিন, ডিটমাস স্টেশনের এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেড রুমের, বাসা ভাড়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারির কাছে।
ফোন- ৩৪৭ ৬১৩-৫১৭৫
(০৮/২৫/০১-০৪)

বাসা ভাড়া

ব্রুকলিন, ডিটমাস স্টেশনের এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেড রুমের, বাসা ভাড়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারির কাছে।
ফোন- ৩৪৭ ৬১৩-৫১৭৫
(০৮/২৫/০১-০৪)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৫০ স্ট্রিটে ১০৭ এভিনিউতে ২য় তলায় তিন বেড, দেড় বাথ, কিচেন, লিভিং-এর বাসা ভাড়া হবে। বাসস্টপ, স্কুল, মসজিদ ও সাটফিন সাবওয়ের কাছে। ভালো ইনকাম ও ক্রেডিট আবশ্যক।
ফোন- ৫৭১ ২৯৫-৯০৮৫
(০৯/০১/০৮/১৫/২২-০৯)

বাসা ভাড়া

ব্রুকলিন, ডিটমাস স্টেশনের এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেড রুমের, বাসা ভাড়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারির কাছে।
ফোন- ৩৪৭ ৬১৩-৫১৭৫
(০৮/২৫/০১-০৪)

বাসা ভাড়া

ব্রুকলিন, ডিটমাস স্টেশনের এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেড রুমের, বাসা ভাড়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারির কাছে।
ফোন- ৩৪৭ ৬১৩-৫১৭৫
(০৮/২৫/০১-০৪)

বাসা ভাড়া

ব্রুকলিন, ডিটমাস স্টেশনের এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেড রুমের, বাসা ভাড়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারির কাছে।
ফোন- ৩৪৭ ৬১৩-৫১৭৫
(০৮/২৫/০১-০৪)

বাসা ভাড়া

১০৮ এভিনিউ সাটফিন ব্লুভার্ড দুই বেড রুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সকল বিল সহ ২৭০০ ডলার মাসিক ভাড়া।
ফোন- ২৬৭ ৩৩৪-৩৯৯৩
(০৯/০১/০৮/১৫/২২-১৩)

বাসা ভাড়া

ব্রুকলিন, ডিটমাস স্টেশনের এফ ট্রেনের কাছে ২য় তলায় দুই বেড রুম, লিভিং, কিচেন বাথরুম সহ বাসা ভাড়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারির কাছে।
ফোন- ৩৪৭ ৬১৩-৫১৭৫
(০৮/২৫/০১-০৩)

রুম ভাড়া

১লা অক্টোবর এফ ট্রেন পারসন ব্লুভার্ড কর্নারে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য একটি রুম অধুমপায়ী কর্মজীবী অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৯১৭ ৫৩৫-৪৪১৪
৭১৮ ৭৯৫-৫২৭৪
(০৯/০১/০৮-১২)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ভালো লোকেশনে স্বামী-স্ত্রী বা ব্যাচেলরের কাছে রুম ভাড়া দেয়া হবে. কিচেন ও বাথরুম শেয়ার।
ফোন- ৬৩১ ৮০৫-৮৮০৯
৬৪৬ ৪০৯-৫৮০১
(০৯/০১/০৮-০২)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট ৩৫ এভিনিউ ৯৫ স্ট্রিটে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ একটি বড় রুম এক অথবা দুইজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৭১৮ ৭৩৪-৫০৫০
৯১৭ ৫৮০-৬৫৬৫
(০৯/০১/০০-০৫)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকাতে একটি বড় রুম ভাড়া দেওয়া হবে। রুম খালি আছে এখনই ওঠা যাবে। বেড ও মেট্রেস আছে। সব কিছু হাতের কাছে।
ফোন- ৩৩২ ২৬০-২১৫৪
৩৪৭ ৪৪৫-৬৬১৯
(০৯/০১/০৮-০৮)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রীট ও ৩৪ এভিনিউতে সেপ্টেম্বর মাস হতে দুই বেড রুমের বাসার মাস্টার বেডটি ছোট পরিবার অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৬৪৬ ৩৬৩-১৯৮০
(০৮/২৫/০১-০৫)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ও হিলসাইড এফ ট্রেনের কাছে ২য় তলায় ফ্যামিলি বাসায় একটি রুম কর্মজীবী মহিলা বা ছাত্রীর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ৮৬০০ সব বিলসহ।
ফোন- ৯২৯ ৩৯৩-৫৪৭১
৫১৬ ৯২৩-০৭১১
(০৮/২৫/০১-০৯)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট থেকে দুই ব্লক দূরে ৩২ এভিনিউ ৬৯ স্ট্রিটে একজন মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৩৪৭ ৯৩৫-০৭৯২
৯২৯ ৩২৮-৪৭০৪
(০৮/২৫/০১-১৪)

রুমমেট

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক।
ফোন- ৬৪৬ ৫১৫-২০৯৪
(০৯/০১/০০-১৭)

বেসমেন্ট ভাড়া

আগামী ১ লা সেপ্টেম্বর থেকে কুইন্স ভিলেজ মারডক এভিনিউতে নাউলী রেনোভেটেড এক বেড, লিভিং, ডাইনিং-এর সেমী-বেসমেন্ট ছোট ও অধুমপায়ী মুসলিম পরিবারের নিকট ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৩৪৭ ৮৯১-১০৭৪
৬৪৬ ৯৪৫-৪৪২৫
(০৯/০১/০৮-০৩)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ও হিলসাইড এফ ট্রেনের কাছে ২য় তলায় ফ্যামিলি বাসায় একটি রুম কর্মজীবী মহিলা বা ছাত্রীর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ৮৬০০ সব বিলসহ।
ফোন- ৯২৯ ৩৯৩-৫৪৭১
৫১৬ ৯২৩-০৭১১
(০৮/২৫/০১-০৯)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রীট ও ৩৪ এভিনিউতে সেপ্টেম্বর মাস হতে দুই বেড রুমের বাসার মাস্টার বেডটি ছোট পরিবার অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৬৪৬ ৩৬৩-১৯৮০
(০৮/২৫/০১-০৫)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট ৩৫ এভিনিউ ৯৫ স্ট্রিটে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ একটি বড় রুম এক অথবা দুইজন ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন- ৭১৮ ৭৩৪-৫০৫০
৯১৭ ৫৮০-৬৫৬৫
(০৯/০১/০০-০৫)

Basement Rent

Vally Stream- Two basements for rent in very good condition. 216st/90av and Vally Stream. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

বেসমেন্ট ভাড়া

ইয়র্ক কলেজের কাছে ১৭১ স্ট্রীট ও ১০৭ এভিনিউ জ্যামাইকাতে এক বেড রুমের একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বাসা রেডি এখনই ওঠা যাবে।
ফোন- ৭১৮ ৮৭২-৮১৮৪
৫১৬ ২৩৪-১৭৫৪
(০৯/০১/০৮-১৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

১লা অক্টোবর হতে এস্টোরিয়া ৩৫ এভিনিউ কর্নারে দুই বেড রুমের সেমি বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রী বা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া হবে।
ফোন- ৭১৮ ৯৩৮-৩৯৯২
(০৯/০১/০৮-১৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিস ১৮৭ স্ট্রিটে ২ বেডরুম, , কিচেন, একটি বাথরুম, আলাদা প্রবেশ পথ সহ। মসজিদ, লন্ড্রি, ফার্মেসী ও গ্রোসারি এর নিকট। অধুমপায়ী এবং চাকরীজীবি অগ্রাধিকার ।
ফোন- ৩৪৭-৪৩৬-২২২৬
৩৪৭-৮৪১-৩৯৩৭
(০৯/০১/০৮/১৫-১১)

বেসমেন্ট ভাড়া

১৯৭-১৭ ৮৯ এভিনিউ হলিসে সুন্দর পরিবেশ ও নতুন ফার্নিস্ট সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
ফোন- ৭১৮ ৫২৩-৩১৮৫
৯১৭ ৭৮০-৮৬০৬
(০৯/০১/০০-০৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

লং আইল্যান্ড ফ্লোরাল পার্কে দুই বেড রুমের একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। হিন্দু ভাড়াটিয়া আবশ্যক।
ফোন- ৬৪৬ ৫৫২-৭৮৩২
(০৮/২৫/০১/০৮-০৮)

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট ক্রয়/বিক্রয়
বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা, বনশ্রী, ঢাকার সকল এলাকাতে জায়গা, বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমেরিকা:
+1 929 569 9350
বাংলাদেশ:
+88 0163 2003 872

আবশ্যক
জরুরী ভিত্তিতে মার্কস হোম কেয়ারে লোক নিয়োগ দেয়া হবে।
আপনার জীবন বৃত্তান্ত নিম্ন মেইলে পাঠান বা মোবাইল করুন
Now Marks home care is hiring.
Submit your resume
info@markshhc.com
Mobile: 7187130005

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

House for Sale

152-22 119th Avenue, Jamaica, NY. Brand New Construction 2-family house in St. Albans. 1st Floor, 3 Bedrooms, 2 Full Bathrooms, a Living/Din Kitchen. 2nd Floor, 2 Bedrooms, 1 Full Bathroom, Living/Dining Kitchen. Full Finished Basement with Separate Entrance. Close to Schools, shops, parks, buses, and other con amenities. Lot Size: 20×95. Price $8,40,000.
Phone- 6463313976
(08/11/18/25/01-10)

Apartment Sale

Parkchester South Condominium Prime location. One bed room and two bed room apartment for sale.
Phone- 646 255-2459
(08/18/25/01/08-09)

বাড়ি বিক্রি

ব্রুকলিনের ইস্ট নিউ ইয়র্কে ২ ফ্যামিলি হাউস, ৭ বেড, ৫ বাথ. ৫৪ মিলফোর্ড স্ট্রিটে ৮৮,৯৫,০০০। ওজন পার্কে ৮৫-০২ ১৩৩ এভিনিউ ১ ফ্যামিলি ৮৮,৭৯,০০০। জামাইকায় ১ ফ্যামিলি ৮৩,৫০,০০০। যোগাযোগ- কামরুজ্জামান বাচ্চু, ৩৪৭ ৪৬৫-৩২২০। বেটার হোম রিয়ালিটি।

এপার্টমেন্ট বিক্রি

৭০-৩৫ ব্রডওয়ে জ্যাকসন হেইটে একটি এক বেড রুমের এপার্টমেন্ট বিক্রি হবে।
ফোন- ৬৪৬ ৪২০-৮৭৮২
(০৯/০১/০৮-০৭)

Open House

Saturday & Sunday 12pm to 4pm 54 Milford Street Brooklyn NY 11208. Renovated 7 bedroom, 5 bathroom $895,000. Contact- 347 465-3220, Kamruzzaman Bachchcu, Better Homes Realty.

Driver Wanted

Driver Wanted for UBER/LYFT. (1) Toyota Sienna 2020 Whealchair, (2) Rav-4, Le Hybrid, Toyota 2021. Phone- 646 399-3723 (09/01/08-10)

Help Wanted

Smoke Shop, Lotto & Convenience Store. Experience person priority. We can pay by cash. Address- 89-17 37ave Jackson Heights NY 11372. Phone- 929 355-1461 (09/01/00-01)

Help Wanted

Subway Sandwich shop, Uptown Manhattan looking for full time (Day & Night) Employee. Experience is preferred. Call or Text 347 653-2870 (09/01/08-14)

লোক আবশ্যক

জাইরো গাড়িতে রাতে কাজ করার জন্য একজন লাইসেন্স সহ কর্মী আবশ্যক।
ফোন- ৯৭৩ ৪৪৪-৬৫১৭ (সেলিম)
(০৮/২৫/০১-২৫)

লোক আবশ্যক

একটি রিয়েল এস্টেট-এর ফ্লায়ার বিলি করার জন্য কর্মঠ ২/৩ জন (পার্টটাইম) লোক আবশ্যক। ফোন- ৬৪৬ ২৯১-৯৮৪৫ (সাঈদ)

For Rent

Nissan 2016 (TLC Plate & Wheel Chair for Uber, Lift, Base) And Office room for rent 144-32 2nd FL Jamaica New York.
Phone- 917 250-2356; 929 250-6780 (08/25/01-12)

লোক আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে একজন বয়স্ক রোগী দেখা-শুনার জন্য সিটিং লোক (মহিলা অগ্রাধিকার) আবশ্যক তিন সপ্তাহ হতে এক মাসের জন্য। বেতন আকর্ষণীয়।
ফোন- ৬৩১ ৯৪৮-৮৯৭৯
(০৯/০১/০০-১৮)

Help Wanted

Smoke Shop, Lotto & Convenience Store. Experience person priority. We can pay by cash. Address- 89-17 37ave Jackson Heights NY 11372. Phone- 929 355-1461 (09/01/00-01)

Help Wanted

Subway Sandwich shop, Uptown Manhattan looking for full time (Day & Night) Employee. Experience is preferred. Call or Text 347 653-2870 (09/01/08-14)

লোক আবশ্যক

জাইরো গাড়িতে রাতে কাজ করার জন্য একজন লাইসেন্স সহ কর্মী আবশ্যক।
ফোন- ৯৭৩ ৪৪৪-৬৫১৭ (সেলিম)
(০৮/২৫/০১-২৫)

লোক আবশ্যক

একটি রিয়েল এস্টেট-এর ফ্লায়ার বিলি করার জন্য কর্মঠ ২/৩ জন (পার্টটাইম) লোক আবশ্যক।
ফোন- ৬৪৬ ২৯১-৯৮৪৫ (সাঈদ)

পাত্র চাই

ঢাকা বিভাগের স্থায়ী বাসিন্দা ও আমেরিকার সিটিজেন, শিক্ষিত পরিবারে জন্য পাত্রী কম্পিউটার সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, নিউ ইয়র্কে কর্মরত। পাত্রী দীর্ঘাঙ্গী, ফর্সা ও আকর্ষণীয়া। পিতা বাংলাদেশে পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। সমমানের উপযুক্ত পেশাসম্পন্ন অনুর্ধ ৩৪-৩৫ বয়সের পাত্র আবশ্যক। প্রকৃত অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করুন। ফোন- ৩৪৭ ৭১২-৮২৪৮

House for Sale

Queens Village: 218 st/89 ave, Brick house, 3 bed Duplex, full finished basement. Good Price. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

House for Sale

Hollis: 180 St/ 89 Ave, 1st Floor, 3 Bed 2 full bath. 2nd Floor 4 bed Full Bath. Full finished Basement. Good Price. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

House for Sale

East Elmhurst: One Family, 4 Bed, 1 and half bath. 2nd Floor 4 bed Full Bath, living, dining, Kitchen. Full finished Basement. Good Price. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

House for Sale

East Elmhurst: New Two Family,31-46 96st. 3 Bed, 2 full bath. /3 bed, 2 full bath. Full finished Basement. Good Price. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

বাড়ি বিক্রয়

ব্রুকলিন ৫৪ মিলফোর্ড স্ট্রিটে সাত বেডরুম ৫ বাথরুম রিনোভেটেড বাড়ি ৮৯৫,০০০ ডলার এবং ৮৫-০২ ১৩৩ এভিনিউ ওজনপার্কে মনোরম পরিবেশে ওয়ান ফ্যামিলি ৭৮০,০০০ ডলারে বিক্রি হবে। ফোন- ৩৪৭ ৪৬৫-৩২২০। কামরুজ্জান বাচ্চু, বেটার হোমস রিয়ালিটি। (০৮/১৮/২৫-১৪)

Apartment Sale

Parkchester South Condominium Prime location. One bed room and two bed room apartment for sale.
Phone- 646 255-2459
(08/18/25/01/08-09)

House for Sale

Queens Village: 218 st/89 ave, Brick house, 3 bed Duplex, full finished basement. Good Price. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

House for Sale

Hollis: 180 St/ 89 Ave, 1st Floor, 3 Bed 2 full bath. 2nd Floor 4 bed Full Bath. Full finished Basement. Good Price. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

House for Sale

East Elmhurst: One Family, 4 Bed, 1 and half bath. 2nd Floor 4 bed Full Bath, living, dining, Kitchen. Full finished Basement. Good Price. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

House for Sale

East Elmhurst: New Two Family,31-46 96st. 3 Bed, 2 full bath. /3 bed, 2 full bath. Full finished Basement. Good Price. Call Sayed 646 302-2153 / 646 291-9845. Remax Team.

Carpet World
উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service
আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

পাত্র আবশ্যক
আমেরিকাই স্বপরিবারে অবস্থানরত ডির্ভোস্ট পাত্রির জন্য শিক্ষিত,, কর্মরত, যত্নশীল ৩৯ বছর উর্ধ্ব ৪৫ অনুর্ধ্ব মুসলিম পাত্র আবশ্যক। (চট্টগ্রামের থেকে হতে হবে)
যোগাযোগ করুন:
nstny1122@gmail.com
৩৪৭-২৯২-৮১৭৭
347-292-8177

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ম্যানহাটানে কনভেনিয়েন্স স্টোরের জন্য অভিজ্ঞ (লোটো কাজ জানা) একজন কর্মী (ফুলটিমে/পার্টটাইম) আবশ্যক।

ফোন- ৩৪৭ ৫৭৯-৯৭০৭

(০৮/১৮/২৫-১১)

Land Sale

Property Address: 271 Baitul Aman Cooperative Housing Society, Shamoli, Dhaka.
6.5 katha, asking price 1.5 Crore per Katha.
Contact: Mijanul Akbar.
501-952-3333

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত একজন শিক্ষিত ও চাকরিরত মানুষ (বয়স ৪১, উচ্চতা ৫'৪", মুসলিম, ডিভোর্স)-এর জন্য একজন পাত্রীর প্রয়োজন। পাত্রের জন্য আমেরিকায় বসবাসরত ৩০-৪০ বছর বয়সী সংসার করতে আগ্রহী ও সুস্থ চর্চার একজন মানুষ প্রয়োজন। পাত্রী বিধবা বা ডিভোর্সী হলে ভালো, সন্তান থাকলেও সমস্যা নেই।

যোগাযোগ- (৯২৯) ৬১৪-২৫৩৮
[কল বা টেক্সট করতে পারেন]

Deshi Tax & Multi Service

Tax, Sales Tax, Personal Tax, Business Tax, Business Set-up, Pay-Roll, Immigration Forms Fill-Up, NVC, Embassy Forms Fill-Up, No Visa Seal, Visa Seal, Online Application, Passport Application, Driving & DDC etc.

Contacts- (917) 402-4508,
DESITAX415@GMAIL.COM
37-15 73rd Street, Suite- 206, Jackson Height, NY 11372 (06/30/07/14/21-01)

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ৩২ বছর বয়সী ছেলের জন্য ২২-৩০ বছর বয়সি একজন পাত্রী প্রয়োজন। ছেলে সম্ভ্রান্ত মুসলিম, উচ্চতা ৫'৬", আইটি ইঞ্জিনিয়ার।

ফোন- ৩৪৭ ৪১৯-৭০৬২

(০৭/২১/২৮-০৭)

Job Opportunity in Home Care Agency Make $95,000 to 1,150,000 in first year

কুইন্সে অবস্থিত লিসেন্সেস প্রাপ্ত CDPAP Home Care Agency তে জরুরী ভিত্তিতে কয়েকজন Marketer / Selesperson নিয়োগ দেয়া হবে। পুরুষ/মহিলা পার্থীকে অবশ্যই বাংলা এবং ইংরেজী কথোপকথন সাবলীল হতে হবে। হোম কেয়ার এজেন্সিতে চাকরির অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন ও কমিশন আলোচনা স্বাপেক্ষে। শুধুমাত্র আগ্রহী প্রার্থীরা সত্বর যোগাযোগ করুন।

ফোন- ৫১৬ ২৬২-০৬৪৬
(০৮/০৪/১১/১৮-১২)

EMPLOYEMNT OPPORTUNITY IN WESTBURY (Long Island)

Entry Level Job Opportunity at a multinational company in Westbury, NY. Office Hours: 9am to 5:30pm. Monday To Friday.
Department: Product Development and Sourcing
College Degree preferred, Must be good in English with Basic Computer Knowledge Including Exel. Must have Work permit, Green card or Citizenship.

Immediate Opening

Email Resume:
Salimrubies@aol.com
Riponrubies@aol.com
(06/07/00-01)

গাড়ি ভাড়া

২০১৮ টয়োটা যীম ৪ একটি ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া দেয়া হবে. ১৯ জুন, ২০২৩ হতে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। লিজ ৮৮৫০/মাস।

ফোন- ৭১৮ ৩৭১-৮০১৪ (০৩/০৯/১৩-০৫)

কর্মী আবশ্যক

জ্যাকসন হাইট মিনা বাজার গ্রোসারিতে নাইট শিফটে একজন মিট কাটার প্রয়োজন। এবং এস্টোরিয়াতে একটি রেস্টুরেন্টে একজন বাংলাদেশী অভিজ্ঞ শেফ প্রয়োজন।

ফোন- ৩৪৭ ৬৫৪-৩৭৫৩ (০৬/০৯/১৬-০৬)

পাত্রী চাই

নিউ ইয়র্কে বসবাসরত (বয়স-৩১, উচ্চতা ৫'৬") অধ্যয়নরত পাত্রের জন্য মুসলিম পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের নিজের বাড়ি আছে।

অভিভাবক - ৯২৯ ৩৩৬-৮৮৪৮

(০৬/১৬/০০-১৬)

গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক

একটি প্রিন্টিং হাউজে কাজের জন্য গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক। প্রিন্টিং কোম্পানীতে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধীকার। আকর্ষনী বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতি থাকতে হবে।

যোগাযোগ:
929-372-7445
printhillside@gmail.com

House for sale

Queens Village:
228 street abd 88 Avenue. One Family. 4 Bedrooms, 3 Bathrooms. Detached. Full Furnished Basement. Good Location.

Call Now-SAYED: 646-302-2153/646-291-9845.

Peanut শপ এ লোক আবশ্যক

ম্যানহাটনের টাইমস স্কয়ারের পিনাটের দোকানে কাজের জন্য লোক আবশ্যক।

যোগাযোগ: আব্দুল ওয়াহিদ
: 347-666-9597.

গাড়ি বিক্রয়

কালো রংয়ের একটি SUV বিক্রয় হবে। মডেল ২০১৮ Toyota Hilander XLE. মাইলেজ ৪৪ হাজার। টিপটপ কন্ডিশন। উবার/লিফটের উপযোগী।
দাম-৩৫, ০০০ ডলার।
যোগাযোগ: 917-488-6448.

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: 646-991-9653

HELP WANTED

ব্রুকলীনে বিভিন্ন সাবওয়ে সেন্ডুইচ রেষ্টুরেন্টে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফুল টাইম/পার্ট টাইম লোক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৮১২-৯৮৬৪.

NABANNO
RESTAURANT & PARTY CENTER
حلال
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
• আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
• পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com

NABANNO
Chinese Restaurant
حلال
HALAL
FREE WiFi
Deshi Style
Halal Chinese Food
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার
পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
Nabanno Chinese Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718 734 6060
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com

NABANNO
RESTAURANT & PARTY CENTER
সুসজ্জিত হলে বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ
সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের
জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
WELCOME TO
Party
Nabanno party Center
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000
FREE WiFi
حلال
HALAL

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 01 September 2023, Issue 781, www.ajkalnewyork.com

এন এস এম মঈনুল হাসান সজল-এর লেখা একজন পুতিন ও রাশিয়ার জনগণ
১২ পৃষ্ঠায়

ডা. গুলজার হোসেন উজ্জ্বল -লিখেছেন রোগের নাম মাল্টিপল মায়েলোমা
১৬ পৃষ্ঠায়

ডা. আলী জাহান-এর লেখা সুখরঞ্জন বালির ফিরে আসা এবং চিকিৎসায় অবহেলা
০৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে মজুদ কমায় জ্বালানি তেলের বাজার উর্ধ্বমুখী

আজকাল রিপোর্ট

বিশ্বের শীর্ষ জ্বালানি তেল ব্যবহারকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুদ কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজার উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে নিউইয়র্ক মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জে (নিমেক্স) মার্কিন বাজার আদর্শ ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের দাম ৩৭ সেন্ট বা দশমিক ৪৬ শতাংশ বেড়েছে। প্রতি ব্যারেলের মূল্য স্থির হয়েছে ৮১ ডলার ৫৩ সেন্টে। বাজার আদর্শটির দাম এ নিয়ে টানা পঞ্চম দিনের মতো বাড়ল। গত বুধবার বিশ্বে জ্বালানির বাজারদর আরো এক দফা বেড়েছে। তবে মেক্সিকো উপসাগরে হারিকেনের আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা বর্তমানে কিছুটা সতর্ক অবস্থানে আছেন। আইসিই ফিউচারস এক্সচেঞ্জে গতকাল অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার আদর্শ ব্রেন্টের দাম ২৯ সেন্ট বা দশমিক ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। প্রতি ব্যারেলে মূল্য স্থির হয়েছে ৮৫ ডলার ৭৮ সেন্টে। নভেম্বর সরবরাহ চুক্তিতে বাজার আদর্শটির দাম ৮৫ ডলার ২২ সেন্টে উঠেছে। উভয় বাজার আদর্শের দাম গতকাল গড়ে ১ ডলারেরও বেশি বেড়েছে। ডলারের দরপতনের কারণেই এমন উর্ধ্বমুখিতা তৈরি হয়। আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটের হিসাব মতে, ২৫ আগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মজুদ ১ কোটি ১৫ লাখ ব্যারেল কমে কমেছে। দেশটিতে মজুদ কমে যাওয়ার বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বাজার বিশ্লেষকরা। এটি চাহিদা বাড়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ও শহীদ কাদরী স্মরণে সাহিত্য একাডেমীর মাসিক আসর

আজকাল রিপোর্ট

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি এবং সাহিত্য একাডেমির একমাত্র উপদেষ্টা কবি শহীদ কাদরীকে স্মরণ করে সাহিত্য একাডেমী এবারের মাসিক সাহিত্য আসরের আয়োজন করে । গত ২৫ আগষ্ট জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্কের নিয়মিত মাসিক সাহিত্য আসর। পুরো আসরটি পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

হুমায়ুন সম্মেলন ও বাংলা বইমেলা ৭ ও ৮ অক্টোবর নিউইয়র্কে

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'হুমায়ুন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা'য় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকছেন, কথাসাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সাংবাদিক এবং নিউজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শাহাদাত চৌধুরী, অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন, অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের বার্ষিক বনভোজন

আজকাল রিপোর্ট

২৭ আগষ্ট রবিবার সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের আয়োজনে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক বনভোজন। বনভোজন কমিটির আহবায়ক হাজী এনাম ও সাধারণ সম্পাদক আর.সি টিটো'র যৌথ পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি আব্দুল মালেক খান লায়েক। আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন সাধারণ সম্পাদক আর.সি টিটো এবং বনভোজন কমিটির আহবায়ক দুলাল মিয়া এনাম, প্রধান সমন্বয়ক সায়ুন মাহমুদ,জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তি, শরিফুল খালিসদার ,আব্দুল হাফিজ আবদার, অপু সিং, শামিম আহমদ সাহার, রুহুল আবদুল্লাহ এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

'হাসন জানের রাজা' গীতিনাট্য ১ অক্টোবর জ্যামাইকায়

আজকাল রিপোর্ট

মরমী কবি ও বাউল শিল্পী হাসন রাজাকে নিয়ে লেখা গীতিনাট্য 'হাসন জানের রাজা' আগামী ১ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হবে জ্যামাইকার পারফরমিং আর্টস সেন্টারে। গত ৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে আয়োজক সংগঠন 'একতারা'র কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলন করে একথা জানান। ওয়াশিংটনের নাট্যদল একতারা এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

জাবি এলামনাইয়ের আনন্দমুখর চড়ুইভাতি

আজকাল রিপোর্ট

গত ২৭ আগস্ট রবিবার নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র উদ্যোগে সকাল সন্ধ্যা চড়ুইভাতির আয়োজন করা হয়। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেক্টিকাট এবং পেনসিলভেনিয়া থেকে সকল জাবিয়ান এসে যোগ দেন এই চড়ুইভাতির আয়োজনে। আহবায়ক শামীম আরা বেগম এবং সদস্য সচিব তানজিল মাহমুদ সাথে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন পাপড়ী, শামীম, নবনী ও শাহরিয়ার। তানজিল এবং তৈমুর সংগীত পরিবেশন করেন। দিন শেষে লটারী বিজয়ীদের মাঝে এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

MHC

Marks Home Care

মার্কস্ হোম কেয়ার

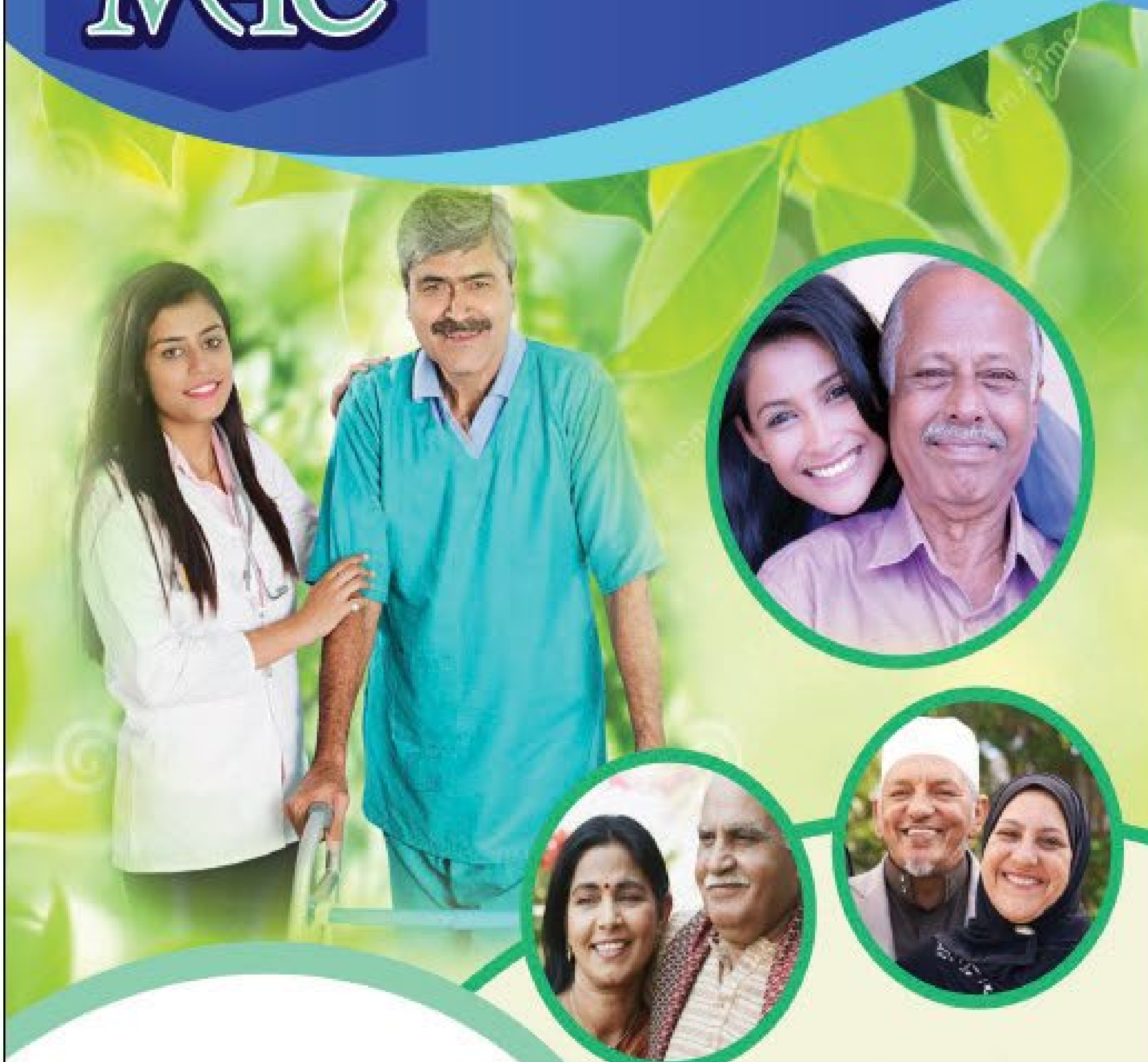

আমরা নূতন গ্রাহক
এবং
এজেন্সী ট্রান্সফার
সাদরে গ্রহণ করছি।

✔ প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট ছাড়াই উপার্জনের সুযোগ।

✔ প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে প্রতি সপ্তাহে আকর্ষণীয় আয়ের নিশ্চয়তা

We Welcome Agency Transfers and New Clients.

FOLLOW US ON
FOR LATEST EVENTS. PRIZES AND GIVEAWAYS

বিস্তারিত জানতে কল করুন

718-697-7717

E-mail : info@markshhc.com | www.markshhc.com

Bronx

1232 Virginia Ave
Bronx, NY 10472

1514 Castle Hill Ave
Bronx, NY 10462

2002 Mcgrow Ave
Bronx, NY 10462

Brooklyn

413 Bay Ridge Ave
Brooklyn, NY 11220

219 Church Ave
Brooklyn, NY 11218

1122 Coney Island Ave
Suite 220 (2nd fl.)
Brooklyn, NY 11230

1208 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

1104 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208

Queens

40-04 Junction Blvd
Corona, NY 11368

37-20 74th Street
Jackson Heights
NY 11372

148-37 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Hicksville

217 Bethpage road
Hicksville, NY 11801

Buffalo

1049 Broadway St.
Suite # 4
Buffalo, NY 14212

Rochester

504 W Main St
Rochester, NY 14608

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol. 15, Issue-781 | Friday, 01 September 2023

সুব্রত বিশ্বাস-এর লেখা
ভারতের চন্দ্র জয় বনাম
ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস
১১ পৃষ্ঠায়

ড. মো. মিজানুর রহমান-এর
লেখা ব্রিকসে বাংলাদেশের
যোগ দেয়া, না দেয়া
০৬ পৃষ্ঠায়

শাহাবউদ্দীন-এর লেখা
ভারতের চন্দ্রাভিযান ও
প্রাসঙ্গিক ভাবনা
১১ পৃষ্ঠায়

গ্রিনকার্ড আবেদনে জট : অপেক্ষমান ১৮ লাখের মধ্যে ১১ লাখই ভারতীয়

যুক্তরাষ্ট্রে ভোগান্তিতে লাখ লাখ অভিবাসী

আজকাল রিপোর্ট

গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদনে 'পাহাড়' জমে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন দপ্তরে। কিন্তু প্রচলিত আইন ও কোটা পদ্ধতির কারণে সেসব আবেদনের কোনো সুরাহা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জটে পড়েছেন বিভিন্ন দেশের অন্তত ১৮ লাখ আবেদনকারী। কবে নাগাদ তারা গ্রিনকার্ড পাবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ।

এই আবেদনকারীদের সবাই বৈধভাবে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। তাদের অনেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন শিক্ষার্থী ভিসায় এবং ডিগ্রি অর্জনের পর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করেছেন। অনেকে আবার কোনো মার্কিন নাগরিকের স্পন্সরের ভিত্তিতে আমেরিকার অভিবাসী হয়েছেন। কোনো দেশ থেকে অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে এসে নাগরিকত্ব অর্জন করতে হলে অবশ্যই এখানে কাজ করার বৈধ অনুমোদনপত্র বা গ্রিনকার্ডের অধিকারী হতে হয়। সেজন্য আবেদন এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াও অনুসরণ করতে হয়।

প্রতি বছর কত সংখ্যক আবেদনকারীকে গ্রিনকার্ড দেওয়া হবে–তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশটির অভিবাসন আইনে কোন কোন দেশের কত সংখ্যক আবেদনকারীকে গ্রিনকার্ড দেওয়া হবে–সে সংক্রান্ত কোটাও রয়েছে।

আবেদনের সময় বা ক্রম অনুসারে সেই কোটা পূরণ করা হয়। বাৎসরিক কোটা পূর্ণ হয়ে গেলে যেসব আবেদনকারীর আবেদন বাদ পড়ে, চেষ্টা করা হয় পরের বছর তাদেরকে যেন তালিকায় স্থান দেওয়া যায়।

মূলত এই কোটার কারণেই অনেক আবেদনকারীর আবেদন এ মুহূর্তে মঞ্জুর করা যাচ্ছে না। মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে বার্তাসংস্থা এএফপি জানিয়েছে, অপেক্ষমান ১৮ লাখ আবেদনকারীর মধ্যে ১১ লাখই ভারতীয়।

বহুল আকাঙ্ক্ষিত গ্রিনকার্ড অর্জনের জন্য প্রথমে মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের স্থানীয় কোনো শাখা কার্যালয়ে আবেদন করতে হয়। আবেদনকারী যে দেশের, সেই দেশটির কোটা যদি খালি থাকে–সেক্ষেত্রে ওই আবেদন মঞ্জুর করা হয়। যদি খালি না থাকে, তাহলে পরের বছরের জন্য তুলে রাখা হয়

এই আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর বসবাসের জন্য স্থায়ী ঠিকানা চেয়ে আবেদন করতে হয়। যদি সেটিও মঞ্জুর হয়–সেক্ষেত্রে আবেদনকারী পান গ্রিনকার্ড।

মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, অপেক্ষায় থাকা এসব আবেদনকারীর অর্ধেকেরও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন, ১৯ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন, ১৩ শতাংশ আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে আসা 'বিশেষ' অভিবাসী এবং ৬ শতাংশ মার্কিন নাগরিকদের স্পনসরের ভিত্তিতে এসেছেন আমেরিকায়।

বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। ১৯৭৮ সালের এইদিনে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে সমিতির সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

বিয়ানীবাজারে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে

আজকাল রিপোর্ট

বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেছেন, ১৯৬ জন ভোটার নিয়ে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসারেই এই ১৯৬ জনকে নিয়ে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭৬৭৯। গত মঙ্গলবার সমিতির নেতৃবৃন্দ ওজনপার্কের রাঁধুনী রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান, উপদেষ্টা বুরহান উদ্দীন কফিল,কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তৈয়ব তালহা, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোস্তফা অনিক রাজ ও সমাজ কল্যান সম্পাদক শাহিন মালিক।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২৩ জুলাই ২০২৩ সমিতির নিজস্ব ভবনে গঠনতন্ত্রের ১৪ ধারা মোতাবেক সদস্য নিবন্ধন ও নবায়নের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে ঐদিন ভুলবশত ৮টি বইয়ের ১৯৬ সদস্যের নাম গণনায় আসেনি। পরবর্তীতে সংবাদপত্রে সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উপস্থাপিত তথ্যের সংশোধনী আনা হয়েছিল। যা সংবাদপত্র ও সমিতির ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়েছে। তাঁছাড়া সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ১৪ (ক) ধারা অনুসারে নিবন্ধনকারি কোন এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

১৭ সেপ্টেম্বর আসছেন শেখ হাসিনা

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্কে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান

লায়ন্স ক্লাবের নতুন কমিটির অভিষেক

আজকাল রিপোর্ট

এক আনন্দমুখর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অভিষিক্ত হলো নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের নতুন কমিটি। গত ২৬ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যারিয়ট প্লাজা হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে লায়ন শাহনেওয়াজ ও লায়ন জেএকএম রাসেলের নেতৃত্বাধীন কমিটি ২০২৩-২০২৪ সালের জন্য সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। হল ভর্তি দেশি বিদেশি অতিথি, লায়ন্স ক্লাব মেম্বার ও তাদের এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়

স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে

বিদেশে সরকার হটানোর চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র

আজকাল রিপোর্ট

নিজস্ব স্বার্থের বড় ধরনের ক্ষতি হলে বিদেশে সরকার উৎখাতের চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র। গত সোমবার তুরস্কের সরকারি টেলিভিশন টিআরটি ওয়ার্ল্ডের ইনারভিউ প্রগ্রামে এ কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কূটনীতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোলটন। এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় পত্রিকার রিপোর্ট

বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত-চীন টানাটানি

TOI

আজকাল ডেস্ক

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মতোই বাংলাদেশে ভারত ও চীনের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা। বলা যায়, বাংলাদেশকে নিয়ে দুটি দেশের টানাটানি চলছে। তবে এক্ষেত্রে পরিকল্পভাবে এগিয়ে আছে ভারত। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব কিভাবে ভারত মোকাবিলা করছে তা নিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়ায়। এতে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারত ও চীনের যে প্রতিযোগিতা চলছে তার তুলনা করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

নগর জীবন

সব দোকানই বাংলাদেশি

সুনাগরিক

আগে ছিল একটা রাস্তা। জ্যাকসন হাইটস ৭৩ আর ৭৪ স্ট্রীটকে সংযুক্ত করে রেখেছিল স্বল্প পরিসর আর স্বল্প দৈর্ঘের রাস্তাটা। এটি ছিল ৭৪ রোডের অংশ। এ রাস্তাটুকু দিয়ে বাসও চলত। একটি-দুটি বাসকে ট্রিপের সময় না হওয়া পর্যন্ত এখানে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com